ধৃতং প্রেমা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সপ্তবিংশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

সপ্তবিংশতিতম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪২৯

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক—সত্তর টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2022]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-94394-15-5

ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি,২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম, ● দূরভাষ- (০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মালটিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

উপহার

সপ্তবিংশতিতম খণ্ডের নিবেদন

বাংলা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৭৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিতে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পত্রগুলিই পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারেও বাহির হইতেছে।

ইহা "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকের সপ্তবিংশতিতম খণ্ড।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড মুদ্রণের কালে কতক পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যায়। ফলে ৯নং পত্রের পরের পত্রগুলি না ছাপাইয়াই (৪১ হইতে ৪৭নং), যে পত্র খানার নম্বর ৪৮ হওয়া উচিত, তাহাকে ১০নং দিয়া ছাপান হয়। অনেক বিলম্বে হারানো পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পাওয়া গেলে তাহা তথাকথিত ৪০ নং এর পরে ছাপান হয়। ঐরূপ হারানো কয়েকখানা পত্র আসিয়া সপ্তবিংশতিতম খণ্ডের ১ নং পত্র হইতে ১০ নং পত্র রূপে বসিয়া গিয়াছে। কখনো সমগ্র "ধৃতং প্রেম্না" একত্র মুদ্রিত হইলে তারিখের এই পারম্পর্য্যহীনতার সংশোধন করা সম্ভব হইবে। নিবেদনমিতি, আষাঢ়, ১৩৭৭ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১০ }

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

ধৃতং প্রেম্না তৃতীয় সংস্করণ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(সপ্তবিংশতিতম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরিওঁ

গুরুধাম
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকলের শক্তি একত্র কর। চরিত্রের শুদ্ধতা ছাড়া একাজটী সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় না। স্বার্থ বা বিদ্বেষ যাহাদিগকে একত্র করে, তাহারা ঐ স্বার্থকে নিয়াই ঐ বিদ্বেষকে ধরিয়াই পরে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে এবং পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অকারণ শক্তিক্ষয় করে। তোমরা শুদ্ধ চরিত্রের ভিত্তিতে,

অপার ভগবৎপ্রেমের ভিত্তিতে, সীমাহীন মানবপ্রীতির ভিত্তিতে জীবন সার্থক করিবার তাগিদে এবং শ্রেষ্ঠ কাজে জীবনোৎসর্গ করিবার আনন্দে সকলে মিলিত হও।

ছোটরাও বড়কাজ করিবে, এই বিশ্বাস প্রতিজনের প্রাণে জাগাও। প্রত্যেকের প্রাণে ত্যাগের বহ্নি জ্বালাও। প্রত্যেকের অন্তরে শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। ত্যাগের শক্তিতে আর আদর্শের মহিমায়ই পিপীলিকাতুল্য তুচ্ছেরা ঐরাবত-তুল্য মহতের ভূমিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

তোমাদের প্রত্যেকের মিলন ঘটুক প্রীতি এবং বিশ্বাসের মধ্য দিয়া, চালাকি এবং চালবাজির মধ্য দিয়া নহে। কে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পার, তার দিকে লক্ষ্য দিয়া কর কাজ,—কে কতটুকু স্বার্থ আদায় করিয়া লইতে পারিলে, তাহা তোমাদের চিন্তা-জগতের বাহিরে থাকুক। লক্ষ্যের একতানতা এবং শ্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া তোমাদের কাজ চলুক। ভালবাসার শক্তিতে তোমাদিগকে জগজ্জয় করিতে হইবে, বিদ্বেষের বলে নহে। তোমাদের জয় জগতে চিরস্থায়ী শান্তি আনয়ন করুক। ঐতিহ্য সৃষ্টি কর ত্যাগের, প্রেমের আর স্বার্থ-নিরপেক্ষ সুবিচারের।

সকলের মিলিত হইয়া কাজ করিবার রুচিকে বর্দ্ধিত কর। যাহাকিছু মিলন-পথের বিঘ্ন, পথের কাঁটার ন্যায় তাহা পরিহার করিয়া চল। কে বলিয়াছে যে, জাতিভেদ দূর করাই তোমাদের

লক্ষ্য? আমি ত' কদাপি এমন কথা বলি নাই। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী বলিতেন,—"জাতিভেদ মানুষেই গড়িয়াছে, মানুষেই ভাঙ্গিবে, অমানুষেরা নহে।" কথাটীর তাৎপর্য্য অনুধাবন কর। ব্রাহ্মণেরা জোর করিয়া অন্য সকলকে পদতলে চিরকাল পিষিয়া মারিবার কুমতলবে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই কথা যাহারা বলে, তাহারা অসম্যগ্‌দর্শী। একদল জ্ঞানপ্রবুদ্ধ মানুষের নিকট বেদের বাণী আবির্ভূত হইয়া তাহার সংরক্ষার দায়িত্ব তাঁহাদের মেধা বা স্মৃতিশক্তির উপরে চাপাইয়া দিয়াছিল। সেই পরম সম্পদকে ধরিয়া রাখিবার হাজার চেষ্টায় বিফল হইয়া বেদদর্শী ঋষিরা হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন ব্রহ্মচর্য্যকে, জানিলেন ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাকে, নিজ নিজ জীবনে রূপায়িত করিতে লাগিলেন ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনকে, ফলে হঠাৎ সর্ব্বসামান্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটা আলাদা শ্রেণীর সৃজন "ময়া সৃষ্টং" হইল। ইহা কাহারও চালাকির বা চালবাজীর ফল নহে।

জাতিভেদ ভাঙ্গিতেই যদি চাহ, ভাঙ্গ, কিন্তু একাজ করিবার আগে মানুষ হইতে হইবে। প্রকৃত মানুষের দ্বেষ থাকে না, প্রতিহিংসাবৃত্তি থাকে না, মাত্রাতিরিক্ত কিছু করিবার অন্যায় ঝোঁক থাকে না। তোমরা আগে মানুষ হও।

তথাকথিত চাতুর্ব্বর্ণ্য বা জাতিভেদ নাই, এমন সমাজেও ত' মারামারি হানাহানি লাগিয়াই আছে, লাঠালাঠি কাটাকাটিতে

তাহারা তোমাদের চেয়ে দেড় কাঠি বেশী। সুতরাং জাতিভেদ উঠিয়া গেলেই শান্তি আসিবে কিনা, এই বিষয়ে আরও বিবেচ্য রহিয়া গিয়াছে। আমি জাতিভেদ ভাঙ্গিতেও আসি নাই, গড়িতেও আসি নাই। যাহা সত্যই নিরর্থক, তাহা আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। যাহার থাকিবার প্রয়োজন আছে, তাহাকে হাজার জনে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিলেও হাত ফসকাইয়া সরিয়া পড়িবে। আমি চাহি তোমাদিগকে মিলাইতে। মিলনের উপায় প্রেম। প্রেম লাভের উপায় উপাসনা। আমি যে সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহা তোমাদের প্রত্যেককে একটী মাত্র ব্যষ্টিতে পরিণত করিয়া পরমেশ্বরের সহিত সমষ্টিভূত ভাবে মিলাইয়া দিবে। এই মিলনের ফলে তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে সম্বন্ধ অভিন্ন হইবে, অচ্ছেদ্য হইবে, অক্ষয় হইবে। তখন জগতে জাতিভেদ থাকিবে কি না থাকিবে, তাহা ত' পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাধীন।

মিলনেরই গীতি গাহিয়া চলিয়াছি চিরকাল, নদীর এখন জোয়ার না ভাটা, তাহার বিচার করি নাই, অনন্তকাল মিলনেরই গীতি গাহিব। তোমরা এমন আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে খিচুড়ীর তাণ্ডব জুটাইয়া গতিকে ছন্দোভ্রষ্ট ও বেসুরা করিয়া দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

গুরুধাম
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যেখানেই যে গুরুভাই বা গুরুবোন্ দেখিতে পাও, জিজ্ঞাসা কর, ভাই, তোমার কি সুন্দর, সুস্পষ্ট কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করিবার ক্ষমতা আছে? থাকিলে তুমি অখণ্ড-সংহিতাটী পাঠ করিয়া করিয়া মানুষকে শুনাও। অনেকে আছে, নিজেরা চেষ্টা করিয়া সৎকথার চর্চ্চা করিবে না কিন্তু কেহ আসিয়া শুনাইয়া গেলে আপত্তি করে না। এস ভাই, আমরা সকলে মিলিয়া সকলকে গিয়া সৎকথা অবিরাম শুনাই। সৎকথা শুনিতে শুনিতে মানুষের সৎ রুচি আসে, সৎ চিন্তা জাগে, সৎ সঙ্কল্পের উদয় হয়, সৎ কার্য্যে সহযোগ দিতে দেহমনঃপ্রাণ ব্যাকুল হয়। সৎকথার সৎ শক্তিকে সর্ব্বোত্তম প্রয়োগে আনিতে, এস ভাই, আমরা ঝাঁপাইয়া পড়ি।

কেহ হয়ত ভাল করিয়া পড়িতে পারে না। পাঠকত্ব একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব বা বিরাট বিদ্যা। তাহাকে বলিবে, না ভাই, এজন্য তোমাদের সঙ্কোচ করিবার কিছু নাই। নিজে আগে ঘরে বসিয়া বারংবার নির্দ্ধারিত অংশগুলিকে পাঠ করিয়া

করিয়া উচ্চারণের জড়তা, অস্পষ্টতা ও দুর্ব্বলতা দূর কর। এস ভাই, তারপরে মনভরা ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া লোকের বাড়ীতে গিয়া, পার্কে, মাঠে, ময়দানে, নদীতীরে, নানা মন্দিরের চত্বরে বসিয়া পাঠ সুরু কর। পাঠ আরম্ভ করিবার কালে পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া কাজ ধর। এক দিন দুই দিন তিন দিন পরে দেখিবে, তোমার মতন অপটু লোকের পাঠ শুনিতেও কত কত আগ্রহী লোক আসিয়া জড় হন। এমনও হইবে যে, তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠ-পটু কৃতী ব্যক্তি আসিয়া তোমার কাজটী কাড়িয়া নিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন।

তোমার গুরুভাইবোন্‌দের মধ্যে অনেকের গানের ক্ষমতা আছে। ঠুমরী, খেয়াল দিয়া তোমাদের প্রয়েজন নাই, নিজ নিজ সামান্য ক্ষমতাকে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনে লাগাইয়া দাও। হরি মানে পরমেশ্বর, যিনি সব কিছু নিজের মধ্যে রাখিয়াছেন সমাহার করিয়া, আর ওম্ মানে হাঁ, আছেন, নিত্যবিরাজমান,—হরিওঁ মানে তিনি আছেন। তিনি যে আছেন, ইহাই তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা। এই মহিমাটীর প্রচার কর সঙ্গীতের কণ্ঠে, এই মহিমাকে ঘোষণা কর গানের সুরে, মধুর রোলে, প্রেমের বিহ্বলতায়। যাহারা কলাবিদ্ সুর-রসিক, শুধু তাহারাই নহে, যাহাদের কণ্ঠ বেসুরা, যাহারা তালকানা, তাহারা কিছুদিন ধরিয়া তালিম দিতে দিতে মধুর কীর্ত্তনে দক্ষ হইয়া উঠিবে। প্রতিটি কণ্ঠ ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করুক।

তোমার গুরুভাই গুরুভগিনীদের মধ্যে অনেকের কবিত্ব-শক্তি আছে কিন্তু চর্চ্চা নাই। চর্চ্চা থাকিলে তাহাদের শক্তি আরও বাড়িত এবং কদর্য্য এই পৃথিবীর অনন্ত দুঃখপুঞ্জের মাঝেও ঈশ্বরীয় প্রেমের দৈবী সুষমা এবং মোহন সৌরভ দিকে দিকে শান্তি ও তৃপ্তির মধুবর্ষণ করিত। যার যতটুকু শক্তি আছে, সে তাহা লইয়াই কবিতা লিখুক, গান লিখুক, নিজের এবং পরের প্রাণ জাগাইয়া তুলুক।

তোমার গুরুভাই ও গুরুভগিনীদের মধ্যে অনেকের বক্তৃতা-শক্তি আছে কিন্তু সুসঙ্গত ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়া তাহার বিকাশের জন্য কোনও অনুশীলন নাই। তোমরা যতজনকে পার, প্রচারের ক্ষেত্রে নামাইয়া দিয়া তাহার ভিতরে যে স্বতোবিরাজিত শক্তি আছে, তাহার বহিঃস্ফূর্ত্তির ব্যবস্থা কর। ধর্ম্মীয়ই বল আর রাজনৈতিকই বল, জগতের সকল আন্দোলনই ত' সৃষ্টি করিতেছেন প্রচারকেরা। কেহ সহজ ভাষায় সরল ঢংয়ে কথা বলেন, কেহ বা আলঙ্কারিক ভাষায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিস্তার করেন। কিন্তু সত্য কেহ যদি জীবনে লাভ করে, তাহা হইলে অপরাপরের কুশলের জন্য প্রচারেরও একটা প্রয়োজনীয়তা আসিয়া যায়।

কিন্তু কে হইবে তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সফল প্রচারক? যাহার নিজ জীবনে আদর্শনিষ্ঠা অটুট। ব্রহ্মচর্য্যদীপ্ত নিঃস্বার্থ প্রেমময় কোনও মানব-বিগ্রহ যদি চোখে কখনো দেখিয়া থাক, তবে প্রচারে নামিবার কালে তাঁহার মূর্ত্তিখানা একবার

বিভোর অন্তরে ধ্যান করিয়া লইও। তোমার প্রচার ব্যর্থ হইবার নয়।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

গুরুধাম,

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা

বুধবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

(২৯-৫-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা— ও মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একজন লোক এক স্থানে অতি নিকৃষ্ট, জঘন্য ও ন্যক্কারজনক ইতর আমোদে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছে, এই কথা শুনিলে সকল লোকেরই ভোগে বিরাগ আসে না, বরং কতক লোকের ঐ ইতর সুখের প্রতিই অন্তরের আকর্ষণ ও আকুলতা বাড়ে। অথবা একথাই বেশী সত্য যে, ইতর-সুখভোগীদের জীবনের গুপ্ত সংবাদ বাহিরে প্রচারিত হইলে বেশীর ভাগ লোকই ঐ অমেধ্য নিকৃষ্ট সুখের প্রতিই অন্তরের লালচ অনুভব করে। এই জন্যই কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল সাহিত্যের প্রতি সমাজ-হিতকামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ মনোভাব।

আবার, কোথাও কেহ সংযম পালন করিতেছে এবং সফলতার সহিত নিজ পথে ক্রমিক অগ্রগমন চালাইয়া যাইতেছে, এই কথা শুনিতে পাইলে লোকের মনে সংযমী হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিবার সঙ্কল্প উপজাত হয়।

তোমাদের বিবাহিত জীবন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া অপর সহস্র সহস্র দম্পতীর জীবনে আলোক-বর্ত্তিকার কাজ করুক। ইন্দ্রিয়-সংযম পশুর পক্ষে দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইতে পারে, মানুষের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। স্বামী এবং পত্নী যখন পরস্পর পরস্পরকে চূড়ান্ত ভালবাসা দিতে পারে, তখন তাহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়গত ব্যাপারের ঊর্দ্ধে অবস্থান একটী স্বাভাবিক অধিকার। সামান্য চেষ্টাতেই তাহারা ইহা পারে।

তোমরা দুই জন তোমাদের সংযমানুশীলনের চেষ্টার পথে আশা করি এই সত্যটীকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছ। যাহাকে তোমরা কাম বলিয়া থাক, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কাম নহে, মাত্র একটা শারীরিক অভ্যাসের দাসত্ব। শরীরকে কতক দিন শক্ত শাসনের পরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কামক্রিয়ার ফলে কোনও তৃপ্তিই ত' পাইতেছ না, তবে একাজ তোমরা কামাধীন হইয়া করিয়াছ বলিয়া মনে কর কি করিয়া? কামেরও একটা পরিতৃপ্তিজনিত সুখ আছে কিন্তু অভ্যাসের দাসত্বে তাহা নাই। দম্পতীর জীবনের অধিকাংশ কামক্রিয়াই অভ্যাসের

দাসত্ব মাত্র। এই জন্যই ইহাতে সুখও নাই, তৃপ্তিও নাই। তোমরা তোমাদের অভ্যাসের উপরে প্রভু হও। কঠিন দুর্গম পথ সহজ সরল হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঐক্যই শক্তির ধারক। একাকী তুমি হয়ত প্রচুর শক্তির আধার হইতে পার কিন্তু সেই শক্তিকে জনকলাণ-কাজে সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইলে যে দশমর্দ্দাটী চাহি, তাহার নাম ঐক্য। দশমর্দ্দাকে ইংরাজিতে বলে Lever.

কোনও একটী স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ঐক্য, তাহা দূর হইয়া যায় স্বার্থটুকু আদায় হইয়া গেলে। যার স্বার্থটুকু আগে আদায় হইল, সে আগে সরিয়া পড়িল। কিন্তু পরার্থে যখন ঐক্য সাধিত হয়, তখন কাহারও পক্ষে সরিয়া পড়িবার কারণ থাকে না।

অনৈক্য শুধু শক্তিক্ষয়করই নহে, অপযশেরও উৎপাদক।

তোমাদের সংঘে যদি লোকে কলহ ও আত্মদ্রোহই দেখিতে পায়, তাহা হইলে সৎলোকেরা তোমাদের সহিত যোগদান করিয়া কি আনন্দ পাইবে? তাহারা দূর হইতেই তোমাদিগকে নমস্কার জানাইয়া সরিয়া পড়িবে।

সমগ্র বিশ্বকে যাহারা বুকে ধরিতে চাহে, তাহাদিগকে আগে কাছে-ভিতের লোকদিগকে বুকে টানিয়া আনিতে হইবে। ইংরাজিতে বলে Charity begins at home. তোমরা সন্নিকটকে তুচ্ছ করিয়া সুদূরের পানে বাহু বাড়াইও না। নিকট এবং দূর, দুইদিকেই যুগপৎ কাজ করিতে হইবে।

যত ভাইবোন্ তোমাদের যেখানে আছে, প্রত্যেককে ধরিয়া ধরিয়া হাতে হাতে কাজ তুলিয়া দাও। কাজে হাত লাগিলে মুখের কথা আপনি কমিয়া যাইবে। বেশী কথাই ত' অনৈক্যকে দীর্ঘকাল জীয়াইয়া রাখে। যাহারা অলস বা উদাসীন আছে, তাহাদিগকে একটী একটী করিয়া কাজে লাগাইয়া ফেল। কাজের নেশা আসিলে দেখিবে অনেকের অনেক অবগুণ লুপ্ত হইবে, অনেক সদ্গুণ হঠাৎ বিকশিত হইয়া উঠিবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ বুঝাইয়া তাহাতে লগ্ন করিয়া দিতে পারার কৃতিত্বের নাম নেতৃত্ব, কার্য্য-বিবরণী পুস্তিকায় সভাপতি বা সম্পাদক নামটী বড় বড় হরফে লিখাইয়া লওয়ার নাম নেতৃত্ব নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল সফলতা অতীতে বা সম্প্রতি অর্জ্জন করিয়াছ, তাহাদিগকে ভবিষ্যতের বৃহত্তর ও বৃহত্তম

সফলতা লাভের উপায় রূপে ব্যবহার করিবার জন্যই প্রত্যেককে কাজে লাগান আবশ্যক। প্রত্যেকের লক্ষ্য হউক একটা সুনির্দ্দিষ্ট বস্তু। লক্ষ্যকে ভুল করিয়া দেখিলে চলিবে না। লক্ষ্য সম্পর্কে প্রত্যেকের ধ্যান ও ধারণা হউক সংশয়াতীত, তর্কাতীত, দ্বিধাদ্বন্দ্বরহিত এবং সুস্পষ্ট। তাহা হইলেই দেখিবে, নিজ নিজ কর্ম্মের বিচিত্রতা কাহারও সহিত কাহারও অনৈক্য সৃষ্টি করিতেছে না।

আমি ভালবাসার শক্তিতে বিশ্বাসী। বিদ্বেষেরও বিক্ষেপজনক একটা শক্তি আছে। কিন্তু তাহার বিষম প্রতিক্রিয়াও আছে। তাই আমি তাহার উপরে নির্ভরশীল নহি। প্রেমের ভূমিতে সকলের জন্য সমান একটী মিলন-মঞ্চ তৈরী হউক। তাহা হইলেই প্রত্যেকের সেবা একই উদ্দেশ্যে অনায়াসে প্রয়োগের পথ খুলিয়া যাইবে। অন্ধের মত চলিও না, চক্ষুষ্মান্ হও। বিদ্বেষান্ধরা নিজেদের অজ্ঞাতে নিজেদের তৈরী দেওয়ালে নিজ নিজ মাথা ঠুকিয়া বৃথা রক্তপাত করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পায়ে ধরিয়া প্রণাম করার নিয়মটা বন্ধ করিয়া কেন দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই কতকগুলি সঙ্গত যুক্তি আছে। সেই সকল যুক্তি অতীতে বহুবার বলা হইয়াছে। এখন কি আবার সেই সকল যুক্তি জনে জনে বলিতে হইবে? অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদিগকে একেবারে পাদস্পর্শ করিয়াই প্রণাম না করিলে চটিয়া যান। আমি সেই শ্রেণীর সাধু নহি। আমাকে কেহ হাতজোড় করিয়া নমস্কারটুকু না জানাইলেও আমি রুষ্ট হই না। ইঁহারা কেন চটেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া গবেষণা নিষ্প্রয়োজন। হয়ত, তাঁহাদের পাদস্পর্শে পাতকী অধমেরা ত্রাণ পাইতে পারিত, কিন্তু পাদস্পর্শ করিল না বলিয়া হতভাগ্যেরা ত্রাণ পাইল না, এই জাতীয় সুগভীর এক অনুকম্পা হইতে তাঁহাদের মনে দুঃখ আসে এবং সেই দুঃখ হইতে ক্রোধও আসে। কিম্বা অন্য কারণও থাকিতে পারে। আমি মনে করি, প্রণামের উদ্দেশ্য আশীর্ব্বাদ-যাচ্ঞা।

আর, আমার পা না ছুঁইলেও আমি আশীর্ব্বাদ করিতে পারি। মনটী যখন আমার ভ্রূমধ্যে, তখন আমার আশীর্ব্বাদ অকাট্য। তোমরা পা ছুঁইবে আর প্রত্যাশা করিবে যে, আমার আশীর্ব্বাদ হউক অলঙ্ঘনীয়, ইহা কিছু অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার হইয়া পড়ে। তবু আমি দীক্ষার দিনে দীক্ষার্থীদিগকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দেই। ১লা বৈশাখ আমি প্রথম গুরু হইয়াছিলাম, সেজন্য সেদিনও দেই।

আশীর্ব্বাদ-বিতরণ এবং পরান্নভোজনই যাহাদের জীবনের একমাত্র কাজ নহে, কর্ম্মযোগসাধন ও নিজান্ন-অর্জ্জনও যাহাদের করণীয়ের অঙ্গীভূত, আমার মতন সেই সকল নিম্নস্তরের সাধুদের শৃঙ্খলা রাখিয়া চলিতে হয়, নতুবা অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে তাহারা পারে না। যাহারা শিষ্য, ভক্ত বা অনুরাগী, এই সকল স্থলে প্রতিটি নির্দ্দেশের জন্য কৈফিয়ৎ দাবী না করিয়া তাহাদের নির্ব্বিচারে শৃঙ্খলা মানিয়া চলা উচিত। কোন একটা জরুরী কাজের সময়ে আদেশ বা নির্দ্দেশ পালনের প্রয়োজন ঘটিলে সুযোগ বুঝিয়া আগে-ভাগেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে পলাইবে আর প্রণাম করিবার সময়ে শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া নিজেরা গুঁতাগুতি করিয়া একজন আর একজনের জামা ছিঁড়িবে, শাড়ী টানিবে, হাতের নৈবেদ্য ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে, এসব তোমাদের কোন্ শ্রেণীর আচরণ? কোনও প্রকৃত সাধু ব্যক্তি এই সব দেখিয়া খুশী হইবেন

বলিয়া আমি মনে করি না। তোমাদের যখন প্রণাম করিতেই হইবে, তখন আমার ট্রেইণ ফেইল হয় ত' হউক, এরূপ ব্যাপারও ত' অহরহ দেখিতেছি। সুতরাং নানা কারণে নিয়ম করা হইল যে, যে যেখানে আছ, সে সেখানে থাকিয়াই প্রণাম কর। তোমার মনে যদি ভক্তি থাকে, আমার আশীর্ব্বাদ পূরাই তুমি পাইবে। সে আশীর্ব্বাদ তোমার কাজে আসিবে।

কথায় কথায় যুক্তি না যাচিয়া তোমরা আদেশ-পালনের অভ্যাসটী কর। এই অনুশীলনের ফল শুভ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
বৃহস্পতিবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫
(৩০-৫-৬৮)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইলাম।

একা কত কাজ করিব? একা কত দিকেই বা করিবে? তোমার দুইটী বাহু মাত্র, সহস্র বাহু নাই। দশভুজার দশবাহু

ছিল, কিন্তু তাহাকেও সকল দেবতার সর্ব্বশক্তি নিজেতে পাইতে হইয়াছিল। কর্ম্মের যৌথায়নকে তোমরা তোমাদের আচরণে ও অভ্যাসে আয়ত্ত করিয়া ফেল। তোমাদের জয়-সম্ভাবনাকে আটকাইবে কে?

কাজ করিতে হইবে দ্রুত। দ্রুত করিতে হইলে একদিকে চাই বল, অপর দিকে চাই কৌশল। জনে জনে কর্ম্মবিভাগ করিয়া প্রত্যেকের উপরে অর্পিত কাজকে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুসমাপ্ত করিবার জন্য সুব্যবস্থাই ইহার কৌশল। আর প্রতিজনে, যে যতটুকু পার, ব্রহ্মচর্য্যবান্ হইবার জন্য চেষ্টা করিবে, ইহাতে লাভ হইবে বল। বলহীনের কৌশল অসম্পূর্ণ, কৌশলহীনের বলও অসম্পূর্ণ। বল ও কৌশলকে এক যোগে কাজে লাগাইতে হইবে। তবে তুমি হইবে প্রশংসনীয় কর্ম্মী।

প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রকৃত কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা তোমাদের দরকার। কথা অনেকেই কহিতেছে, কাজ করিতেছে কয় জন? কথা কমাইয়া ফেল। কেবল কাজের হিসাব লও, শুধু কাজের উপরে নজর রাখ। যাহারা এতকাল কাজ করে নাই, তাহাদের প্রতিজনকে নাম ধরিয়া ধরিয়া কাজ করিতে ডাক। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কাজে নাম। একদল লোক কাজ করিবে আর অন্যদল লোক হুকুমই দিবে, ইহা যেন না হয়। লজ্জা পরিহার করিয়া প্রত্যেককে বল যে, জোর করিয়া প্রতিজনে একটু আধটু ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা করুক। খণ্ডিত

চেষ্টা, খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য, খণ্ডিত সংযমই কালক্রমে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যে, অখণ্ড-সংযমে রূপ পাইবে। এক দিনে, এক সপ্তাহে বা এক মাসে কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থ হইয়া গেল না বলিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। অল্প অল্প করিতে করিতেই অধিকতম কৃতিত্ব অর্জ্জিত হয়। যে অল্প চেষ্টাটুকু করে নাই, সে কখনো চরম সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তোমরা বিশ্বাস কর যে স্বরূপানন্দ-সন্তানের ব্রহ্মচর্য্যে সহজ অধিকার। ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে যে যতটুকু নজর দিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মশক্তি ততটুকু বাড়িবে। অতি মহৎ কর্ম্মসমূহ তোমাদের সম্মুখে, তোমরা ব্রহ্মচর্য্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কাজ কর।

যেখানে যাহার যেটুকু যোগ্যতা দেখিতে পাও, সেখানেই সেটুকুকে সমাদর কর, সেটুকুকেই কাজে আন, প্রত্যেকের কাছ হইতে জগৎকল্যাণমূলক কর্ম্ম আদায় করিয়া লও। তোমরা তোমাদের কর্ম্মিসংখ্যা বাড়াইবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিও। যে কাজ একা পার, সে কাজেও আর দুই দশটী হাতের স্পর্শ লাগাইতে পার কি না দেখ। তোমার একক কৃতিত্বকে আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু তোমার উপলক্ষ্যে যদি আর দুই দশটী লোক কর্ম্মযজ্ঞে দীক্ষিত হয়, তবে তাহাতে তাহাদেরও সৌভাগ্য, দেশবাসীরও মঙ্গল।

সমধর্ম্মী, সমমর্ম্মী, সমকর্ম্মীর সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করা

দোষের নহে। একাজে দ্বিধা, কুণ্ঠা, লজ্জারও কিছু দেখি না। তবে সৎলোকদের মধ্য হইতেই তোমাদের এই বর্দ্ধিত সহোদরদের আসা প্রয়োজন। অসৎ লোক দিয়া সঙ্ঘ ভরিয়া দিলে সঙ্ঘকে অনেক অনাহূত অকল্যাণে ও অবাঞ্ছিত জটিলতায় পড়িতে হয়। সংখ্যাবৃদ্ধি দোষের কথা নহে, যদি তাহার দ্বারা বলবৃদ্ধি হয়। সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিল কিন্তু প্রকৃত বল কমিল, এমন বৃদ্ধি বৃদ্ধি নহে, ক্ষয়েরই নামান্তর। আজকাল ত' ঘরে ঘরে বেপরোয়া ভাবে সন্তান-সংখ্যা বাড়িতেছে কিন্তু নবাগতেরা ক্ষুধার তাড়নায় জীর্ণ, শীর্ণ ও অর্দ্ধমৃত জীবন যাপন করিতেছে। ইহা বৃদ্ধি না সংহারের পূর্ব্বাভাস? সৎলোকের মধ্য হইতে তোমাদের সংখ্যার বৃদ্ধিসাধন প্রয়োজন। মুসলমানেরা অনেক স্থানে সদসৎ বিবেচনা না করিয়া অবিরাম নিজেদের সংখ্যা বাড়াইতেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের এই যুগে এবং মাইরদাঙ্গার সময়ে তাহারা এই সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত সুযোগগুলিকে নিজেদের বিশেষ কাজে আনিতেছে। এইরূপ একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চোখের সামনে থাকিতে তোমরা নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টায় কেন কুণ্ঠিত হইবে, তাহার কারণ আমি বুঝি না। সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে পাপও নাই, দোষও নাই। তবে সংখ্যা বাড়ুক সৎলোক দিয়া এবং যাহাদের দিয়া তোমরা সংখ্যা বাড়াইলে, তাহারা ভাবী কালে সজ্জীবন যাপনে আগ্রহী, চেষ্টান্বিত ও দৃঢ়সঙ্কল্প হউক। সংখ্যা বাড়িল আর নিজেদের

মধ্যে ঝগড়া-কলহ সুরু হইল, এমন নিন্দনীয় সংখ্যাবৃদ্ধিকে আমি অন্তরের অন্তরে ঘৃণা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ
গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার মুদ্রিত কাগজখানা যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু প্রাপ্তিসংবাদ দিতে পারি নাই। তোমার লেখাটী ভাল হইয়াছে।

নূতন করিয়া একটা প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টায় নামিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, সত্যিকার প্রতিষ্ঠান গড়িতে সমর্থ হও। কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি বিসর্জ্জন না দিলে, প্রতিষ্ঠান হয়ত গড়িবে কিন্তু সমাজের যথার্থ সেবা কিছুই করিতে পারিবে না। যেখানে দুইটী কর্ম্মী একত্র মিলিলেই কলহ, মনান্তর, বিদ্বেষ, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, মনের নীচতায় সেবার বিঘ্ন হইতেছে। অন্তরটী খুঁজিয়া দেখ, নীচতা বিসর্জ্জন দিয়াছ কি না। যে কুলেই জন্মিয়া থাক, অন্তরে যে মহৎ, সে সকলের সঙ্গে মিশিয়াই কাজ করিতে পারে। ইহা একটী সর্ব্বসম্মত সত্য

বলিয়াই দেশে দেশে দিকে দিকে কালে কালে বহুজনের সেবায় পুষ্ট বহু বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা জগতের জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

"যাহা করিব, আমি একাই করিব",—এই জাতীয় কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিও। সকলকে লইয়া কাজ করিতে হইলে যে প্রেমানুশীলন প্রয়োজন, তাহার দিকে লক্ষ্য দাও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ
গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার জন্য তোমরা কোনও দুশ্চিন্তা করিও না। দীর্ঘকালের অপরিমিত শ্রমে যে বয়সে শরীরের হাল যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক, আমার শরীর বর্ত্তমান পীড়িত অবস্থাতেও তাহার শতগুণ ভাল আছে, এইটী তোমরা বিশ্বাস করিয়া আশ্বস্ত হইও। তবে অনুচিত শ্রমে, বিরক্তিকর কাজে

আমাকে বাধ্য করিতে গেলে শরীর যে হাল ছাড়িয়া দিতে পারে, এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। এখন হইতে তোমাদিগকে নির্ব্বিচারে অন্ধের মতন আমার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে, যুক্তি-তর্ক, দাবী-দাওয়া তুলিবার রীতি ও রুচি ত্যাগ করিতে হইবে। আমি আমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া নিজের প্রীতিতে যেখান দিয়া যে কাজটুকু করিব বা করিতে চাহিব, তোমরা অনুযোগ অভিযোগ না করিয়া তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সফলতায় উত্তীর্ণ করিয়া দিবার জন্য কে কোথা হইতে কি করিতে পার, কেবল তাহাই এখন ভাবিও।

জগতের যে-কোনও স্থানে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ জনকল্যাণ কেহ কিছু করিলে তাহার প্রভাব জগতের সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়; কতকটা হয় স্থূলভাবে নিকটবর্ত্তী স্থানে, কতকটা হয় সূক্ষ্মভাবে দূর-দূরান্তবর্ত্তী অঞ্চলে। অল্প হউক, অধিক হউক, প্রভাব কিছু পড়িবেই। এই কথাটীতে বিশ্বাস রাখিয়া তোমরা এক স্থানের এক একটা করণীয় চারিদিকের সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া যুগপৎ একই সময়ে সম্পাদন করিবার অভ্যাসটী করিতে সুরু কর। স্থানীয়তার মোহ অনেক সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে নষ্ট করিয়াছে। যে কাজ যেখানে আগে দরকার, সে কাজে সেখানে সকল স্থান হইতে তোমরা পূর্ণ বল-প্রয়োগ করিবে, পূর্ণ ইচ্ছাকে নিয়োগ করিবে, পূর্ণ পুরুষকারকে কাজে আনিবে। বিরাট কর্ম্ম সহজে সমাধা করিবার ইহা এক বিপুল কৌশল, যাহাতে অভ্যস্ত হইতে পার নাই বলিয়া তোমরা এখনও

রুচিসম্পন্ন হও নাই। লোকে অনেক কাজ রুচি হইতে করে, আবার অনেক কাজ করিতে করিতে রুচি হয়। রুচি জিনিষটা বড়ই দামী। ইহা থাকিলে কাজ মধুস্বাদ দেয়।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের কাহারও সেবা চাহি না। আমাকে ফল, মূল, অন্ন, বস্ত্র, অর্থ ও সম্পত্তি কেহ দাও, ইহা আমি চাহি না। আমি নিজের প্রয়োজন নিজের শ্রমে মিটাইবার সামর্থ্য রাখি। দিল্লীর মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে কেহ কেহ কোরাণ লিখিয়া, কেহ বা টুপি সেলাই করিয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতেন, রাজকোষে হাত দিতেন না,—এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এগুলি চমৎকার জিনিষ। আমার রাজ্য বা সাম্রাজ্য নাই, ধনাগারও নাই, কিন্তু তবু আমার হাত দিয়া বা চোখের উপরে নানা জনের প্রভূত অর্থ আনাগোনা করে, ব্যয়িত হয়, —আমার নির্ভর তাহার উপরে নহে। আমি তোমাদিগকে কাছে পাইবার পূর্ব্বেও যেমন নিরালম্ব ছিলাম, এখনো ঠিক তাই। নিরালম্ব কথার প্রতিশব্দ কিন্তু হইতেছে স্বাবলম্ব। আমার ব্যক্তিগত কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তোমরা কেহ কদাচ উদ্‌গ্রীব বা ব্যাকুল হইও না। ব্যক্তিটার পৃথিবীতে কোনও দামই নাই। দাম ত' শুধু আদর্শের। আমার আদর্শকে যদি অমলিন, নিষ্কলঙ্ক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তবে যে যাহা করিবার, তাহার রূপায়ণে ত্যাগ-স্বীকার কর।

প্রকৃত ত্যাগ জীবনের এক পরম আশ্রয়। কারণ, ইহা নিরহঙ্কার সেবার প্রবৃত্তিকে নিয়ত জাগ্রত রাখে। ত্যাগী কখনও

ত্যাগ-স্বীকার করিয়া অন্যের উপরে অধিকার দাবী করে না, বরং সে তাহার ত্যাগের দ্বারা তাহার নিজের উপরে অন্য সকলের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। ত্যাগ তোমাকে নিজের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ একটী সামগ্রী হইতে বিশ্বজনীন একটী ব্যাপক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে, যাহার ভিতরে সকল ব্যক্তি পায় তৃপ্তি, তুষ্টি, আনন্দ। প্রকৃত ত্যাগকে জীবনের ভিত্তি কর। স্বার্থের লোভে দুনিয়ার লোক নিজেকে প্রবঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র-জালই শুধু বিস্তারিত করিতেছে। ত্যাগ তাহাকে আত্মপ্রবঞ্চনার দুঃখ, অপমান ও অশান্তি হইতে বাঁচাইবে।

ত্যাগীর অর্থের সঙ্গে প্রবঞ্চকের অর্থকে আসিয়া মিশিতে দিও না। গঙ্গার সুপবিত্র বারিপ্রবাহে আসিয়া যে মিল ও কারখানার পঙ্কিল নীর-ধারা মিশিতেছে, ইহা কি মানুষের মঙ্গলবর্দ্ধক? প্রতিষ্ঠান তোমাদের ছোটই থাকুক, তবু খাঁটি থাকুক। মঠে, আশ্রমে, সঙ্ঘারামে, মন্দিরে, সর্ব্বত্র গর্ব্বিত ধনীদের পাদুকার তলায় যদি দেববিগ্রহ কাঁদিয়া মরেন, তবে এমন মঠ, এমন আশ্রম, এমন সঙ্ঘারাম আর এমন মন্দিরের প্রয়োজন কি?

জীবিকা হইতে পাপকে, প্রতারণাকে, কলুষকে বিদূরিত করিয়া দিতে হইবে,—এই প্রতিজ্ঞাটী মানুষকে আসিয়া কেহই করাইল না। দুর্নীতি-দমনের বক্তৃতারাজি সভাস্থল মুখরিত করিল, সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রবন্ধনিচয় প্রচারিত হইতে লাগিল, কিন্তু পরস্বাপহরণের পাপ হইতে

কেহই হস্ত উত্তোলন করিল না। অন্ততঃ মঠ, মন্দির, আশ্রমগুলি তাহার প্রতিবাদ করুক। অন্ততঃ এই সকল স্থানে দুর্নীতিগ্রস্তের পাপার্জ্জিত অর্থকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, এই পণ দেশবাসী করুক। দেশবাসী হয়ত কিছু বিলম্বে ইহা করিলে করিতে পারে, কিন্তু তোমরা এই ঔষধটীর এখনি ব্যবহার সুরু কর। সৎলোক যদি দরিদ্র হয়, তবে তার দেওয়া একটী আধলার প্রকৃত মূল্য অসৎ ধনীর কোটি মুদ্রার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

গুরুধাম

কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

শুক্রবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

(৩১-৫-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * একথা ত' ধ্রুব সত্য যে, কেহই এই নশ্বর পৃথিবীতে অনন্তকাল এই দেহটা নিয়া থাকিবে না, তবু কাহারও দেহান্ত ঘটিলে প্রাণটা হাহাকার করিয়া ওঠে। কত লোককে ত' আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দীর্ঘায়ু হও, কিন্তু অমর হও, আশীর্ব্বাদ ত' কাহাকেও করিতে সাহস পাই না। অমর হইবার আশীর্ব্বাদ যদি দুঃসাহস

করিয়া করিয়া বসি, এবং সত্যই যদি সে অমরই হয়, সে কি জরাক্রমণ-সম্ভাবনার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে? আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহা পারে নাই। মৃত্যুর কষ্টের অপেক্ষা জরার কষ্ট অনেক অধিক। জীবনের সবচেয়ে দুঃখের কাল জরাজীর্ণ, পঙ্গু, অক্ষম বার্দ্ধক্য, যখন প্রতি পদে মানুষকে পরনির্ভর থাকিতে হয়। অসামান্য সাধকেরা মনের বলে চিত্তের সন্তোষ বজায় রাখেন কিন্তু দেহের তন্তু, শিরা, উপশিরা, মাংস, মেদ, মজ্জা প্রত্যেকে দেহেরই ধর্ম্মে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া চীৎকার করে।

এই একটী কারণে মৃত্যু পরমশ্লাঘ্য। তবু মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। সে ভয়, ইহার পরে কি জানি হইবে, এই অনিশ্চয়তা হইতে জাত। যে সত্যকে জানিয়াছে, মৃত্যুকে তার ভয় নাই।

আমার সন্তান বলিয়াই তোমরা অমর দেহ লইয়া থাকিবে, এমন আশা করা ভুল। তবে এই আশাটুকু করিতে দোষ নাই যে, আমার প্রতিটি সন্তানের তিরোধানের পরেও তাহার তপস্যা দিগ্‌দেশ আলোকিত করিতে বিদ্যমান থাকুক। পিতা গেলে পুত্র আসিয়া এক নূতন যজ্ঞবেদীর হোতা হউক, পুত্র গেলে পৌত্র আসিয়া যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দেউক, একটী নির্দ্দিষ্ট তপস্যার ধারা বংশপ্রবাহ বাহিয়া কেবল বাড়ুক, কেবল ঝড়ুক।

কত মৃত্যু-সংবাদ ত' শুনিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই পরম-লোভনীয় সংবাদটুকু ত' পাইতেছি না। তোমরা তপস্যা

করিয়াছ এবং করিতেছ, কেন তোমাদের পুত্রকন্যাগণ সেই তপস্যাগ্নির দেদীপ্যমান মশাল হাতে লইয়া দিগন্ত ভেদ করিতে পরমোল্লাসে ছুটিয়া চলিবে না? তোমাদের একজনের মধ্যেই কেন সকল ঐতিহ্য সমাধি লাভ করিবে?

মৃত্যুকে আমি সমস্যা মনে করি না। মৃত্যু আবশ্যক, কিন্তু যে গেল, সে তাহার পুত্রকন্যার ভিতরে কি বস্তু রাখিয়া গেল?

এই দৃষ্টিকোণ হইতে কি তোমরা আমার আবাল্য শ্রমের মূল্যায়ন করিতে চেষ্টা করিবে? তাহা করিলে তোমরা আমাকে কতকটা বুঝিবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ গুরুধাম
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্রখানা পড়িয়া সুখী হইলাম। তবে একটী মন্তব্য আছে। তুমি যে পরের উপকার করিতে যাইতেছ, তাহার ভিতরে তোমার নিজের উপকারও রহিয়াছে। পরকে কৃতার্থ করিবার

জন্য নহে, নিজেকে ধন্য করিবার জন্যই তোমার পরোপকার। এই কথাটীর উপরে একটু জোর দিও।

বিশ্বমাঝে পর আমাদের কেহ নাই। যাহাকে দেখি সে-ই আমার আপন। তাহার জন্য কিছু করার মানে নিজের জন্যই কিছু করা।

পর শব্দকে পরম বলিয়া জানিও। পরোপকার মানে পরম উপকার। এই পরম সেবা তোমার, আমার, তাহার, বিশ্বের সকলের।

অবিরাম পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া চলিও। কদাচ পদচ্যুতি বা পথবিভ্রম ঘটিবে না। নিরহঙ্কার, নিরভিমান, নিষ্কাম হইয়া পরোপকার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ নাউপালা (হাওড়া)
২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৫
(৫-৮-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নগেশ-ক্যানালের বিরাশি ফুট দীর্ঘ দেওয়ালের উপরে ছাদের চাপ পড়া দরকার ছিল। কিন্তু তুষের আগুনে মহোৎসবের

রান্না চাপিয়াছে, ফলে যে ছাদটী এই বর্ষার পরেই দিবার ব্যবস্থা হইতেছিল, সে ছাদটী গত চারিটী বর্ষার মধ্যে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এবার বর্ষা নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম বৃষ্টির দিনে বারো চৌদ্দ খানা শাবল আসিয়া নিশাযোগে অন্তর্ঘাতে লাগিয়া গেল। দেওয়ালটী পড়িয়া গিয়া প্রায় চারি হাজার টাকা ক্ষতি করিয়া গেল। এই সংবাদে পুপুন্‌কী চলিয়া আসিয়াছিলাম। কলিকাতা যাইবার পথে নাউপালার বাতিল-করা প্রগ্রামটী রাখিতে আসিয়াছি। এমন সময়ে কলিকাতা গুরুধামের ঠিকানায় লিখিত তোমার পত্র পাইলাম।

একজন গৈরিকধারী সাধু তোমাদের ওখানে আমার নিন্দা করিয়াছেন বা করিতেছেন, ইহাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যাহা, ঠিক তাহাই আছি এবং থাকিব। কাহারও নিন্দায় বা প্রশংসায় আমি বিচলিত হই না। সুতরাং এই ব্যাপারে আমার কোনও মন্তব্যও নাই, কর্ত্তব্যও নাই। ইনি নিজের জন্য যে পথ বাছিয়া নিয়াছেন, সেই পথেই চলুন, কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটুকু ইনি পাইবেন। এই সব তুচ্ছ ভাষণে আমার বিচলিত হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু তোমরা চখের উপরে দেখিলে যে লোকটী সর্ব্বজনসমক্ষে ডাহা মিথ্যা কহিতেছেন, তবু চুপ করিয়া রহিলে, বলিলে না যে তাঁহার উক্তি অসত্য, তোমাদের এই কাপুরুষতা আমার পছন্দ হইল না। কেহ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলিলে তাঁহার উক্তির ভুল দেখাইয়া

দিয়া জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যার অবলোপ তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল। এই পত্রখানা লইয়া তুমি তাহার নিকটে যাইও এবং বিনীত ভাবে নিবেদন করিও যে, তাহাকে অসত্য উক্তির প্রত্যাহার করিতে হইবে। ইহা তোমার কর্ত্তব্য। নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতে বলিতে লোকের এমন বেপরোয়া দুঃসাহস হইয়া যায় যে, শেষে স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাকে নিজেও ক্রমান্বয়ে নিখাদ সত্য বলিয়া মনে করে।

আমি জ্ঞানী নহি, পণ্ডিত নহি, নিতান্ত সাধারণ একটী মানুষ। এমনকি বুদ্ধির দৌড়েও আমি অতি সাধারণ। আমি অন্য অসাধারণ পুরুষদের বিভিন্নমুখী উপদেশের মধ্যে সামঞ্জস্যটুকুই খুঁজি। খুঁজিতে খুঁজিতে সামঞ্জস্যটুকু পাইয়াও যাই। এই জন্যই আমার নিকটে কপিল, বুদ্ধ, মোজেস, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ সবাই সার্থক এবং সুন্দর। হিমালয় ভ্রমণ করিতে গিয়া তুষার-কিরীটীর শুভ্র সুষমাই আমার চোখে পড়ে, পায়ের তলায় গর্ত্ত আর বদ্ধ নালা আমি দেখিতে পাই না। আমার এই অসম্পূর্ণতা নিয়াই আমি প্রেমে ও আনন্দে কালহরণ করি, অমুককে আর তমুককে তুচ্ছ করিয়া নিন্দা করিয়া সময় কাটাইবার অবসর পাই না। আমার এই ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও যাহারা আমাকে ভালবাস, তাহারা আমৃত্যু নিষ্ঠায় আমার সঙ্গেই লাগিয়া থাক, নিন্দকের রসনা- কণ্ডূয়ন তোমাদিগকে যেন পথচ্যুত না করিতে পারে। সম্মানীর সম্মান-হানি তোমরা করিও না কিন্তু মিথ্যাকে বিনা প্রতিবাদে শুনিয়াও যাইও না।

মানুষের সহিত মানুষের, এক সমাজের সহিত অপর সমাজের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের, এক গুরুর শিষ্যদের সহিত অপর গুরুর শিষ্যদের মিলন-সম্ভাবনা হ্রাস করিবার কাজে কদাচ যদি আমার চিন্তাশক্তি, রসনা ও কর্ম্মচেষ্টা নিয়োজিত হয়, তবে যেন আমি এবং আমার স্মৃতি এই ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। মানুষের নিন্দা করিয়া অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে আমি চাহি না। তোমরা যদি আমার মরমের কথা জানিয়া থাক, তবে, সর্ব্বজীবের শুভমিলন-সাধনের সম্ভাবনাগুলির দিকে তাকাইয়া জীবনের পথ চল। মিলনেই আনন্দ, মিলনানন্দই জীবন ;— বিচ্ছেদ, বিসম্বাদ, ভেদবুদ্ধি ও পর-জ্ঞান মৃত্যুর পরোয়ানা মাত্র।

পুনশ্চ ঃ—মাথার উপরে তুমুল বর্ষণ, পায়ের তলায় এক হাঁটু কাদা, চতুর্দ্দিকে বিপুল প্লাবন, ধানের ক্ষেত সব ডুবিয়া গিয়াছে, ধানের জালা সব ভাসিয়া গিয়াছে, কত ঘরবাড়ী জলশায়ী হইয়াছে, কত মানুষ আর গরুমহিষ আশ্রয়হীন হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর তার মধ্যে আমি দূরাগত প্রায় দুই শত দীক্ষার্থীকে নিয়া যখন দীক্ষাদানে ব্যস্ত, তখন তোমার পত্রখানা পাইয়াছিলাম। সুতরাং জবাব দিবার কালে কেমন ব্যস্ত ছিলাম, তাহা কল্পনা কর। তোমাকে যাহা যাহা লিখিবার, লিখিতে পারি নাই। কলিকাতা আসিয়া সেইটুকু লিখিতেছি জানিও।

জয় হউক আদর্শের। মানুষের জয় জয়ই নহে। মানুষ

ক্ষণচঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর, আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ। মানুষের যশোলিপ্সা ও প্রতিপত্তি-কামিতা তাহাকে দিয়া বারংবার লক্ষ্য ও আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তাহাকে একবার হিমাচল-শীর্ষে তুলিতেছে, একবার হীনাতিহীনের পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে। পরিবর্ত্তনশীল মানুষের জয়ধ্বজা না ধরিয়া, অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শের জয়পতাকা হাতে নাও, পরিবর্ত্তনশীল মানুষের জয়ধ্বনি না দিয়া, অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শের জয় ঘোষণা কর। তোমাদের এই জয়যাত্রার অভাবনীয় সাফল্য-কোলাহলের মাঝখানে আমি সকলের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ একদিন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে চাহি। আমি কীর্ত্তি চাহি না, চিরস্মরণীয় হইয়া মন্দিরে মন্দিরে তোমাদের পূজা সংগ্রহ করিবার অভিলাষ আমার নাই।

প্রচলিত গুরুদেবদের সহিত এই একটী জায়গায় আমার এমন এক মৌলিক প্রভেদ যে, কোটি লোকের মাঝখানেও আমাকে চিনিতে তোমাদের কষ্ট হইবার কথা নয়। আমাকে তোমরা প্রচার কর, ইহা আমি চাহি না। আমি চাহি, আমার আদর্শে যদি সত্য কিছু পাইয়া থাক, তবে একমাত্র তাহাকেই প্রচার কর এবং প্রচার-কার্য্যকে সফল করিবার জন্য নিজ নিজ জীবনকে পূর্ণতঃ আদর্শায়িত কর। আদর্শহীন জীবনের কলভাষণ শৃগাল-কলরবের ন্যায়ই অর্থহীন ও অসার।

আমি দীক্ষা দেই কিন্তু কেন দেই? দল বাড়াইবার জন্য? অর্থ অর্জ্জনের জন্য? নিজপূজা প্রবর্ত্তনের জন্য? তোমরা দীক্ষা

নিয়াছ। তোমরা জান যে, দীক্ষার গৃহে তোমাদিগকে কোন্ কথাটী সব চেয়ে বেশী জোর দিয়া আমি বলিয়াছি। তোমার কুশলেই তোমার কুশল নয়, সমগ্র বিশ্বের কুশলে তোমার প্রকৃত কুশল। নিখিল বিশ্বের কুশল-ব্রত তোমাকে হইতে হইবে। আমাকে পূজা করিবে, তোমার শিষ্যত্ব এই সর্ত্তে নহে। বিশ্বের মঙ্গল সাধিবে, তোমার শিষ্যত্ব এই সর্ত্তে। তোমরা এই আসল ও অসাধারণ কথাটী মনে রাখিও। কাহারও চপল রসনাই যেন তোমাদের মধ্যে একটী প্রাণীকেও পথভ্রষ্ট বা ব্রতচ্যুত করিতে না পারে।

দ্বিতীয় পুনশ্চ ঃ—একবার পুনশ্চ লিখিয়াও এই পত্রখানা অসম্পূর্ণ ছিল। কাজের তাড়া, আসা-যাওয়ার হুড়াহুড়ি আর অবিশ্রান্ত জনতার ভীড়, কোনও খানেই পত্রখানা সম্পূর্ণ করিতে দেয় নাই।

তোমাদের কোন্ জিনিষের প্রয়োজন, কোন্ মহাবস্তু তোমাদের থাকিলে তোমরা অজেয়, কোন্ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদের লয় নাই, ক্ষয় নাই, মৃত্যু নাই, তাহা শোন। জগতের কোনও মত, পথ বা সম্প্রদায় তোমাদের শত্রু নহে, এই বোধ চাই। আর চাই, তোমাদের নিজেদের মধ্যে অবিনশ্বর ঐক্য। একে অপরকে এমন কড়া পাঞ্জায় ধরিয়া রাখিবে যেন জগতের কেহ তোমাদের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছেদ, অন্তরায় সৃষ্টি করিতে না পারে। ভিন্ন মতের ও ভিন্ন পথের প্রচারকারীরা তাঁহাদের প্রচারণীয় তত্ত্ব জনসমাজে প্রচার করিতে থাকিলে

তাঁহাদের শ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠায় কদাচ ঈর্ষ্যান্বিত হইবে না। সকল মতের মতীরা এক পরমেশ্বরেরই মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যহেতু উপলব্ধি-রসে ও সাধন-প্রকরণে পার্থক্য ঘটিতেছে। জগতের সকল প্রাণীকে কখনও কেহ এক খোঁয়াড়ে আনিয়া আটক করিতে পারিবে না। বিচিত্র মানুষের বিচিত্র মনোগতি সর্ব্বত্র নানা গণ্ডীর সৃষ্টি করিবে, যে যেখানে মাথা গুঁজিয়া শান্তি পায়, সে সেখানেই আশ্রয় নিক। তোমার বা আমার তাহাতে বিরোধও থাকিতে পারে না, বিরক্তিও না। হাটের সবলোক যখন একটা দোকানেই মিশ্রি কিনিতে যাইবে না, অথবা প্রত্যেকেই ঠিক মিশ্রিই কিনিবে না, তখন যাহার মনেই যে আপত্তি থাকুক, মোয়ার দোকান, মুড়কির দোকান, নাড়ুর দোকান থাকিবেই এবং তাহা চলিবেই। সব দোকান তুলিয়া দিয়া ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া লোককে রেশন-শপে কিউ দিতে বাধ্য করা কতকগুলি লোকের অদূরদর্শিতার ফল। তোমাদিগকে অদূরদর্শী হইলে চলিবে না। তোমরা কয়েক শতাব্দীর পরের মানবজাতির ভাগ্য রচনা করিতেছ, তোমরা অসহিষ্ণু হইতে পার না, তোমারা অপরের প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষ্যা করিতে পার না, তোমরা অপরের মত-পথ-প্রসার-সাধন-চেষ্টায় বা প্রচারবিধান-প্রয়াসে তুচ্ছতম বাধাও সৃষ্টি করিতে পার না। সকলে সকলের মত প্রচার করুক, তোমরা তোমাদের সত্যে সুস্থির থাক।

পরশ্রীকাতরতা ব্যক্তিগত আক্রোশের সৃষ্টি করে। ইহা অপরের ভিতরে আসিলে তোমার করণীয় অধিক কিছু নাই,

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে পার যে, এই বহু-শিষ্যের-গুরু গৈরিকধারী পরনিন্দক ব্যক্তিটির সুবুদ্ধির উদয় হউক। কিন্তু তোমার নিজের ভিতরে ঈর্ষ্যা জাগিলে তাহাকে দমনের উপায় আছে। অমুকেরা উন্নতি করিতেছে, তোমার ভিতরে অসূয়ার উদ্ভব ঘটিল। তৎক্ষণাৎ নিজের মনের গহন বনে প্রবেশ কর। সুতীক্ষ্ণ কুঠারহস্তে দৃঢ় দাপটে কুড়াল চালাও সেই সকল অপবৃক্ষের মূলসন্নিকটস্থ কাণ্ডে, যাহারা তোমার অন্তরে এই দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে যে, তুমি দুর্ব্বল, অক্ষম এবং অভ্যুদয়-লাভে অসমর্থ। অপরেরা পৌরুষের প্রভাবে, প্রাণান্তকর প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রতাপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার দশগুণ পৌরুষ তোমাকে দেখাইতে হইবে, ইহার বিশগুণ পরিশ্রম তোমাকে করিতে হইবে এবং সুকৌশলবলে ইহার শতগুণ কৃতকৃত্যতা তোমাকে লাভ করিতে হইবে। Rise up from the quagmire of despondency and own the world by your courage (হতাশার পঙ্করাশি হইতে উত্থান লাভ কর এবং জগৎকে জয় কর সাহসের বলে)। অপরের ঈর্ষ্যা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার মতন আত্মাবমাননা জগতে আর কিছুই নাই। আমি তোমাদিগকে অদৃষ্টবাদের শিক্ষা দেই নাই, দিয়াছি পুণ্য মন্ত্র, আমি তোমাদিগকে গোষ্পদের বারি দেই নাই, দিয়াছি মহাসমুদ্রের অতল জল। তোমাদের প্রতিজনের প্রতি আমার দানের ব্যাপকতা, গভীরতা এবং মহার্হতা অনুভব

করিয়া তোমরা আত্মবিশ্বাসী হও। * * * নিজের মত-প্রচারই তোমাদের লক্ষ্য হইবে, পরমতখণ্ডন নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

গুরুধাম
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৭৫
(৯-৮-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান ন-কে যে পত্র তিনখানা এই তিন দিনে দিলাম, তাহা তোমরা পাঠ করিও। ধর্ম্মপ্রচারক যেই সজ্জন আমার নিন্দা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন, তোমাদের ওখানে তাঁহার শিষ্যরা আছেন। এই শিষ্যরা অনেকেই তোমাদের ব্যক্তিগত বন্ধু বা পরিচিত। এই সকল শিষ্যদের মনের দিকে তাকাইয়া তোমরা সংযতবাক্ হইয়া চলিও। কোথাও কোথাও গুরুদেবেরা গুরুতর ভুল করেন। সেই ভুলের মাশুল তাঁহাদিগকে যথাকালে দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যকুল অধিকাংশই নিরীহ মানুষ। তোমরা একটি প্রাণীও প্রাণান্তেও এমন কিছু করিও না, যাহাতে এই শিষ্যদের মনে কোনও

ক্লেশ জন্মিতে পারে। মানুষ যে যাহারই শিষ্য হউক, আমি সকলকে আমারই সন্তান বলিয়া জানি। অন্য গুরুর শিষ্য-শিষ্যারাও তোমারই ভাই, তোমারই বোন। তোমরা ইহাদের মনের দিকে চাহিয়া প্রত্যেকে বাক্‌সংযম করিও। এইটি আমার বিশেষ নির্দ্দেশ জানিও। ধৈর্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা এবং একতা এইগুলিই তোমাদের প্রয়োজন। অখণ্ডেরা কেবল শুধু অখণ্ডদের লইয়া জগদুদ্ধার করিবে না, সম্ভব হইলে জগতের সকল গুরুর শিষ্যদিগকে নিজেদের সঙ্গে লইবে। সম্প্রদায় সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য নহে, বিশ্বের সকলের সহিত সকলের মৈত্রী স্থাপন আমাদের লক্ষ্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা অনেকেই বলিতেছ, এত বাধা, এত বিঘ্নের মধ্য দিয়া যখন কাজ করিতে হইতেছে, তখন পুপুন্‌কীতেই প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে, তাহার জন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন? প্রশ্নটা আমিও যে নিজেকে দুই চারিবার করি নাই, তাহা নহে। বিগত

চল্লিশ বৎসরে বাহির হইতে পুপুন্‌কী আসিয়া যাহারা দুইটি কি চারিটি দিন আমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রশ্ন করিয়াছেন, এখান হইতে আশ্রমটা তুলিয়া নিয়া গেলে কি ক্ষতি হয়? জমিও তুলিয়া নেওয়া যাইবে না, বাড়ীও তুলিয়া নেওয়া যাইবে না, তথাপি আশ্রম তুলিয়া নেওয়া যায়। রামচন্দ্র যদি অযোধ্যা ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে অযোধ্যার দাম কাণাকড়ি। আমি চলিয়া গেলেই আশ্রম উঠিয়া যায়, আশ্রম তুলিয়া নিবার জন্য আর কিছুই করিতে হয় না। একটি পাথরের কণাও সঙ্গে না লইয়া নগ্ন গাত্রে একবস্ত্রে চশমা, লেখনী আর ঘড়িটি লইয়াই যদি সরিয়া পড়ি, তাহা হইলেই আশ্রম উঠিয়া যায়। আশ্রম তুলিয়া দেওয়া কিছু কঠিন কথা নহে। তথাপি আমি সরিয়া পড়িতে চাহি না। কেননা, পরাজয় আমি স্বীকার করিব না। বাধা আমি বিস্তর পাইয়াছি। বাধা কি রহিমপুরে পাই নাই? বাধা কি মোচাগড়া পাই নাই? রহিমপুরে ছয়বার আমার প্রাণহানির চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টা করিয়াছে ভিন্ন ধর্ম্মের লোক। মোচাগড়ায় একবার দশ বারো হাজার উন্মত্ত জনতা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আশ্রম ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। ইহারাও ভিন্ন ধর্ম্মের। তখন কি আমি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলাম? ত্যাগ করিতে বুদ্ধি আমাকে অনেকে দিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহারা আমার হিতৈষী। কিন্তু তাহাদের অকৃত্রিম হিতৈষণার গভীরতা উপলব্ধি করিয়াও আমি পলায়নের প্রস্তাবে সায় দিতে পারি নাই। কারণ মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিব না। আজ হারিয়া গিয়াছি বলিয়া কাল জিতিব না,

এমন ত' নহে। যুদ্ধ কখনও একদিনের একটা প্রশ্ন নয়। ইহা এক দীর্ঘস্থায়ী প্রশ্ন এবং ইহার যোগ্য প্রত্যুত্তরও দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্য্যের দ্বারা দিতে হয়। পুপুন্‌কীতেও ঘাতক আমার পিছনে ঘুরিয়াছে। তবে সে বা তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মের নহে। সে বা তাহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। গৃহস্থের স্বার্থলুব্ধতা, সন্ন্যাসীর ঈর্ষ্যাকাতরতা অনেক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি এখানে করিয়াছে। এখানে শরীরটার নিপাত হইলে মেদিনী আমার মেদাংশ অতি অল্পই পাইতেন অথবা হুতাশনের হব্যভাগ কম হইত। কারণ, এখানে যে পরিমাণ উপবাস-ক্লেশ সহিয়াছি, আজ যখন অন্ন আমার নিকটে দুর্ল্লভ নহে, তখন সে কথা স্মরণ করিতে হৃৎকম্প হয়। যখন আড়াই টাকা চালের মণ, * তখন আমি অনশনে কাটাইয়াছি। আজ আমার আশী টাকা মণের চালকে ভীতির বস্তু মনে হয় না। রহিমপুরে বা মোচাগড়ায় যদি শরীরটা খসিয়া পড়িত, তাহা হইলে অগ্নিদেব প্রচুর হব্য পাইতেন, মেদিনীমাতা প্রচুর মেদ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কেননা, অযাচক বলিয়া সেখানে উপবাস আমার কম ছিল না কিন্তু প্রত্যেকটা হিন্দুর মনে যে পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ এই তুচ্ছ ব্যক্তিটার উপরে ছিল, বিশেষ করিয়া মহিলা-সমাজের সর্ব্বজনীন স্নেহ যেভাবে আসিয়া আমার অন্নথালিকায় পড়িত, তাহাকে কেবল আমিই মেদ-সঞ্চয় করি নাই, কোম্পানীগঞ্জ হইতে মুরাদনগর-বাজার-যাতায়াতকারী অগণিত হাটুরে লোকেরাও রসনার তৃপ্তি এবং চিত্তের প্রসন্নতা

* সেই সময়ে পুপুন্‌কীতে আড়াই টাকা করিয়া চাউলের মণ।

সংগ্রহ করিত। সেখানে যাহা কিছু উৎপাত, সব ছিল সাম্প্রদায়িক। কিন্তু পুপুন্‌কীর হাল আলাদা। এখানে গ্রামবাসীদের সহিত আশ্রমের সম্পর্ক কিছুতেই মধুর হইতেছে না। লক্ষ লক্ষ ফলবৃক্ষ বিতরণ করিতেছি, হাজার হাজার রোগীকে ঔষধ দিতেছি, তাহা ত' কেবল আমার স্বর্গে যাইবার সিড়ি নির্ম্মাণের জন্য। উহাদের তাতে কি লাভ? চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ভাঙ্গা, ছাদ ভাঙ্গা, কলমের গাছগুলি কাটিয়া কাটিয়া ছাগলকে খাওয়ানো, জলের পাইপগুলি রাতারাতি হ্যাক-স দিয়া কাটিয়া লওয়া, বিল্ডিং এর লগ্ন লোহার রড্‌গুলি দুমড়াইয়া, মোচড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া লইয়া যাওয়া ইত্যাদি করিয়া কি যে পদ্ধতিবদ্ধ অত্যাচার চল্লিশটা বৎসর ধরিয়া চলিতেছে, এসব দেখিয়া শুনিয়া আফশোষ করিবার পর্য্যন্ত একটা লোক নাই। নানাপ্রকার বাজার-গুজব শুনিয়া মনটা কখনও যে চঞ্চল হয় না, তাহা নহে। কিন্তু থানার দারোগাকে কত ডাকাডাকি করিব? ভাল লোক যখন দারোগা থাকেন, তখন অনেকবারই অনেক সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের বিরুদ্ধে ত' আর পুলিশ লেলাইয়া দেওয়া চলে না। লোকগুলি যে আমারই দেশবাসী। বাধ্য হইয়া পুনরায় মাটির তলায় গর্ত্ত খুড়িয়া চারিখানা তিনসূতী লোহার শিক দিয়া এবং প্রতি এক ফুটে একটি করিয়া রিং বসাইয়া ছড়রী কংক্রীট ও সিমেণ্টের সাহায্যে কংক্রীটের বীম তৈরী করিয়া তাহার কেইসিং এর ভিতর দিয়া দূ-দূরান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছে জল পাঠাইবার পাইপ। চোরের উৎপাতে আজ এক বৎসর যাবৎ সমস্ত বাগানে জল পাম্প করা বন্ধ।

অফুরন্ত জল থাকা সত্ত্বেও সে জলগুলা কাজে আনিতে পারিতেছি না। ট্র্যাক্টার কিনিলাম প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া। কৃষিযন্ত্রগুলির কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতে ট্রাক্টার-কোম্পানীর ভদ্রলোকেরা আসিলেন। এক একটা যন্ত্র লইয়া ডিমোন্সট্রেশন দেন, আর যন্ত্রটাকে জলঘরের সামনে রাখিয়া আর একটা যন্ত্র লইয়া কয়েক ফার্লং দূরে মাঠে নামেন। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বিশাল একটা কলের লাঙ্গলের দুই নম্বর ফলাখানা উধাও হইয়া গেল, যাহার ফলে আমরা পাইপ লাইনের কাজ মধ্য পথে বন্ধ করিয়া দিয়া সতীশ প্রাঙ্গণে এক বিরাট লোহার গেইট বসাইয়া চতুর্দ্দিকে ছাড় দেওয়াল গড়িবার কাজে প্রাণটা দিয়া লাগিয়াছি। পাইপ লাইনের কাজ শেষ করিয়াই যেই টাকাটা দিয়া আমরা এখনি ট্র্যাক্টারের সাহায্যে ধান্যক্ষেত্রগুলা নির্ম্মাণ করিতাম, সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া সেই দশবারো হাজার টাকা একটা মাসের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়াল তৈরী করিবার জন্য জল করিয়া ফেলিতে হইবে। জল পাম্প না করিলেও দুইটি পাম্পের বার্ষিক বিদ্যুত-শুল্ক সতেরো আঠারো শত টাকা দিতেই হইতেছে অথচ আগন্তুক বিপদের মুখে পড়িয়া পাইপ-লাইনের কাজ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া এখন ছাড়-দেওয়াল করিয়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছি। যতক্ষণ ব্রীক-ফিল্ডে লক্ষ লক্ষ ইট তৈরী সুরু না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সমগ্র সম্পত্তি জুড়িয়া ছাড়-দেওয়াল সম্পূর্ণ করিতে পারিব না এবং ছাড়-দেওয়াল না করিতে পারিলে প্রতিষ্ঠানের উপর

দুষ্টের অত্যাচার বন্ধও করা যাইবে না। ব্রীক-ফিল্ডের মাফজোখ হইয়া গিয়াছে, চিহ্নও সব দিয়া ফেলিয়াছি, কিছুকাল পরেই মাটি খোঁড়া আরম্ভ হইবে। এমন অবস্থায় এই সব উৎপাত চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, চারিদিকে ছাড়-দেওয়াল না দিতে পারিলে রাতারাতি ট্র্যাক্টারও চুরী হইয়া যাইবে। চোরেরা একরাত্রে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়াও ছিল।

সুতরাং একটার পর একটা সমস্যা মিটাইবার জন্য এত বিব্রত থাকিবার মধ্যে কি করিয়া তোমাদের প্রত্যেকখানা পত্রের উত্তর দেই? পত্রের পর পত্র লিখিয়া জবাব না পাইলে তোমরা আমাকে লেখ,—"আশ্রম ছাড়িয়া দিন, আমাদের মধ্যে আসিয়া বসুন, আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে আপনাকে ঘিরিয়া বসিব, আপনার শ্রীমুখের বাণী শুনিব, গান শুনিব।" কিন্তু আমার গান যে ত্যাগের গান, আত্মদানের, স্বার্থ-বিসর্জ্জনের, মহদাদর্শের পায়ে নিঃশেষে আত্মনিবেদনের গান। আমার বাণী যে, পরার্থে নিজেকে রেণু রেণু করিয়া বিলাইয়া দিবার বাণী। এ বাণী আমি মান্ধাতার আমল হইতে দিয়া আসিতেছি, শুনিতে শুনিতে তোমাদের কর্ণপটহ যে ফাটিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু একটা বাণীও কি জীবনে ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছ? বাণীর তারিফ করিয়াছ, কি অপুর্ব্ব, কি সুন্দর, কি অদ্ভুত, কি অসাধারণ। ব্যস! ফুরাইয়া গেল। এই জন্যই এই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসরের তৈরী তুচ্ছ আশ্রমটা ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া তোমাদের মধ্যে আসিয়া গান

শুনাইতে বা গান শুনিতে বসিতে পারি না!

রহিমপুর আশ্রম কি আমি ছাড়িতাম, যদি না ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ আমাকে ধরিয়া নিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিত? পুপুন্‌কীও ছাড়িব না, যতক্ষণ না মহাকালের বিদায়-ভেরী বাজিয়া ওঠে। অথবা যদি অন্য কোনও সঙ্গত কারণে আমাকে সরিয়া যাইতে না হয়। কঠিন বলিয়া কাজকে ভয় পাইব? বাধা আছে বলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিব? আজ যে মূঢ় অজ্ঞানেরা প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নানা বাধার সৃষ্টি করিতেছে, কাল, নতুবা পরশ্ব, কিম্বা শতাব্দীর পরে তাহাদের চিন্তা ও আচরণের পরিবর্ত্তন কি হইতে পারে না? নাও যদি হয়, আমার কাজ আমাকে করিতেই হইবে।

তোমাদেরও হাতে ত' আমি কাজ দিয়াছি। সে কাজ নিজ নিজ সংসারকে এক একটি আশ্রমে পরিণত করা। আশ্রমের নির্ভয়, নিশ্চিন্ততা, আশ্রমের শুদ্ধতা ও শুচিতা, আশ্রমের পরোপকারমুখিতা, আশ্রমের প্রেমানুগত্য তোমরা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা কর। পুপুন্‌কী আশ্রমটা শুধু পুপুন্‌কী গ্রামেই নহে, তাহা যে তোমাদের প্রতিজনের প্রতিটি গৃহে সুবিস্তৃত, এই কথাটুকু তোমরা প্রণিধান করিবার চেষ্টা কর। বিরাট এক সৌন্দর্য্যশালিনী মালিকার এক একটী রুদ্রাক্ষ তোমাদের এক একটা সংসার, আর পুপুন্‌কী আশ্রম সেই মালার মেরু। অপুর্ব্ব ঐক্যতানবাদনের গুঞ্জনরত এক-একটী যন্ত্র তোমাদের প্রতিটি সংসার, আর পুপুন্‌কী আশ্রম সেই ঐক্যতানের ছন্দ

ও সুর। ইহা কি ভাবা অসম্ভব? ইহা কি করা অসম্ভব? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭৫
(১৬-৮-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিও। এই পত্র আমি তোমাদের প্রত্যেককে লিখিতেছি, জানিও।

আমার নিকটে যাহারা দীক্ষা নিল, তাহারা যদি সাধন করে, তবে তাহাদের মধ্যে সরলতা, সততা ও ত্যাগ না আসিয়া পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি অসরলতা, অসততা ও স্বার্থপরতা দেখি, বুঝিব, তোমরা সাধন কর না। সাধন করাটাই তোমাদের এক্ষণে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় কথা, সব চেয়ে দামী কথা। সাধন করিলে মন স্নিগ্ধ, শান্ত, নম্র হইবে। তখন সকলের সহিত মিলিত ভাবে কাজ করিবার যোগ্যতা বাড়িবে।

ছোটরা ভয় ভুলিলে, বড়রা অভিমান ছাড়িলে মিলন সহজ হয়, সরল হয়, সুন্দর হয়। মিলনের শক্তিকে প্রকটিত

করিয়া তুলিতে হইলে ব্যবধানের প্রাচীরগুলিকে ক্রমে ক্রমে নীচু করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার শ্রেষ্ঠ উপায় কেবল সাধন করা।

ব্যক্তিত্ববোধকে উগ্রতা হইতে বাঁচাও। তাহা হইলেই সংঘচেতনা স্বাভাবিক হইবে। নিজেকে নিয়ত পরমেশ্বর-চরণে সমর্পণ করিতে করিতে ব্যক্তিত্ববোধ তীব্রতা হইতে রক্ষা পাইবে। ব্যক্তিত্ব না থাকিলে কেহ কাজ করিতে পারে না অথচ ইহা উগ্র ও তীব্র হইলে কেবল কলহের সৃষ্টি হয়। আত্মকলহ সৎকাজের সবচেয়ে বড় শত্রু।

খুব ছোট ছোট স্থানেও কখনো কখনো বড় বড় আশা ফলবতী হইয়া যায়। খুব সাধারণ লোকেরাও কখনো কখনো বড় বড় কাজ করিয়া ফেলে। ছোটকে আর সাধারণকে অবজ্ঞা করিও না। ছোট স্থানেও যাইবে, অপ্রসিদ্ধ লোককেও কাজের জন্য ডাকিবে। তুচ্ছ অপ্রসিদ্ধ লোকেরাই বারংবার সৎকাজ করিতে করিতে গণ্য ও ধন্য পুরুষে পরিণত হয়। অজ্ঞাত অখ্যাত অজানা অচেনা গ্রামগুলিই ধারাবাহিক সদনুষ্ঠানের পুনঃপৌন্যের গুণে সুপ্রসিদ্ধ ও সুখ্যাত হইয়া থাকে। মহিমা ব্যক্তিরও নয়, স্থানেরও নয়, সকল মহিমা সৎকার্য্যের, সৎচেষ্টার, সদনুষ্ঠানের। দেশের প্রত্যেকটী গ্রামকে তোমরা কাশী, গয়া, বৃন্দাবনে পরিণত করিতে পার। দেশের প্রত্যেকটী মানুষকে তোমরা বুদ্ধ, নানক, চৈতন্যে রূপান্তরিত করিতে পার। প্রয়োজন শুধু সৎপ্রয়াসের পুনঃপুনঃ অনুশীলন।

প্রতিটি সৎকার্য্যে আমি যে তোমাদের সঙ্গে আছি, এই বিশ্বাসটী রাখিও।

যেখানেই যখন আমার উপস্থিতি ঘটুক, শারীরিক ভাবে বা আত্মিক ভাবে, যে-ভাবেই যখন যেখানে তাহা ঘটুক, তাহা সর্ব্বদাই তোমাদের সকলের মধ্যে মিলন-স্পৃহা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে, মিলনের অমল আনন্দ আস্বাদন করিবার ও করাইবার প্রয়োজনে, খণ্ড-খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন থাকিবার ক্লেশ হইতে তোমাদের প্রতিজনকে পরিত্রাণ দানের জন্যে। এই কথাটী হাজার বার বলা আছে এবং আরও হাজার বার আমি বলিতে চাহি। সুতরাং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাকে লইয়া তোমাদের প্রতিটি ফাংশানই সকলের ফাংশান, কোনও ফাংশানই একাকী কাহারও নিজের ফাংশান নহে, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য একাকী একজন বা দুই জনের নহে, তোমাদের প্রত্যেকের। দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যক্তিগত রোষ বা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া মনঃক্লেশ ইত্যাদি ঘটনা তোমরা কেহই ঘটিতে দিবে না, ইহা পণ করিবে। তাহা হইলেই আমাকে তোমরা বারংবার নিজেদের মধ্যে পাইবে এবং স্পষ্ট অনুভব করিবে। এই বিষয়ে সতর্ক থাকা একা একজনের কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যেককে ইহা দেখিতে হইবে। প্রত্যেকে যদি নিজে নিজেকে সামলায়, তাহা হইলে অন্য কাহারও গিয়া সামলাইবার প্রয়োজনই ঘটিবে না। ঝগড়া, কলহ, অনুযোগ, অভিযোগ, রাগ, বিরাগ প্রভৃতির ভাব যাহাতে কদাচ কাহারও মনে প্রাধান্য না পাইতে পারে, তাহার দিকে

দৃষ্টি রাখিয়া সবাইকে চলিতে হইবে। তাহা হইলেই তোমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি জগতের কল্যাণ সাধন করিবে। নতুবা এক গোলযোগ পুনরায় নূতন আর এক গোলযোগের জনক হইবে। ব্যক্তিত্বাভিমান, উগ্র মান-সম্মান-বোধ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা, রুক্ষ বচন, নিন্দা, প্রতিশোধ ও প্রাধান্যলাভের প্রয়াস গুরুদেবের প্রতিষ্ঠানটীকে নিয়া হইলে আধ্যাত্মিক অকুশল অপরিসীম। সংখ্যা বাড়িলেই মস্ত কিছু হইয়া গেল না। নিজেদের মধ্যে মৈত্রী, ঐক্য ও ত্যাগ বাড়ানও দরকার। ঐক্য কেবল মুখের কথায় আসে না, ঐক্য আসে এক মন এক প্রাণ হইয়া একই কর্ম্মে সকলের যুগপৎ অনুশীলনের মধ্য দিয়া।

ঈশ্বরানুগত্য ও পারস্পরিক ঐক্যবোধ, উভয়ই একনিষ্ঠ অনুশীলনের দ্বারা প্রগাঢ় হয়। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, কর্ত্তব্যবোধ ও সর্ব্বজনে সমবুদ্ধি, এগুলি সবই নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা গাঢ়ীভূত হয়। কলহ-পরায়ণতা ও পরদোষানুসন্ধান, আত্মশক্তিতে অবজ্ঞা ও নিজের ভবিষ্যতে অবিশ্বাস অনুশীলনের আগ্রহ ও সুযোগকে কেবল নাশই করে। এজন্য এই দোষগুলি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। কেবল নিজেকেই বাঁচাইতে হইবে, তাহা নহে। অন্যেরা যাহাতে তোমার কোনও বাক্য বা আচরণকে ভুল বুঝিয়া এই সকল অপকৃষ্টবৃত্তিতে আকৃষ্ট না হইতে পারে, তাহার জন্যও তোমাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আত্মোন্নতি-বিধানকে অপরের উন্নতিবিধানের

অনুকূল করিতে চেষ্টা পাইতে হইবে। কেবল নিজে ভাল থাকিলেই কাজ ফুরাইয়া গেল না। অপরকেও ভাল থাকিবার সহায়তা করিতে হইবে।

অপরের উন্নতিমুখিনী গতি দেখিয়া নিজেকে উন্নত করিবার চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় এবং উন্নতি লাভের ব্যাপারে সকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রথম হইবার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় কিন্তু ইহার সহিত ঈর্ষ্যার যেন সম্পর্ক এক কণাও না থাকে। নিজে বড় হইতে চাহি বলিয়া অপরকে বড় হইতে বাধা দিব, ইহা অতি হীনজনের চিন্তাধারা। ঈর্ষ্যা মানুষকে যে পরিমাণ মিথ্যাশ্রয়ী করে, ক্রোধ বোধ হয় ততটা পারে না। ক্রোধের ভিতরে তবু রাজসিকতার মহিমা কিছুটা আছে, কিন্তু ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অপরের শ্রীবৃদ্ধিতে আন্তরিক অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ব্যাপারে তামসিকতার ঘনকৃষ্ণ মসী এবং অমাবস্যার দুনিরীক্ষ্য অন্ধকারই একমাত্র পরম সত্য। সুতরাং ঈর্ষ্যাকারীর ভিতরে সেই মহত্ত্ব কখনো প্রত্যাশা করা যায় না, ক্রোধানুশীলন-কারীকেও কখনো কখনো যে মহত্ত্বের পরিচয় দিতে দেখা যায়। তোমরা অপরের গুণ দেখিতে অভ্যাস কর, অপরের ভিতরে গুণ-সন্নিবেশ দেখিলে আনন্দ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর, তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ দোষ সংশোধিত কর এবং অপরের দোষকে বিবেচনার বাজারে দোকান পাতিতে বাধা দাও। সংঘচেতনাকে সাফল্যের পথে চলিতে দিতে হইলে এইটি তোমাদের একটী অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য। "রামকে লোকে

আমার চেয়ে বেশী ভক্ত বলিয়া মনে করে। করুক। আমি যেন প্রকৃত ভক্ত হিসাবে রামের চেয়ে অনেক খাঁটি হইতে পারি কিন্তু লোকে যেন আমার এই ভক্তিসম্পদের বিন্দুমাত্র খোঁজও না করিতে পারে। শ্যামকে লোকে আমার চেয়ে অনেক বড় দাতা বলিয়া জ্ঞান করে। আমি যেন বিপন্নকে সহায়তা করিবার সময়ে নিজেকে ক্লেশে ফেলিয়াও শ্যামের চেয়ে বেশী মুক্তহস্ত হইতে পারি, কিন্তু লোকে যেন আমার এই দান-শৌর্য্যকে জানিতে না পারে। যদুকে লোকে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী ও বেশী বিদ্বান্ বলিয়া বিশ্বাস করে। করুক। যদুর প্রাপ্য সম্মান সে জগৎ ভরিয়া সকলের কাছে পাউক। কিন্তু আমি যেন সঙ্গোপনে নিয়মিত একটু একটু করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে করিতে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হইতে পারি, পরন্তু আমার তরঙ্গে যেন গর্জ্জন না থাকে, আমার জ্ঞানের ও বিদ্যার সুবিনীত সদ্ব্যবহারে যেন আমি সফল হই।"—এইরূপ থাকা চাই তোমদের মনোভাব।

সেবা করিয়া আত্মপ্রসাদ তাহারই আসা স্বাভাবিক, যে অপরকে সেবা দানের মধ্য দিয়া নিজের ভিতরে উন্নততর স্পৃহার জাগরণ সম্ভব করিয়াছে। লোকসেবা তখনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়, যখন তাহা লোকোপকারের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আত্মাপকারে লিপ্ত করিতে অক্ষম হয়। অহংকার আসিলে, দর্প, দম্ভ, গর্ব্ব আসিলে লোকসেবাও আত্মোপকারী

না হইয়া আত্মাপকারী হয়। সেবাই তোমদের লক্ষ্য, কিন্তু সেই সেবা হইবে যুগপৎ আত্মনঃ মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায় চ। প্রেম তোমাদের উপায়, প্রেম তোমাদের উপকরণ, প্রেম তোমাদের প্রকাশ, প্রেম তোমাদের লক্ষ্য। প্রেমানুভূতিই জীবনের সার-সত্য অনুভূতি এবং প্রেমকে বিশ্বতোমুখ বিস্তার দানেই তোমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও কর্ম্মের সার্থকতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ মালদহ

২রা অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭৫

(১৭-১১-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সম্প্রতি আমি একই গ্রামে বা সহরে নানা জনকে যে সকল পত্র দিয়াছি, তাহা তোমরা প্রত্যেকে পাঠ করিও। অবশ্য, কাহারও নিকট লিখিত পত্রে যদি ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় না থাকে, তবে তাহারও উচিত সেই পত্রখানা অন্য সকলকে দেখাইয়া সকলের মনে গুরুদত্ত উপদেশকে কার্য্যে প্রতিফলিত করার ভূমিকা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা। তোমরা এই বিষয়টীর প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছ

কি না, আমি জানি না। আমার এই পত্রও তুমি সকলকে পড়িতে দিও।

আত্মোন্নতিই প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত কিন্তু একাকী উন্নতিলাভ এক অর্থহীন ব্যাপার। আমরা প্রতিজনে শত শত সহস্র সহস্র মানবাত্মার উন্নতিবিধানের সহায়ক হইয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধন করিব,—তোমাদের মন ও পণ এইরূপ হওয়া প্রয়োজন।

সদুদ্দেশ্যে শ্রম করার মহিমার অন্ত নাই। ইহা দ্বারা মনের ময়লা কাটে, স্বার্থপরতা কমে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্যত হয়, সৎসাহস বাড়ে। কত নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া বা কত অপকার্য্য করিয়া মানুষ নিজ জীবনের মূল্যবান সময় বীতাইয়া দিতেছে কিন্তু বুঝিতেছে না যে, সৎকাজে সামান্য সময়-ক্ষেপ করিলেও জীবনটার কতকাংশের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। বহুজনে মিলিত হইয়া সৎকার্য্য করিলে তাহা দ্বারা অন্তরের সাত্ত্বিক মমত্ব-বোধ বহুধা-প্রসারিত হইয়া বিচ্ছিন্ন বহু জীবাত্মাকে একটী আত্মায় পরিণত করিয়া দেয়। ইহা একটী আধ্যাত্মিক লাভ। তোমরা এই লাভের আস্বাদনটুকু অর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজনে আগ্রহী হও।

আমি নিতান্ত অলস ও উদাসীন প্রাণটীর ভিতরেও উৎসাহের আগুন জ্বালিতে চাহি। আমি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকেও সুকর্ম্মণ্য সাধকে পরিণত করিতে চাহি। কিন্তু-পরন্তুর

পরোয়া না রাখিয়া তোমরা প্রত্যেকে দ্বিধাহীন চিত্তে জীবনের মহত্তম কর্ম্মসাধনায় একযোগে একত্র একই সময়ে সর্ব্বোতোভদ্র বিক্রমে লাগিয়া যাও, ইহাই আমি চাহি। অপরের সহিত ধর্ম্মীয় মত-পথের বা দার্শনিক তাত্ত্বিকতার কলহে প্রবিষ্ট না হইয়া তোমরা সহকর্ম্মী ও অনুকর্ম্মীদের লইয়া কাজে নামিয়া পড়। তোমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ প্রভাবের ক্ষেত্র আছে। যাহাদের উপরে তোমাদের চরিত্রের সুপ্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের প্রত্যেককে কর্ম্মের সাথী করিয়া লও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

মালদহ

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আমার প্রত্যেক পুত্র ও কন্যাকে আশিস দিও।

তোমাদের ভিতরে নিবিড় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ঐক্য তোমাদের শক্তি বর্দ্ধিত করিবে। পাইয়াছ জগৎ-কল্যাণের সাধন। তোমাদের শক্তি জগতের কল্যাণ সাধন করিবে।

ঐক্য মুখের কথায় হয় না। ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্ম চাই। সকলে একত্র হইয়া নানাবিধ লোকহিতকর ও আধ্যাত্মিক

উৎকর্ষমূলক কাজ করিলে তবে ঐক্য গড়িয়া ওঠে, তবেই ঐক্য দানা বাঁধে। * * *

তিনসুকিয়া হইতেই আমার শরীরে জ্বর চলিতেছে। শরীরটাকে জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া এতগুলি স্থান ভ্রমণ করিয়া মালদহে আনিয়া ফেলিয়াছি। প্রত্যাশা, যদি পরশ্ব কলিকাতা পৌছিতে পারি। কিন্তু কাজে কোথাও কামাই করি নাই। আগরতলা, শিলচর, ধর্ম্মনগর, হাফলং ছাড়াও তিনসুকিয়া, মরিয়ানি, ডিমাপুর, গৌহাটি, সাপটগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, নিউজলপাইগুড়ি, বালুরঘাট ও মালদহ প্রত্যেকটী স্থানে হাজার হাজার লোককে দীক্ষাদান ব্যতীতও দুই ঘণ্টা করিয়া ভাষণ দিয়াছি। লোকে শুনিতে চাহে, তাই বলিতে হইয়াছে। শরীর যে অপটু, একথা লোকে মানিতে চাহে না। সাধনার কথা ত' আরও চমৎকার। শিলিগুড়িতে এক রিক্সা-দুর্ঘটনা হইয়া সে আজ পঙ্গু, চলনে অক্ষম, জ্বরে ও বেদনায় কাতর, নিউজলপাইগুড়ি রেল-হাসপাতাল ও মালদহ জেনারেল হাসপাতাল এই দুইটী স্থানে দুইবার তাকে সার্জ্জনদের হাতে তুলিয়া দিতে হইয়াছে। তাঁহারা অবশ্য আপ্রাণ যত্ন নিয়াছেন কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সাধনাকে বালুরঘাট ও মালদহ দুইটী সুদীর্ঘ ভাষণ দিতে হইয়াছে। আমি একদা প্লুরিসির প্রলেপ বুকে পিঠে বাঁধিয়া দেশের পর দেশ ঘুরিয়া ভাষণ দিতাম। সাধনার কাণ্ডখানা দেখিয়া আমার যৌবনের সেই উদ্দাম দিনগুলির কথা মনে পড়িতেছে। কিন্তু সাধনার বয়স এখন ষাট হইয়াছে। ভাবিয়া

দেখ, বুকের পাঁজরে আগুন ধরাইয়া আমরা কাজ করিতেছি কি না।

ইহার পরেও যদি আমরা দেখিতে পাই যে, আমার অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত লোকেরা কর্ত্তব্যের ডাক শুনিলে কাজে আগাইয়া আসে না, সুকৌশলে কাজটী এড়াইয়া যায়, তাহা হইলে মনের উপরে তাহার কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৪ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৭৫
(৩০-১১-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

প্রবৃত্তি মানুষের থাকিবেই, কেন না দেহ রক্ত-মাংসে গড়া। দেহের প্রয়োজনে মন এবং মনের প্রয়োজনে দেহ নানা সময়ে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং মায়া, মোহ, কামনা, বাসনা, রহিয়াছে মনে করিয়া নিজেকে হেয়

জ্ঞান করিও না। মায়া, মোহ, কামনা, বাসনা প্রভৃতিকে রূপান্তরিত বা দিব্যায়িত করা যায়। তাহার উপায় ভগবৎ-সাধন।

তোমার পত্রে আমার প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা দেখিতেছি, তাহা তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভের সহায়ক হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেও নাই অথচ শালগ্রামের পূজা করিতেছ, এই বিষয়ে ঔচিত্যানৌচিত্য সম্পর্কে কোনও মতামত আমার পক্ষে দেওয়া শক্ত। যাঁহারা শালগ্রাম-শিলার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল না যে, ব্রাহ্মণের ছেলে ছাড়া অন্যে ইঁহার পূজার অধিকার পাউক। যাঁহারা শিবশিলা বা শিবলিঙ্গের পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায় ছিল না যে, অব্রাহ্মণ-সন্তানেরা ইঁহার অর্চ্চনা হইতে বঞ্চিত হউক। এই পার্থক্যের পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য বা ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা জানা কঠিন। সুতরাং তুমি যাজক শ্রেণীর লোকের সন্তান না হইয়াও শালগ্রামের পূজা করিতেছ, ইহা ভাল কি মন্দ, তদ্বিষয়ে আমার মতামত দেওয়া চলে না। অন্তরে যদি সায় পাইয়া থাক, তাহা হইলে সরল মনে ঈশ্বরোপাসনা-বুদ্ধিতে যাহা করিবার করিয়া যাইতে থাক। কালক্রমে পরমেশ্বর নিজের কৃপাগুণে তোমাকে তোমার পরমপ্রাপ্যের প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিবেন। আমি নিজে প্রণব ব্যতীত অন্য কোনও নামে

ভগবানকে ডাকি না। ওঙ্কার ব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহের পূজা করি না। এই কারণে একমাত্র ওঙ্কার জপ বা ধ্যান সম্পর্কেই আমার পক্ষে যুক্তি, বুদ্ধি, উপদেশ, নির্দ্দেশ প্রদানের অধিকার অনুভব করিয়াছি। এজন্যই আমি স্ত্রী-শূদ্র সকলকে একমাত্র প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষা দেই।

চাতক যেমন একফোঁটা জলের জন্য মেঘের পানে তাকাইয়া থাকে, তেমনি করিয়া নিজেকে একান্ত ভাবে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া রাখ। তাহাতেই কুশল, তাহাতেই আনন্দ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৪ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মনে হয় কয়েক বৎসর যাবৎই তোমার অনেকগুলি পত্র পাইতেছি। প্রত্যেক পত্রে তুমি এমন কতকগুলি কথা লিখিতেছ, সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়া যাহা চমৎকার, কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী একটা মত বা পথকে প্রচার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম একটা ক্ষুদ্র স্থানে উহাকে দৃঢ়মূল করিতে হয়। একটা বটগাছ শাখা,

প্রশাখা এবং ঝুরি বিস্তার করিয়া দুই এক মাইল জায়গা ছায়ায় ঢাকিতে পারে কিন্তু প্রথমে তাহাকে এক হাত দেড় হাত জমির মধ্যে শক্ত শিকড় লইয়া বসিতে হয়। শিকড় যদি শক্ত হয় আর জমিটা যদি প্রস্তরাকীর্ণ হয়, তাহা হইলেও সে ছয় ইঞ্চি জায়গার মধ্যে ভাল করিয়া বসিতে পারিলে বিশ লক্ষ বছরের পুরাতন পাহাড়কে ফাটাইয়া দিতে পারে এবং বহুদূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত শাখা এবং ছায়ার বিস্তার সাধিতে পারে। সুতরাং সমগ্র ভারত বা নিখিল জগৎ জুড়িয়া মহাভাব প্রচারের গোড়ার কথা হইতেছে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় সর্ব্বপ্রথমে সত্যিকারের সুপ্রতিষ্ঠা।

আমি কথাটা ইঙ্গিতে বলিলাম। তুমি চিন্তা দ্বারা ইহার অর্থ বুঝিয়া লইও।

আমি তোমাকে বোধ হয় কখনও দেখি নাই। সম্ভবতঃ তুমিও আমাকে কখনও দেখ নাই। দেখা ত' দূরের কথা, হয়ত আমার সহস্র সহস্র ভাষণের একটাও শোন নাই। তবু তোমার ভিতরে আমার অভ্যস্ত চিন্তাগুলির প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মনে করিবার চেষ্টা করি নাই যে, তুমি হঠাৎ এই চিন্তাগুলির অধিকারী হইয়াছ। তোমার বিচারশক্তি এবং পরিস্থিতি তোমাকে কতকগুলি logical conclusion-এ নিয়া পৌঁছাইয়াছে। চিন্তাকে আরও স্বচ্ছ করিবার জন্য ভগবৎ-সাধনা কর। সাধন করিতে করিতে লক্ষ্য লাভের শ্রেষ্ঠ সদুপায় আবিষ্কৃত হইয়া

যাইবে। যদিও তুমি দীক্ষিত নহ, তবুও সাধন করিয়া যাও। সাধন করিলে তাহার ফল পাইবেই পাইবে।

আমি কাহাকেও জোর করিয়া দীক্ষা দেই না। সর্ত্তাধীনেও দীক্ষা দেই না। কেহ নিঃসর্ত্ত আবেগে কাছে আসিয়া পড়িলে সাধারণতঃ তাহাকে ফিরাই না। তোমাকে আমার শিষ্য হইতেই হইবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি নাই, তুমি তোমার মনোভিমতানুযায়ী সাধন একনিষ্ঠ প্রযত্নে করিয়া যাইতে থাকিলে কেন পরম লাভ করায়ত্ত করিতে পারিবে না, তাহা আমি বুঝি না এবং এই বিষয়ে আমার কোনও অবান্তর কৌতূহল নাই। কাজ করিলেই ফল আছে এবং সৎ কাজের ফল সৎ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ গুরুধাম
কাঁকুরগাছি, কলিকাতা-৫৪
৭ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৭৫
(২১-১-৬৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কালই রাত্রি দশটায় আসানসোল হইতে ফিরিয়াছি। ৩০শে পৌষ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কুস্থলিয়াতে দীক্ষা হইল,

—প্রায় দুই হাজার দুই শত লোক দীক্ষা নিলেন। ১লা মাঘ খড়্গাপুরে বহু লোক দীক্ষিত হইলেন। ২রা মাঘ ব্রাহ্মণখলিশাতে সতের শত এবং ৩রা মাঘ ঐ একই গ্রামে তেইশ শত লোকের দীক্ষা হইল। ৫ই মাঘ কলিকাতায় দুইটী অধিবেশনে তিন শতের উপরে লোককে দীক্ষা দিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই আসানসোলে গেলাম। আসানসোলে কি ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই জান। তোমার পত্র আসানসোলে যাইবার আগে চোখে পড়িলে তোমাকে ডাকিয়া আনিতাম।

তুমি দীক্ষা নেও নাই, তবু কাজ করিয়া যাইতেছ; ইহা খুব ভাল কথা। এত যে লোক দীক্ষা নিতেছে, তাহাতে আমার কিন্তু দীক্ষা-দানের আসক্তি বাড়িতেছে না। দীক্ষা নিয়া যাহারা সাধন করিবে না, তাহারা গুরুর গলকণ্টক-স্বরূপ হইবে। দীক্ষা না নিয়াও যাহারা সাধন করিবে, তাহারা আমার বুকজুড়ান ধন হইবে। দীক্ষা নিবার পরে যাহারা সাধন করিবে, তাহাদের ত' কথাই নাই। আসল কথা সাধন করা। দীক্ষা নেওয়ার মানে কেবল গৃহদ্বার অতিক্রম করা, কিন্তু সাধন করিতে করিতে ভিতরে যাইতে হইবে। তবেই পূর্ণ কুশল, তবেই পরমবাঞ্ছিত লাভ, তবেই জীবনের সর্ব্বাভিলাষের পরিপূরণ, তবেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণের প্রকৃত সার্থকতা। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা

৭ই মাঘ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। কোথায় কে গুরুভাই আছে, খোঁজ করিয়া তাঁহার সহিত এই জন্যই পরিচয় স্থাপন করা উচিত, যেন পরস্পরের সঙ্গলাভে পরস্পরের সাধনে রুচি বাড়ে, ব্যক্তিগত অভ্যাসের বা অনুশীলনের তামসিকতা হ্রাস পায়, সকলের ঐক্যবদ্ধতার ফলে জগতের মঙ্গলমূলক সৎকর্ম্মের সুযোগ, ক্ষেত্র ও সৌকর্য্য বর্দ্ধিত হয়। এই লক্ষ্যটী ভুলিয়া গিয়া পরিচয়কে অন্য সাংসারিক বিবেচনার অধীন করিলে সুফল না হইয়া কুফল হইবে। প্রত্যেকে সাধনশীল হও এবং প্রত্যেককে সাধনশীল করিয়া গড়িয়া তোল। যে যত সাধনপরায়ণ হইবে, সে তত সহজে সংযমী হইবে। যে যত সংযমী হইবে, সে তত বলবান হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৭ই মাঘ, ১৩৭৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার মাতা এবং ভগিনী উভয়েই আমার নিকটে অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত কিন্তু তুমি দীক্ষা নাও নাই, ইহাকে আমি কোনও অপরাধ, ত্রুটি বা চ্যুতি বলিয়া মনে করিতেছি না। জগতের সকলেই দীক্ষিত হইবেন, কেহই অদীক্ষিত থাকিবেন না অথবা জগতের সকলেই গুরুকরণ করিবেন, কেহই গুরুর সাহায্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার দুঃসাহস রাখিবেন না, ইহা হইতে পারে না। জগতের প্রথম গুরুদেবের গুরু কে ছিলেন? এক পরমাত্মাই কি নহে?

তুমি আমার নিকটে দীক্ষিত নহ, দীক্ষা নিবার রুচিও তোমার নাই, তথাপি তুমি যেভাবে কাজ করিয়া যাইতেছ, তাহা ঠিক আমারই অনুমোদিত পন্থা,—ইহাতে সুখী হইব না ত' কি হইব, বলত! এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য নরনারীর মধ্যে কয়জন আমার সংস্পর্শে আসিতে সমর্থ অথবা আমিই বা কয়জনের সান্নিধ্যে এই নির্দ্দিষ্ট জড়-দেহটা লইয়া যাইতে পরিব, বলত! সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে, যাহারা আমার নিকট প্রত্যক্ষ ভাবে দীক্ষা নেন নাই বা কদাচ নিবেন না, এমন লোকেরাও কেহ কেহ ঠিক আমারই প্রদর্শিত,

আমারই আবিষ্কৃত, আমারই অনুশীলিত, আমারই পদাঙ্কপীড়িত পন্থার অনুসরণ করিবেন। তোমার পত্র হইতে সেই বিষয়ে আমার প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হইল।

যে ভাবে যে কাজ করিতেছ, এক মনে এক প্রাণে তাহা করিয়া যাও। দীক্ষা নেওয়াটা বড় কথা নহে, বড় কথা হইতেছে নির্দ্দিষ্ট একটা পন্থায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিক প্রযত্নে অবিচলিত বিক্রমে অপার অসীম অনন্ত নিষ্ঠায় সাধন করিয়া যাওয়া। দীক্ষা নিয়াও যাহারা সাধন করে না, তাহারা দুর্ভাগা। দীক্ষা না নিয়াও যাহারা একই মতে একই পথে স্থির থাকিয়া কেবল সাধনই করিয়া যায়, তাহারা ধন্য।

গুরুপরম্পরার কথা তুলিয়াছ। গুরুপরম্পরা স্মরণ রাখার ভিতরে এই সার্থকতা আছে যে, একটী নির্দ্দিষ্ট সাধন-ধারাকে বহুশতাব্দী ধরিয়া অবিকৃত ভাবে চালু রাখিবার পক্ষে ইহা একটী অত্যাশ্চর্য্য tradition বা কৌলিক শক্তি। কিন্তু কে বলিবে যে, মহম্মদ জীবনে এমন একজনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন নাই, যাঁহার সংস্পর্শ তাঁহার জীবনে ঐশ্বরিকী ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিল? কে বলিবে যে, যীশু জীবনে এমন একজনের সঙ্গও পান নাই, যাঁহার স্পর্শ তাঁহার অন্তরের প্রেমকুসুমকে কলিকাবস্থা হইতে ব্যাপক প্রস্ফুটন দিয়াছিল? কে বলিতে পারে যে, নানক তাঁহার ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথ খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টাকালে কোনও শক্তিমান্ পুরুষেরই সহায়তা পান নাই? কে বলিতে সাহস করিবে যে, গৌতমবুদ্ধের জীবনের

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যোগী, ঋষি ও সিদ্ধপুরুষের সংস্পর্শ তাঁহার আধ্যাত্মিক দিব্যায়নে নবদিগন্তের সৃষ্টি করে নাই? কিন্তু ইঁহারা কেহই ঐ সকল পুরুষদের পরম্পরা ধরিয়া থাকেন নাই বা থাকিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারা জগৎকে নূতনতর কিছু দিতে আসিয়াছিলেন, যাহার প্রচার প্রসার পরম্পরাকে ধরিয়া রাখিলে অসম্ভব হইত।

পরম্পরাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টার ভিতর ভাল যেমন আছে, তেমন এই একটী মন্দও রহিয়া গিয়াছে যে, ইহা অনেক সময়ে দার্শনিক উচ্চ তত্ত্ব এবং কার্য্যগত প্রকৃত আচরণে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে বাধা দান করে। উচ্চতত্ত্বের উপলব্ধি প্রচলিত অনেক মত ও বিশ্বাসের তোয়াক্কা রাখে না। যেখানে কোনও মহামানব নূতন দানের সত্র খুলিতে যান, সেখানে তাহাকে গুরুপরম্পরার দিকে না তাকাইয়া তাকাইতে হয় জগদ্বাসী সকলের ভাবী সুখের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুকে নিয়া কৈ বেলুড় মঠে ত' মাতামাতি দেখি না! অথচ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে রামকৃষ্ণের বহু গুরু ছিলেন।

তোমার পত্রের প্রতিটি কথার জবাব দেওয়ার আমার অবসরাভাব। গভীর রাত্রিতে বসিয়া পত্রখানা লিখিতেছি। কালই বিমানে কলিকাতা ছাড়িব, ত্রিপুরা যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

বিশালগড় (ত্রিপুরা)
৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৫
(২৩-১-৬৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ত্রিপুরা-রাজ্যময় যান-বাহনের ধর্ম্মঘট। এই অবস্থায় কাল আগরতলা বিমান-ঘাটি সময় মত পৌছিয়াও বিশালগড়ে পৌছিতে অনেক দেরী হইয়া গেল। কাল রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত মাঘের শীতে মানুষগুলি অফিসটিলার মাঠে কাটাইয়াছে। উদ্দেশ্য, দুই চারিটী কথা শুনিবে।

ক্লান্ত হইলেও শুনাইয়াছি। বলিয়াছি, সব চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া চরিত্র-সাধনের চিন্তায় নামিতে হইবে। যতদিক দিয়াই আমরা যত পরিকল্পনা করি না কেন, আমাদের চরিত্রচ্যুতি সকলই কল্পনাবন্যায় ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

বেশ বুঝিলাম, বিশালগড়ের ছেলেমেয়েরা এবার কাজ করিয়াছে। কল্যাণপুর, খোয়াই, হালাহালি, কমলপুর প্রভৃতি সকল স্থান হইতেই কাজের লোকদের কর্ম্ম-শক্তির পরিচায়ক খবর এখানে আসিয়া পাইলাম। আনন্দ বোধ হইল।

কাজ করিলে কি হয়, তাহা কয়টী মাস আগে শিলচর, লামডিং, তিনসুকিয়া, গৌহাটি, আলিপুরদুয়ার দেখিয়া আসিলাম। তবে একাজই কাজ নয়, আরও কাজ করিবার আছে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

এক একটা অধিবেশনে হাজার হাজার নরনারী আমার নিকটে দীক্ষিত হইতেছে। যাহা কল্পনীয় নহে, এমন সব ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। কিন্তু কি লাভ হইবে এই সকলের দীক্ষায়, যদি ইহারা নিজ নিজ সাধনে শক্ত ভাবে লাগিয়া না থাকে? দীক্ষা নিলেই হইল না, সাধনও করিতে হইবে।

প্রত্যেক কুমার-কুমারী অখণ্ডকে সচ্চরিত্রতার প্রতি, নিষ্কলঙ্ক নিখুঁত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পবিত্র জীবনের প্রতি আকৃষ্ট কর! আমার দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরে নোংরা অভ্যাস ও কদর্য্য আচরণের দাস যেন কেহ জগতে না থাকে। প্রত্যেকে সংযম-সুন্দর ও শুচিতায় শুভ্র থাকিবার চেষ্টা করুক!

প্রত্যেক বিবাহিত অখণ্ডকে দাম্পত্য সংযমের প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী কর। যে যতটা পারে, সংযম পালন করুক। যার যতটুকু সংযম, তার ততটুকু শক্তি, একথা প্রত্যেকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করুক। নিজেদের দাম্পত্য সংযমের চেষ্টার কথা ও ইতিহাস বাহিরে গোপন রাখিয়া তাহারা একাজে ব্রতী হউক। ভাণে অনেক বিপদ। গোপনতা ভাণ হইতে রক্ষা করিবে।

প্রত্যহ পুত্রকন্যাবান্ অখণ্ডকে চেষ্টা করিতে হইবে নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে অখণ্ড-মতবাদ ও আদর্শে ষোল আনা বিশ্বাসী করিয়া গড়িয়া তুলিতে। বলিলে চলিবে না যে, ইহারা বড় হইয়া নিজ নিজ মত ও পথ নিজেরা বাছিয়া লউক। কোলের শিশুকে অন্নপ্রাশন করাইবার সময়ে কি তোমরা

তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে সে পায়েস খাইবে, না, উচ্ছে ভাজা খাইবে? সেদিন ত' তোমরাই তাহার জীবনের প্রথম গ্রাসটী নিজেদের রুচিমত, নিজেদের পছন্দমাফিক তৈরী করিয়া দাও। নিজ পুত্রকন্যাকে সৎপথাশ্রিত করিবার প্রশ্নে তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও স্বাধীন মতামতের সমস্যাকে টানিয়া আনিও না। শিশুর নামে ব্যাঙ্কে সেভিংস্ একাউণ্ট খুলিবার কালে কি তাহার মতামত গ্রহণ প্রয়োজন মনে কর?

প্রত্যেক অখণ্ড ব্যক্তিগত নাম-সাধনে আগ্রহী হউক। প্রত্যেক অখণ্ড সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার জন্য চেষ্টা করুক। অখণ্ড-দীক্ষায় তোমরা এমন সাধনই পাইয়াছ, যাহা সমগ্র বিশ্বের কুশলের সহিত তোমাদিগকে যুক্ত করিয়া দেয়। অন্য কোনও প্রকারের দীক্ষা-বিধানে এমন নাই বলিয়াই এই দীক্ষা গ্রহণমাত্র তোমরা কোটি কোটি সাধকের মধ্যেও প্রতিজনে এক একজন বিশেষ হইয়া পড়িয়াছ। কিন্তু দীক্ষালব্ধ ব্যাপক সৎসঙ্কল্প তোমাদের প্রতি অণুপরমাণুতে রূপায়ণ পাইবে ত' প্রাত্যহিক নিয়মিত সাধনার ফলে এবং অনলস আধ্যাত্মিক প্রযত্নের গুণে।

ঝগড়া-কলহের অতীতে রাখিয়া, ব্যক্তিত্বের মোহ বর্জ্জন করিয়া যদি মণ্ডলীগুলি চালাইতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, নিয়মিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাগুলির অব্যর্থ ফল তোমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কি অপরূপ বিকাশ দান করিতেছে। শুধু সমদীক্ষিত ব্যক্তিদেরই তোমরা এই ঐক্যমঞ্চে পাইবে না,

দেখিবে, সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রকৃত সৎলোকেরা তোমাদের দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে সহস্র প্রকারের ত্যাগের সম্ভার ও সহযোগিতার বাহুপ্রসার লইয়া জগৎকল্যাণ-কর্ম্মে তোমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মনে রাখিও, তোমাদের সমবেত উপাসনা আমাকে অবতার রূপে পূজিত করিবার জন্য নহে, আমাকে তোমাদের সকলের সমসাধক করিবার জন্য। তোমাদের সমবেত উপাসনার অসাম্প্রদায়িকতা জগতের জন্য নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিবে।

এই অবশ্যকরণীয় কাজগুলির প্রতি তোমরা প্রতিজনে মন দাও।

দলগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, জগদ্বাসী সকলের কুশল সম্পাদনের জন্য তোমাদের প্রত্যেককে আজ প্রকৃত সংগঠন-কর্ম্মে নামিতে হইবে।

অন্যে ভুলিয়া থাকে থাকুক, তোমরা ভুলিও না যে, জীবন অনিত্য, পরমেশ্বরই নিত্য, সত্য, শাশ্বত। নিত্যের সহিত তোমরা প্রত্যেকে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, নিয়ত নিত্যানন্দে বিরাজ করিবে। কেবল একাই নহে, বিশ্বের সকলকে তাঁহার শ্রীচরণের ধ্যানে যুক্ত করিয়া দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

খোয়াই (ত্রিপুরা)

১২ই মাঘ, রবিবার ১৩৭৫

(২৬-১-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি ধর্ম্মনগর আসিতেছি,—ইহার মানে কি এই যে, আমি সেখানে লাবড়া-খিচুড়ী খাইব ও লোককে লাবড়া-খিচুড়ী খাওয়াইব? অথবা ইহার মানে কি এই যে, তোমরা দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া 'বাবামণি কী জয়' ধ্বনিতে আকাশবাতাস আলোড়িত ও মথিত করিবে? আর আমি করিব হৈ-চৈ, শোরগোল, লাফালাফি, দাপাদাপি? আমি আসিতেছি কাজ করিতে। কাজ আর হৈ-চৈ এই দুই জিনিষ এক নহে। কাজ করিতে স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ চাই। কাজ করিবার সুচিন্তিত পরিকল্পনাও চাই। আপাতত পরিকল্পনার ভার, তোমরা আমার উপর ছাড়িয়া দাও। কিন্তু পরিবেশটী তোমরা অনুকূল রাখ। জগতে হুজুগেরও প্রয়োজন আছে কিন্তু তাহার উপযোগিতা শুধু উপক্রমণিকা হিসাবে, কর্ম্মারম্ভের সময়ে বা কর্ম্ম-সমাপ্তির পূর্ব্বে হুজুগের বৈধ অধিকার নাই। তোমরা যদি সাধন-ভজনশীল হও, তাহা হইলে অতি সহজে আমার এই কথাটীর অর্থ বুঝিতে পারিবে। আমি চাহি,

তোমরা কাজের কাজী হও। এই বিষয়টায় তোমাদের প্রত্যেকের নিকট আমার এত প্রত্যাশা যে, বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমাকে মানুষের চোখে বড় করিয়া ধরিবার জন্য নহে, তোমরা প্রতিজনে যেন নিজের কাছে নিজে বড় হইতে পার, আমার সকল কর্ম্মচেষ্টা একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত। আমি আমার নিজের জন্য বিশ্বপতির নিকটে বা বিশ্ববাসীর কাছে কিছুই কখনও চাহি নাই। এজন্য আমি নিজেকে বঞ্চিত বলিয়া মনে করি না। আমার সকল চাওয়া এবং পাওয়া তোমাদের প্রতিজনের প্রকৃত মহত্ত্ব লাভের জন্য। এই জন্যই যাহা চাহি নাই এবং পাই নাই, তাহাও আমার পাওয়া হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই লোকে আমাকে পরমহংস বলে।

আমি কখন তোমাদের ওখানে আসিব, তখন তোমরা চেষ্টা করিবে আমার স্থিতিকালটুকুর পূর্ণ সময় যাহাতে সার্থক শ্রমে বিনিয়োজিত হয়। ঐক্যহীন, বিশৃঙ্খল, উদ্দাম ভাবালুতা কদাচ কোনও প্রকারের অভ্যুদয় আনয়ন করে না,—তাহা ব্যক্তিগতই হউক, সমাজগতই হউক, শ্রেণীগতই হউক, জাতিগতই হউক, সঙ্ঘগতই হউক। চিরঅভ্যুদয়পথের তোমরা যাত্রী। তোমরা সময়ের অপচয় করিও না, ঐক্যহীন রহিও না, উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিও না।

সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া নামের সাধন কর, তবেই আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। সাহিত্যিক রসোৎকর্ষে আমায়

লেখার বিচার হইবে না। কাজ করিয়া যাও। পূর্ণ সিদ্ধির নিকষ-পাষাণে আমার কথা সিদ্ধ-পুরুষের মহাবাক্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তোমরা নামে প্রেমে ভরপুর হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

কমলপুর (ত্রিপুরা)

২৪শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৭৫

(৮-৩-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্র লিখিবার অবসর এখন বড় কম। কারণ খোয়াইতে আসিয়াই মৌনব্রত গ্রহণের প্রয়োজন গুরুতর ভাবে অনুভব করিলাম। তারপরে তেলিয়ামুড়া, মনুঘাট, কৈলাসহর পর্য্যন্ত মৌনী ছিলাম। ধর্ম্মনগর আসিয়া মুখ খুলিয়াছি কারণ, সেখানে শ্রমদানকর্ম্ম করিতে হইয়াছে। পুনরায় মাইবং, নওগাঁ, হোজাই, লঙ্কা, লামডিং, বদরপুর, পাথরকান্দি মৌনভাবে বিচরণ করিয়াছি। ধর্ম্মনগর আশ্রমে আসিয়া কথা বলিয়াছি, কারণ এবার শ্রমদান কাছাড় ও ত্রিপুরায় নানা স্থান হইতে আগত চারিশত কুড়ি জন শ্রমদানকর্ম্মীকে লইয়া করিতে হইয়াছে। ধর্ম্মনগর হইতে মনুঘাট আসিয়া এবার মৌন রক্ষার চেষ্টা

করি নাই, কারণ এখানে অসংখ্য রিয়াংদের পুনরুদ্ধারের কাজ ছিল। মনুঘাট ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মৌনব্রত নিয়াছি। ডলুবাড়ীতে দেখিলাম, শ্রীমান্ নগরবাসী দাস অতি অল্প সময়ের খবরে এক বিরাট ব্যাপার করিয়াছে। সেখান হইতে আসিয়াছি কমলপুর। প্রত্যেক স্থানেই এত দীক্ষার্থীর ভিড় ও জনতার সমাবেশ যে অন্য কাজ করিবার পক্ষে অসুবিধা হইতেছে। তবে, প্রায় সকল স্থানেই স্থানীয় কর্ম্মীরা শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

আজই যাইব তেলিয়ামূড়া। তারপরে অমরপুর, উদয়পুর, (রাধাকিশোরপুর), চড়িলাম ও আগরতলা হইয়া পুনরায় খোয়াই, চেবরী, কল্যাণপুর, কৈলাসহর হইয়া ধর্ম্মনগর পৌছিব ১৪ চৈত্র। পুনরায় সেখানে শ্রমদান চলিবে, চারিদিন বহিরাগত কর্ম্মীদের লইয়া, পরের চারিদিন চলিবে ধর্ম্মনগরের স্থানীয় কর্ম্মীদের লইয়া। তৎপর শিলচর হইয়া কলিকাতা যাইব।

গ্রীষ্ম পড়িয়া গিয়াছে। সাধনা গ্রীষ্মে বড়ই ক্লেশ বোধ করিতেছে। তবু মনুঘাটে দেড় ঘণ্টা কাল একটী ভাষণ দিয়াছে। বিষয়,—অনাদৃত, অবজ্ঞাত, পতিত, অশিক্ষিত, অজ্ঞানান্ধ সমাজগুলির লোকদিগকে কি করিয়া আমরা বুকে তুলিয়া আনিতে পারি। কাল সন্ধ্যায় এখানে (অর্থাৎ কমলপুরে) সাধনা দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রায় পাঁচ হাজার মন্ত্রমুগ্ধ জনতার সমক্ষে ভাষণ দিয়াছে যে,—ব্রহ্মচর্য্যেরই বলে অবনত ভারত

অভ্যুদয় লাভ করিবে, বিলাসিতা বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দ্বারা নহে।

সত্যই তিনমাস ধরিয়া অবিরাম ভ্রমণ ক্লেশকর। তবু ক্লেশ সানন্দে সহিতেছি। কেন, বলিতে পার? কেন, বুঝিতে পার?

* * *

তোমরা যাহারা স্থানীয় অখণ্ডদের মধ্যে প্রাচীন ও প্রবীণ, তাহারা নবীন ও অর্ব্বাচীনদিগকে বিনয় শিখাও, বিনম্র স্বভাবের সুফল শিক্ষা দাও, তোমরা ইহাদিগকে সাত্ত্বিকতার সুফল প্রত্যক্ষ করাইয়া দাও, তোমরা ইহাদের মনকে তামসিক ও রাজসিক ভাব হইতে সাত্ত্বিকতার দিকে প্রবল বেগে টানিয়া আন। আমি নিজে দুর্দ্দাম কর্ম্মী কিন্তু রজোগুণকে আমি নির্ম্মম ভাবে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। বিক্রম থাকিলেই উদ্ধত হইতে হইবে, এই কথা নবযুবকদের কে শিখাইল? ইহারা পরস্পর পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না বলিয়াই ত' অভিলষিত শুভফল আহরণে এত বিলম্ব ঘটিতেছে।

সকলে প্রতিজ্ঞা করুক যে, ঐক্যবিঘ্নকর কোনও কথা বলিবে না, ঐক্যহানিকর কোনও কাজ করিবে না, ঐক্যনাশক কোনও প্রচেষ্টার সমর্থন করিবে না, ঐক্যনাশকারী কোনও ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দিবে না। এই প্রতিজ্ঞা যদি তোমরা রক্ষা করিতে পার, দেখিবে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানগুলি

সফলতার স্বর্ণকিরীটে শোভমান হইতেছে। সংঘবদ্ধ উদ্যমকে সফল করিতে হইলে পারস্পরিক ঐক্যের একান্তই প্রয়োজন। পারস্পরিক প্রেমের পরিবর্ত্তে আক্রোশ থাকিলে ঐক্য আসে না। সেবার বুদ্ধি না আসিয়া সুবিধাবাদ আসিলেও ঐক্য দাঁড়ায় না। তোমরা ঐক্যবলে বলীয়ান্ হও।

তোমাদের ভিতরে যদি কিছু অসাত্ত্বিকতা, তামসিকতা, আত্মকলহ, অনৈক্য ও বহির্ম্মুখতা প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সাধন করিয়া প্রত্যেকে তাহা নিজ নিজ মনের কোণ হইতে দূর করিয়া দাও। বহির্ম্মুখতা তোমাদের লক্ষ্য-লাভের প্রয়াসকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?

প্রত্যেককে বলিও, কাজকে যেন কাজই রাখে, কাজকে কলহে পরিণত হইতে না দেয়। যেখানে যাহা হইতে পারিত, সেখানে তাহা হইতেছে না, ইহা কি তোমরা লক্ষ্য করিয়া লজ্জা বোধ করিতেছে না?

আমি যে বার্দ্ধক্যের দুর্ল্লভ পরমায়ুটুকু জীবনের বিদায়-বেলায়ও অকাতরে ব্যয় করিয়া বিরাট আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছি, তাহা রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায় রাজসিক ব্যাপার নহে। তবে তোমরা কেন রজোধর্ম্মে উত্তেজিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? এই যে আমি এক এক দীক্ষা-মণ্ডপে চারি, পাঁচ, ছয় শত করিয়া লোককে দীক্ষা দিতেছি, এমন কি কোনও কোনও দীক্ষামণ্ডপে

দুই হাজার, আড়াই হাজার করিয়া লোক এক এক অধিবেশনে দীক্ষিত হইতেছে, তাহা কি কতকগুলি আত্মদ্রোহী, আত্মহননকারী, আত্মঘাতী, আত্মদ্বেষী যোদ্ধা সৃষ্টি করিবার জন্য? তোমরা পরস্পর এত কলহ করিয়া করিয়া এমন বড় বড় অনুষ্ঠানকে কেন সফলতা লাভে বাধা দিতেছ? তোমরা কি আমার কোনও শত্রুপক্ষের গুপ্তচর যে, আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে পারিলেই তোমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি? তোমাদের এই দুর্ব্বোধ্য আত্মকলহের কারণ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

অহংকার কমাও। তুমি ধনী বলিয়াই সম্মান তোমার প্রাপ্য নহে। তুমি তিনলাফে জেলাটা পার হইয়া আসিতে পার বলিয়াই তুমি সম্মাননীয় নহ। তুমি খুব চমৎকার করিয়া ভাষণ দিতে পার বলিয়াই তুমি কুলীন নহ। তুমি কি আত্মশাসন করিতে শিখিয়াছ? তুমি কি তোমার দুর্দ্দান্ত রজোগুণকে নির্ম্মম পদাঘাতে চাপিয়া রাখিয়া নিরহঙ্কারে নিরভিমান-চিত্তে তোমার দীনতম, দরিদ্রতম, অজ্ঞতম, মূর্খতম সহকর্ম্মীর পূর্ণ সম্মান রাখিয়া কাজ করিতে পার? তাহা যদি পার, তবে তুমি আদরণীয়। নতুবা ঝড়ে-ওড়া বৃক্ষপত্রের ন্যায় তুমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, সাধারণ একটা রক্তমাংসের জড় পিণ্ড মাত্র। তোমার চোখ-রাঙ্গানিকে দুনিয়ার কেহই ভয় করিবে না, জানিও।

* * *

একই জায়গায় দুই তিনবার ঘন ঘন ভ্রমণ করা সকল

সময়ে সুখকর হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিলাম মনুঘাটে সুশীলের বাড়ীতে। প্রথম বারে যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, দ্বিতীয় বারে সে আনন্দ যেন আরও উছলিয়া উঠিল। ইহা অকপট ভক্তির ফল। কাজ করিয়া এখানে আনন্দ পাই। ভক্তিহীন মূর্খগুলি মনে করে যে কেবল যুক্তি আর তর্ক দিয়া বেদ-বেদান্ত-বাঞ্ছিত পরম শান্তি লাভ করিবে। নাম ব্রহ্মস্বরূপ কি না, গুরু সত্য কি না, ইহার বিচার ইহাদের ষড়যন্ত্রশালায় রসায়নাগারে হইবে। ধর্ম্মকে ইহারা নিজ নিজ ভিয়ানে চড়াইয়া খুশীমতন তৈরী করিবে। জিলাপীতে প্যাঁচ থাকা আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মের মধ্যে প্যাঁচ আর কূটকৌশলের স্থান হইবে কেন? আমি সরলতা ভালবাসি, এই জন্যই মনুঘাট আমার ভাল লাগিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

রাধাকিশোরপুর (ত্রিপুরা)

৩০শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৭৫

(১৪-৩-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন, দুর্ব্বা, তিল, ধান্য, হরীতকী সব-কিছু ছাড়াই ভগবানের পায়ে অঞ্জলি হইতে পারে। তখন নিজেকেই পুষ্প-রূপে কল্পনা করিয়া করপুটে মনে মনে স্থাপন করিতে হয়।

সময়ের অভাব পড়িলে উপাসনা সংক্ষেপে করা যায়। তাহার নির্দ্দেশ ও প্রকরণ উপাসনা-প্রণালীতে লেখাই আছে। তবে নাম-জপটাই উপাসনার সব চেয়ে বড় অঙ্গ। সুতরাং নামজপটুকুকে সংক্ষেপে না করিয়া পারা যায় কিনা, সেই দিকে তোমাদের লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।

মনে ভক্তি থাকিলে জপ-তপ আদি কিছুই করিতে হয় না, ইহা একটা বাহাদুরির কথা মাত্র। মনের ভক্তি অবিচল ও অবিরল বজায় রাখিবার জন্যই জপ ও উপাসনাদি করিতে হয়।

নামজপের পূর্ণ ফল পাইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষায় যত্নশীল হইতে হয়। আবার নামজপে মন ভাল করিয়া লাগাইলে মন আপনা আপনি ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। এই কথাটুকু কদাচ ভুলিও না। যতটুকু যে পার, নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সম্মান বাড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। ইহার শুভফল অত্যদ্ভুত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ রাধাকিশোরপুর
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭৫

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জগতে যেখানে আমাকে যে যাহা দেয়, সবই আমি সঙ্গে সঙ্গে জগদ্বাসীকে দিয়া দেই। আমার নিজের জন্য আমি কিছুই রাখি না। কারণ, আমি যে জগদ্বাসী সকলের মধ্যে ছড়াইয়া আছি। সব-কিছু দিয়াই আমার সুখ, নিজে পাইয়া বা নিজে খাইয়া নয়। এজন্যই তোমার প্রেরিত সন্দেশ সকলের মুখে আমি আস্বাদন করিয়াছি। ইহাতে দুঃখ করা তোমার ভুল। বরং আনন্দ কর যে, একমুখে না খাইয়া তাহা শত মুখে আস্বাদন করিয়াছি।

মনে ভক্তি রাখিয়া চল এবং এক নামে মনঃপ্রাণ দিয়া সাধন কর। এক পথে চলিয়া চরম লক্ষ্যে পৌছ। নানা মত নানা পথ মিলাইয়া খিচুড়ী পাকাইও না। সব মতই সত্য, সব পথই সত্য, কিন্তু যে চলিবে, তাহাকে এক পথই ধরিতে হইবে। সত্য সত্য যাহারা চলিবে না, কেবল বলিবে আর ছলিবে, তাহাদের পক্ষে নানা মতে নানা পথে কোনও হানি নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ একটী গণ্ডগ্রাম হইতে
৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৬
(১৯-৪-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গতকাল খড়্গপুরে তোমার দীক্ষা হইয়াছে। দীক্ষার তাৎপর্য্য কি কিছু বুঝিয়াছ? দীক্ষার দ্বারা তুমি জগৎকল্যাণের সুমহান্ সঙ্কল্পে আরূঢ় হইলে। আমার নিকটে দীক্ষা না নিলে ইহা তোমার হইত না। দীক্ষার সহস্র পদ্ধতি আছে কিন্তু এই পদ্ধতি জগতে বিরল। তুমি কেবল তোমার একার জন্যই নহ, তুমি এখন হইতে বিশ্বের সকলের জন্য।

সুতরাং তোমাকে ব্যক্তিগত তুচ্ছ সুখের মোহ ত্যাগ করিয়া প্রাণপণ যত্নে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যখন গুরুজনদের আদেশে বিবাহিত হইবে, তখনও দম্পতীর সুষম প্রযত্ন জগৎকল্যাণের দিকেই ধাবিত হইবে এবং তপস্যার পথে চলিতে চলিতে যে সন্তানের পিতামাতা তোমরা হইবে, তাহারাও জগৎকল্যাণেরই জন্য উৎসর্গীকৃত হইবে। এই ধারায় মনুষ্যসমাজ চলিলে, মানুষের মধ্য হইতেই এক নব-দেব-জাতির সৃষ্টি হইবে। ইহাই তোমাদের গুরুদেবের লক্ষ্য,—শিষ্যবর্দ্ধন আর দক্ষিণাগ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

দীক্ষা নিবার পরে সাধন করিতে হয়। তোমরা একই গ্রাম হইতে দুইটী যুবক দীক্ষা নিয়াছ। উভয়েই সাধন-কর্ম্মে মনোযোগী হইও। এস্থানে ওস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারূপ বিচিত্র এবং পরস্পর-বিরোধী উপদেশ আহরণ করিয়া জীবনের কল্যাণ নাই, জীবনের পরম কল্যাণ হইতেছে একান্ত ভাবে সাধনে মন লাগাইয়া একমুখ প্রযত্নে কাজ করিয়া যাওয়া। তোমার সাধন স্বভাবের পথে, হঠ-কর্ম্মের পথে নহে। সাধন করিতে করিতে সমগ্র চরিত্র দিব্যায়িত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

একটী গণ্ডগ্রাম হইতে

৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষার পরক্ষণে তুমিই কি প্রশ্ন করিয়াছিলে, "কি পাইলাম"? পাইয়াছ অনেক কিন্তু অনুশীলন না করিলে বুঝিতে পারিবে না যে, কি পাইলে। কাণে শুনিলেই কিছু পাওয়া হয় না, প্রাণের ভিতরে অনুসন্ধানও করিতে হয়। এই জন্যই, যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া দীক্ষার জন্য উন্মুখ হইয়া রহে নাই,

তাহাদিগকে এক কথায় আমি দীক্ষা দেই না। যাহাকে তাহাকে দীক্ষা দেওয়া আর দীক্ষার অপব্যবহার করা প্রায় এক কথা। তবে, নিঃস্বার্থ এবং প্রকৃত ত্যাগী দীক্ষাদাতার হেলায়-খেলায় দীক্ষাদানও বিলম্বে ফলপ্রসব করিয়া থাকে। আমি ত্যাগী কি না আমি জানি না কিন্তু দীক্ষাদানকালে আমি একেবারে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ। এই জন্যই আমার প্রদত্ত দীক্ষা কদাচ নিষ্ফল হইতে পারে না।

আমার প্রদত্ত দীক্ষা শূদ্রত্ব-বিদূরণের দীক্ষা। যদি চিরকাল শূদ্রই না থাকিতে চাহ, তবে এই দীক্ষা তোমার কাজে আসিবে।

আমার দীক্ষা জগৎকল্যাণকারীর সংখ্যাবর্দ্ধনের দীক্ষা। যদি চিরকাল স্বার্থসেবা নিয়াই বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে না চাহ, তবে এই দীক্ষায় তোমার প্রয়োজন আছে।

আমার দীক্ষা পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের দীক্ষা। যদি রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, আর দ্বিষো জহি নিয়াই মত্ত থাকিতে না চাহ, যদি নিজেকে পরমেশ্বরের হস্তধৃত যন্ত্রে পরিণত করিয়া জীবন সার্থক করিতে চাহ, তবে এই দীক্ষায় তোমার প্রয়োজন আছে।

আমার দীক্ষা স্বভাবের পথে যোগযুক্ত হওয়ার দীক্ষা। যে স্বাভাবিক নিয়ম পরমেশ্বর স্বয়ং তোমাতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন, তাহারই অবলম্বনে স্বাভাবিক ভাবে ক্রমোন্নতির

দিকে অগ্রসর হইয়া যাইবার ইহা দীক্ষা। যদি হঠ-প্রযত্ন পরিহার করিয়া স্বভাবের নিয়মে বাড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন তোমার থাকিয়া থাকে, তবে এই দীক্ষার প্রয়োজনও তোমার আছে।

দীক্ষা পাইবার পরে বহু প্রশ্নের অবকাশ কম, অনুশীলন চালাইয়া যাইবারই অবকাশ বা বাধ্যবাধকতা অত্যধিক। অনুশীলনের ভিতর দিয়াই সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটে, লুপ্ত বীর্য্যের উত্থান ঘটে। অনুশীলনে তৎপর হও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

একটী গণ্ডগ্রাম হইতে
৮ই বৈশাখ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা প্রতিজনে সঙ্কল্প কর যে, জীবনটার প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যখন শ্রীভগবান্ যেই কর্ম্মস্থলেই অস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী রূপে নিয়া ফেলুন, সেখানেই নিজ উপস্থিতির একটা দাগ ফেলিয়া যাইতে হইবে। সৎকাজ কদাচ মিথ্যা হয় না। সৎকাজের মহতী শক্তি পিছনে পিছনে বিপুল আত্মপ্রসাদকে

লইয়া অগ্রসর হয়। আমার প্রত্যেকটী পুত্র ও কন্যা প্রকৃত আত্মপ্রসাদের অধিকারী হও। জানিও, পাইয়াছ অতি দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম। পশুজন্মে আর মনুষ্যজন্মে পার্থক্য আছে। এই বোধটী প্রত্যেকের মনে জাগাইয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২০শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৬
(৩-৫-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দামোদরের সেতু মেরামত হইতেছে। নদীর বুকের উপর দিয়া যে সাময়িক চ্যুত-পথ (diversion) নির্ম্মিত হইয়াছে, হঠাৎ বৃষ্টির ফলে বন্যায় তাহা প্রতিরুদ্ধ। এজন্য ডাক-চলাচল বন্ধ। জানিনা, আগেকার লিখিত পত্রখানা পাইয়াছ কিনা বা আদৌ তোমার কাছে পৌছিবে কিনা।

ধর্ম্মনগর আশ্রমের সঙ্কট-মোচনের ব্যাপারে আমার অর্থের নিদারুণ প্রয়োজন পড়িয়াছিল, তোমার এই অনুমান সত্য। কিন্তু টাকা তুলিবার উদ্দেশ্যে ত' কাহাকেও নিজ প্রয়োজনের

কথা বলিতে পারি না। তাই বলি নাই। যে ভাবে হউক, প্রাথমিক কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইয়াছে, এই সংবাদে কি খুশী হইবে না?

পার্ব্বত্য অঞ্চল ভ্রমণে এবার শরীরের উপর দিয়া বড়ই বেগ গিয়াছে। আমাকে খোয়াই হইতে সুরু করিয়া প্রায় সর্ব্বস্থানে মৌনী থাকিয়া লোকের উৎপাত হইতে কতক রেহাই পাইতে হইয়াছে। সাধনার সে সুযোগ ঘটে নাই। মানুষ এত দুঃখার্ত্ত যে, আমাদের ক্লেশ বুঝিবার তাহাদের অবসর নাই। শ্রম অতীব কঠোর হইলেও আনন্দেই দিনগুলি কটিয়াছে। কাজে যে আনন্দ, বিশ্রামে তাহার এক কোটি ভাগ আরামও নাই। কর্ম্মই বাঁচিয়া থাকুক, কর্ম্মহীনতার অপর নাম মৃত্যু। মৃত্যু কাহার শ্লাঘ্য, বল! কর্ম্মীই জ্ঞান লাভ করিবে, অকর্ম্মী নহে। কর্ম্ম করিতে করিতেই প্রেম আসিবে, ভাব-বিলাসকে প্রেম বলে না। প্রেমই ব্রহ্মাণ্ডকে তার দুইটী সবল বাহু দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, একটী বাহুর নাম কর্ম্ম, অপর বাহুর নাম জ্ঞান। বাহুচ্ছেদ ঘটিলে প্রেম পঙ্গু হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-ধারণের ক্ষমতাও তার হ্রাস পায়।

এখানেও কাজই করিতেছি। তবে সে কাজ ইট, কাঠ, সিমেণ্ট, বালি, পাথর ও লোহার ছড় লইয়া। কাজ করিবার সময়ে আমি এই জড় বস্তুগুলির মুখের কথা শুনিতে পাই, ইহাদের প্রাণের ভাষা বুঝিতে পারি। ইহারা বলে,

—"জগৎকল্যাণ কর্ম্মে আমাদিগকে সার্থক কর।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
২১শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৭৬
(৪-৫-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা নববর্ষের স্নেহ ও আশিস নিও।

১লা বৈশাখ দীক্ষা পাইয়াছ, তুমি ভাগ্যবান্। গভীর নিষ্ঠা ও প্রেম লইয়া নাম করিতে থাক। সংসারের চাপে নিষ্পিষ্ট হইতেছ, উপযুক্ত কাজ কর্ম্ম পাইতেছ না, এই সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। কিন্তু এ সঙ্কট দেশব্যাপী এবং এ সঙ্কটের স্রষ্টা হইতেছে ভ্রান্ত দুর্ব্বল রাজনীতির স্খলিতাদর্শ পঙ্কিল পন্থা। কিন্তু সাহস হারাইও না চেষ্টা করিয়া যাও, একটা পথ নিশ্চিত বাহির হইয়া যাইবে।

আহারাদির বিষয়ে নিজ রুচি বুঝিয়া চলিও। সাধন করিতে করিতে রুচি স্বচ্ছ হইবে। খাদ্য-বিষয়ে যে সমাজের যাহা সাত্ত্বিক সংস্কার, সে জাতির তাহা পালন করা সঙ্গত। পালনে ক্ষতি নাই, অপালনে কি হইবে, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন।

যাহাদের সংস্কারে মাছ খাইতে বাধে, তেমন লোকেরা মাছ না খাইলে জগতের ক্ষতি কিছুই নাই। যাহাদের সমাজে মৎস্য-সেবন চল আছে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে তাহারা মাছ খাইলে তাহাতেও দোষ ধরিবার কিছু নাই। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি শূকর-মাংস নাকি সুস্বাদু। কিন্তু যাহাদের সমাজে এই বস্তুটি বর্জ্জিত, তাহারা ইহা খাইবে না বলিয়া দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে না। কোন কোন দেশে অহিন্দুদের বাংলা পাঠ্য পুস্তকেও "গোমাংস অতি সুস্বাদু" বলিয়া ছাপার প্রবন্ধে লেখা আছে। তাই বলিয়া হিন্দুরা সেই জিনিষটা খাইল না বলিয়া কাহারও দুঃখ করিবার যুক্তি নাই। খাদ্যের নিষিদ্ধতা আর সুসিদ্ধতা সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রথা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। যে সমাজে যাহা গর্হিত, সে সমাজের লোকের তাহা না খাওয়া সঙ্গত। আর যাহা খাইলে যাহার শারীর পীড়িত হয়, মন অপ্রসন্ন হয়, তাহার পক্ষে তাহা অখাদ্য। পৃথিবীর সকল সুখাদ্যই একজন লোকের খাইয়া দেখিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু যাহা যাহার পক্ষে অখাদ্য, সে যেন তাহা না খায়।

নামে মন লাগাইয়া রাখ। নামের সেবা করিতে করিতে অন্তরে প্রেম জাগিবে। সে প্রেম ঈশ্বরে, সে প্রেম তাহার সৃষ্টির উপরে, সে প্রেম ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সকলের প্রতি। প্রেম আসিলে দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। দুঃখ ভুলিতে

পারিলেই, জীবন-সংগ্রামের তুমি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হইবে। যুদ্ধ ছাড়া রণজয়, আর জয় ছাড়া জয়ধ্বনি নিরর্থক ও অবাস্তব। জীবন যুদ্ধকে ভয় পাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—ও স্নেহের মা— অনুক্ষণ আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বিশ্বাস করিও, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভরা সবাই তোমাদের আপন-জন। কেবল চাহি, তাহাদিগকে চিনিয়া নেওয়া। যে পরমেশ্বরের নামে মনকে লগ্ন করে, তাহার আপন চিনিতে কষ্ট হয় না।

পুত্রকন্যাগুলিকে নিয়ত সৎশিক্ষা দিবে। তাহাদের ভবিষ্যৎ যেন উজ্জ্বল হয়। তাহারা প্রাণান্তেও যেন সৎপথ হইতে স্খলিত না হয়।

পাড়ায় প্রত্যেকটী কিশোর ও কিশোরীর মনে সাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিতে যত্নবান্ হইবে। তামসিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে জঘন্য পাপে প্ররোচিত করে। রাজসিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা

মানুষকে স্বার্থের দাস করিতে চাহে। সাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সৎ মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছোট মানুষকে বড়, তুচ্ছ মানুষকে জগৎপূজ্য, সাধারণ মানুষকে অলোকসামান্য করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগতের মঙ্গলবৃদ্ধি করে, জীবে জীবে প্রেমের বন্ধন গড়িয়া তোলে। তোমরা নরকের অধম এই পৃথিবীকে ভূস্বর্গে পরিণত কর, ইহাই চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৩০শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৭৬

(১৩-৫-৬৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নূতন ও পুরাতন প্রত্যেক গুরুভাই গুরুবোন্‌কে প্রত্যহ অখণ্ড-সংহিতার হয় পঠনে নয় পাঠনে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দৈনিক উপাসনা নিয়মিত করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিবে। প্রত্যেককে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে প্রবুদ্ধ করিবে। ইহার ফলে আস্তে আস্তে ইহাদের

প্রত্যেকের চরিত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিবে, যাহা গৌরবজনক, গ্লানিনাশক, জগজনকল্যাণকারক, পারস্পরিক প্রীতির বর্দ্ধক ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ। সমগ্র জগতের স্বার্থান্ধ নরনারীদের বিষম ভ্রান্তি ও চারিত্রিক দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে আগে তোমাদের নিজেদের ঘরগুলির সংশোধন অত্যাবশ্যক।

দুর্ব্বিনীত যৌবন যে দুঃসাহসিক দুর্নীতির দুর্ব্বার আক্রমণ লইয়া সমাজের সর্ব্বস্তরে নানা অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক নানা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু প্রথম ও প্রধান কারণ যে নিজ নিজ গৃহ-পরিবেশে শুচিশুভ্র চারিত্রিক আদর্শের অন্তর্ধান, একথা তোমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতে হইবে। সসাগরা ধরিত্রীর সর্ব্বত্র তোমাদের শুদ্ধিবিধায়ক কল্যাণহস্তের বিস্তার সম্ভব নহে, একথা সত্য কিন্তু তোমাদের নিজ নিজ গৃহাভ্যন্তরে এ কাজটুকু তোমরা অনায়াসে করিতে পার। তোমাদের শহর দৈবক্রমে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতেছে। কিন্তু মানুষের মন যদি বন্য স্তরে থাকে, তবে এই বৈষয়িক উন্নতির কোনও মানেই হয় না। তোমরা প্রতি জনে তোমাদের নিজ নিজ মনকে ঊর্দ্ধতর স্তরে টানিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হও এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারস্থ ছেলেমেয়েদের মনকে চারিদিকের কলুষ-কালিমা হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কর। শাসনের রক্তচক্ষু এ

ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক হইবে না, স্নেহের ও প্রেমের আকর্ষণই যাহা করিতে পারিবার, করিবে।

নিজগৃহকে শুচিশুদ্ধ করিবার পরে দৃষ্টি দিবে চারিদিকে। সমগ্র গ্রামকে, সমগ্র শহরকে, সমগ্র প্রদেশকে শুচিস্নাত করা চাই।

বিশ্বাস রাখিও যে, তোমরা সকল অসাধ্যই সাধন করিতে সমর্থ। শুধু বিশ্বাস রাখিলেই হইবে না, তোমাদিগকে অসাধ্য-সাধন করিবার চেষ্টায়ও নামিতে হইবে। পূর্ব্বাহ্নে উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া নিবে যে, কি কার্য্যটী তোমাদের করিতে হইবে এবং কেমন করিয়া তাহা করিবে। তোমাদের- ক্ষুদ্রারম্ভ যাহাতে সর্ব্বজনের সহানুভূতি ও সহযোগ পাইয়া অচিরকাল-মধ্যে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লক্ষ্য-নিরূপণ ও পন্থা-নির্ব্বাচন করিবে। শুষ্ক বৃক্ষপত্রে একটী একটী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ লাগিলে তাহা দাবানলে পরিণত হইয়া মহারণ্য আলোকিত, আলোড়িত, বিদগ্ধ ও ভস্মীভূত করিতে পারে। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গটুকুর শক্তিকে ব্যাপক করিয়া তুলিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ পত্রের মধ্যে পারস্পরিক গাত্র-সংযোগ চাই, অনুকূল পবন-বেগ চাই, অন্তত প্রথম সময়টা আকাশের নির্মেঘতা ও মেঘের বর্ষণবিরতি চাই। ইহাকেই বলে লগ্ন দেখিয়া কাজ সুরু করা। সেই লগ্ন পঞ্জিকায় লেখা থাকিবে না, লেখা থাকিবে চতুষ্পার্শ্বের পরিস্থিতির প্রাচীরে।

তোমাদিগকে রাজনীতি হইতে বিরত থাকিতে আমি নির্দ্দেশ দিয়াছি। মানুষের মনের গহনটুকুকে সর্পশ্বাপদহীন নিরাপদ করিবার প্রয়োজনে তোমরা নিরন্তর সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, ঈশ্বর-প্রেম প্রচার করিয়া যাইতে থাকিবে, বংশানুক্রমিক চর্চ্চায় অধঃপতিত মানবসমাজের মধ্যে অভ্যুন্নত নবমানবের আবির্ভাবের ভূমিকাই কেবল রচনা করিতে থাকিবে। বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, রাষ্ট্রবিনাশ, নব-রাষ্ট্র-সৃষ্টি প্রভৃতি কত বিচিত্র দৃশ্য তোমাদিগকে অপেক্ষমান দৃষ্টিতে দেখিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম বাঁচিবার ধর্ম্ম। মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যখন যাহার প্রয়োজন, ধর্ম্মোপেত-ভাবে তখন তদুপায়ের প্রকৃষ্ট ব্যবহারও করিতে হইবে। ধর্ম্মপথে ছাড়া আমরা চলিব না বলিয়াই তোমাদিগকে বারংবার সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, সৎলোকের দ্বারাই তোমরা অখণ্ডের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইবে, পাপে কুণ্ঠাহীন, ষড়যন্ত্রপ্রিয়, কুটিল-চরিত্র, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ও ক্ষমতালোভাতুর অসৎ লোকগুলিকে তোমরা দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে দিও না। অসৎ লোকেরা আসিয়া দলপুষ্টি করিতে থাকিলে তাহাদের অসৎ স্বভাব নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া সংঘের চরিত্র-চ্যুতি, মর্য্যাদানাশ ও শক্তিহানি ঘটাইবে।

এমন অনেকে আছে, যাহারা দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ী। তাহাদের মধ্যে এমনও অনেক আছে, যাহারা আমাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবে কি না, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট

সন্দেহশীল। এমন লোকদিগকেও আমি, অসৎলোকের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছি। কারণ, এই সমস্ত লোক হুজুগে পড়িয়া বা হঠাৎ একটা খেয়ালে দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া দীক্ষাগ্রহণের কয়েক ঘণ্টা পর হইতেই এমন আচরণ করিতে থাকে, যাহার অনুকরণে অন্য সৎশিষ্যদের মধ্যে নিষ্ঠাহানি ও সাধনে দুর্ব্বলতা আদি দোষের সঞ্চার ঘটিতে পারে। যে আসিবে, তাহাকেই দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে না দিয়া, তাহারা প্রত্যেকে নিজেদের মন বুঝিয়া তবে দীক্ষা নিতে আসিল কি না, এই বিষয়ে বিচার করিবার প্রচুর সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। নতুবা নবদীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা সংঘের একমুখীনতা ঐক্যভাব, সংহতি, নিষ্ঠা, বেগবত্তা এবং কর্ম্মশক্তি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। কূটতর্ক এবং অনুচিত কৌতূহলের প্রতি প্রশ্রয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রায়ই কোনও প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের শক্তিবৃদ্ধি করে না। ইহারা তৈরী সংঘকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করে, অনুকূল কর্ম্মক্ষেত্র কণ্টকরোপণে প্রতিকূল করিয়া দেয়। সরলচিত্ত, সহজ বিশ্বাসী, অদোষদর্শী, স্নিগ্ধস্বভাব, সহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরাই সহজে সাধন-মার্গে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং ইহাদের ত্যাগ, শ্রম, দান ও চরিত্রবলের উপরে অভ্রভেদী জনকল্যাণসঙ্ঘ সমূহ গড়িয়া উঠে এবং বাড়িয়া চলে।

সৎলোকের জগতে অভাব নাই। শুধু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সৎলোক খুঁজিবার অধ্যবসায়ে নামিলে দেখিতে পাইবে

যে, কত সাময়িক অসৎলোক চিরতরে সৎলোকে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। প্রকৃত সৎলোককে জানিবে পরশমণি। তাঁহাদের খোঁজে বাহির হইলে অন্বেষণকারীর ভিতরেও আস্তে আস্তে অনেক দুর্ল্লভ সদ্‌গুণের বিকাশ সুরু হইয়া যায়। ইহার ফলে সংশোধনীয় অসৎ লোকেরাও আস্তে আস্তে সৎ হইয়া যায়।

সৎলোক কে? যে পরের অনিষ্ট চাহে না, পরের অনিষ্ট করে না, যে পরানিষ্টকারীকে প্রশংসা, প্রশ্রয় বা সহযোগ দেয় না। সৎলোক কে? যে পরনিন্দা করে না, পরনিন্দা শোনে না, পরের কুৎসায় বিশ্বাস আরোপ করে না, পরকে হেয় দেখিতে চাহে না। সৎলোক কে? যে মিথ্যা হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে এবং অন্যকে মিথ্যা বর্জ্জনে সহায়তা করে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৩০শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৭৬

(১৩-৫-৬৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—অনুক্ষণ আমার আশীর্ব্বাদের স্পর্শ অনুভব

করিবার চেষ্টা করিও। ছোটদের মধ্যে ছুটিয়া যাও যাহারা বয়সে ছোট, জ্ঞানে ছোট, জাতে ছোট, বংশে ছোট, অবস্থায় ছোট। হৃৎপিণ্ডের রক্ত অঞ্জলি ভরিয়া দিয়া আমরা তাহাদের ভিতরে মহত্ত্বের, শ্রেষ্ঠত্বের, আভিজাত্যের, কৌলিন্যের ও সম্ভ্রমের সঞ্চার করিব।

নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রতিটি সাঁওতালের গৃহে যাও, প্রত্যেককে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, তাহাদের প্রকৃত অভ্যুদয় কোন্ পথে। তাহাদের প্রতিজনকে প্রাণের সমীপস্থ কর। ভালবাসা দিয়া প্রবল বিক্রমে তাহাদিগকে আকর্ষণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৩০শে বৈশাখ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—সর্ব্বশক্তি দিয়া পরমত্রাতা, পরমস্রষ্টা পরমেশ্বরকে ভালবাস, আর ভালবাস তাঁহার সৃষ্ট এই পৃথিবীকে, এই পৃথিবীর মানুষকে, জীবকে, প্রতিটি অণু- পরমাণুকে। ভালবাসার সাধনাই তোমাদের জীবনে দিগ্বিজয় সাধন করুক।

ছোটদের ছোট ভাবিও না। উহাদিগকে বড় হইতে সাহায্য করিতে হইবে। ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল বা ভিল, কাহাকেও আর অনার্য্য বা শূদ্র থাকিতে দেওয়া হইবে না, উহাদিগকে গুণে, জ্ঞানে, চরিত্রে ও সংযমে ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৩০শে বৈশাখ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা তোমাদের ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা ধরণীকে স্বর্গ কর। এই শ্লাঘ্য কাজ কেহ কদাচ চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে না। যশোলিপ্সাহীন আত্মদানই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ এবং মহদুদ্দেশ্যের পানে তাকাইয়া ক্লেশবরণই তপস্যা।

সাহসীরাই আমার স্নেহ পায়, কাপুরুষেরা নহে। ভয়রহিত হইয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাও। কি তোমার কর্ত্তব্য, কি তোমার অকর্ত্তব্য, ইহার নির্দ্ধারণে যুগ-যুগান্ত কাটাইয়া দিও না। এই ব্যাপারে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

চতুর্দ্দিকের একটী অবধি প্রাণীর হাতে কাজ তুলিয়া দাও। প্রতিজনকে কাজে লাগাও। পিপীলিকার শ্রেণী দিয়া সিংহ-গণ্ডার শিকার কর। গণ-সংযোগ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে। গণ-সংযোগ ঘটিলেই প্রাণ-সংযোগ হইবে।

সকলকে সকলের সহিত মিলাইবার চেষ্টায় নামো, সকলের শক্তি সকলের দুঃখবিমোচনে নিয়োজিত কর। সকলকে সকলের সহিত যুক্ত কর, সকলকে সকলের জন্য ভাবিতে শিখাও। সকলের জীবনে সর্ব্বজনীনতা আসুক, সামগ্রিকতা আসুক, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটুক।

কেবল নিজেকে লইয়া বিব্রত রহিলে কে কবে শান্তি লাভ করিতে পারে? বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য যাহারা জীবনধারণ করে, শান্তির মধুস্বাদ একমাত্র তাহারাই পায়। তোমরা তোমাদের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ আয়তনের ইচ্ছা করিলে নিখিল বিশ্বের জন্য দিগঙ্গন সৃষ্টি করিতে পার।

অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতা সংঘানুবর্ত্তীদের প্রাণশক্তি অপহরণ করে। অত্যধিক আত্মাহঙ্কার সঙ্ঘানুবর্ত্তীদের মেরু-মজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া দেয়। অত্যধিক প্রতিষ্ঠালিপ্সা সঙ্ঘের ভিতরে দুর্ব্বলতার বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৭৬
(১৭-৫-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—অনুক্ষণ তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা মানুষ নামের যোগ্য হও, মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম হও, দেবতাদেরও বন্দনীয়, অর্চ্চনীয়, পূজনীয় হও। একটী জীবনের মধ্য দিয়া কোটি জন্ম-জন্মান্তরের সুদুর্ল্লভ সার্থকতা আহরণ করিয়া ধন্য হও, পুণ্য হও, শ্লাঘ্য হও।

শুধু এই একটী কামনা নিয়াই দেশ হইতে দেশ পর্য্যটন করি, সময় নাই অসময় নাই—সাধ্যাতীত শ্রম করি, হাসিমুখে জনতার অত্যাচার সহ্য করি, আহার-নিদ্রার অবকাশহীন কর্ম্মতালিকাগুলি পরম বিশ্বস্ততার সহিত অনুসরণ করিয়া চলি। প্রত্যাশা করি, দেখিব তোমরা মনে সুস্থ, আকাঙ্ক্ষায় অপঙ্কিল, প্রয়াসে অবিচল, ঐক্যে অতুলন, ব্রতে নিষ্ঠাশীল ও সুদৃঢ়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদি দেখিতে পাই শৃঙ্খলাহীনতা, আত্মকলহ, পরস্পরের মধ্যে দোষদর্শনের প্রতিযোগিতা, প্রকৃত কাজের চেয়ে হুজুগের প্রতি অধিকতর স্পৃহাশীলতা এবং কাচকে হীরা, পিতলকে সোনা বলিয়া, সারা বৎসরের অকর্ম্মন্য অপদার্থকে হঠাৎ একদিনে কর্ম্মবীরের সেরা বলিয়া পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগানুসন্ধান, তবে কি অন্তরে ক্ষোভ ও ব্যথা অনুভব করিব না?

কি তোমাদের প্রকৃত কাজ, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া লও। তারপরে একমাত্র তাহাতেই সর্ব্বশক্তির সংযোগ ঘটাও। হঠাৎ-বিস্ফোরণে সেতু বা কারখানা উড়াইয়া দেওয়ার নাম সৃষ্টি নহে। সৃষ্টির কাজে শৃঙ্খলা থাকে, ধারাবাহিক উদ্যম থাকে, পৌর্ব্বাপৌর্ব্ব-বিবেচনা থাকে, স্তরের পর স্তর সাজাইয়া প্রতিটি চিন্তা, বাক্য ও শ্রমোদ্যোগকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা থাকে আর থাকে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, তৃপ্তি ও আনন্দ। তোমরা স্রষ্টা হও, বৃথা-হুজুগে প্রমত্ত হইও না।

রাজনৈতিক মতামতের দ্বন্দ্ব ও দল বা পার্টিকে বাঁচাইবার বা বাড়াইবার জন্য ভিন্নতর মতের মতীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার উদ্ধত মাতামাতি 'সৃষ্টির' স্বভাব নহে। সৃষ্টি বিদ্বেষ-নিরপেক্ষ, সৃষ্টি নীচতাকে প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত, সৃষ্টি সত্য এবং সুন্দরের উপাসিকা, সৃষ্টি বাস্তবধর্ম্মী হইলেও কাব্য তাহার প্রতি অঙ্গে প্রতি প্রত্যঙ্গে ওতপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত। দ্বন্দ্বহীন ভাবুকতার বাস্তব রূপায়ণের নাম সৃষ্টি। এই সৃষ্টিই যুগে যুগে হয় অভিনন্দিত, ইহা জীবজীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত। কে চাহে, পুত্র তাহার কীচক বা রাবণ হউক, কে চাহে, কন্যা তাহার শূর্পণখা বা পূতনা হউক? রম্যাতিরম্য, ধন্যাতিধন্য হইয়া ভাবের বিগ্রহ বাস্তবে রূপ লউক,—তাহারই ত' নাম সৃষ্টি।

তোমরা স্রষ্টা হও, ইহাই আমি চাহি। তাই আমি

তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বারংবার বলি। তাই আমি আত্মিক শুদ্ধতার দিকে তোমাদের দৃষ্টি এত ভাবে আকর্ষণ করি। তাই আমি তোমাদের প্রকাশ্য ও গূঢ় জীবনে শুচিতার, পবিত্রতার সত্যশীলতার প্রতিষ্ঠাকে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

এখনি পুনঃ ভ্রমণে বাহির হইবার ইচ্ছা ছিল। কতক স্থানে সম্ভাব্য ভ্রমণস্থানগুলির তালিকাও পাঠাইয়া দিয়াছি। কিন্তু সাধনার হঠাৎ পীড়া সকলকেই শঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। পুপুন্‌কীর কাজ কয়েকটী অপোগণ্ড শিশুর ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া কলিকাতায় সাধনাকে দেখিতে আসিয়া আর এক ভুল করিলাম। হঠাৎ ধরা পড়িল যে, আমার রক্তের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজন্ম একদিনের জন্যও আমার রক্তের চাপ কদাচ বাড়িতে দেখা যায় নাই, যদিও চাপ-পরীক্ষা সর্ব্বদাই করা হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের বিগত তিন মাসের ভ্রমণ-ক্লেশ হঠাৎ আমার ও সাধনার দুই জনেরই স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে। আমাদের সাবধান হইতে হইবে। কিন্তু তোমরা কি বিষয়টার গুরুত্ব বুঝিয়াছ? তোমরা ত' এখনো খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর সরল বিশ্বাসেই ডুবিয়া আছ যে, দেশ জাতি বা জগৎকে উদ্ধার করিতে হইলে ঋষি-মহর্ষিরাই যোগবলে কিছু করিয়া দিবেন বা জীবনোৎসর্গ করিতে হয়ত তাঁহারাই করিবেন, তোমরা তাহার

সুফলটুকু আহরণের জন্যই রহিয়াছ, তোমাদের নিজেদের কোনও ত্যাগের বা তপস্যার প্রয়োজন নাই।

এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহি। একজন যীশু বা একজন দধীচি মরিলেন, আর তোমাদের কিছু করিতে হইবে না। এই ফাঁকিবাজি-বুদ্ধির অবসান চাই। তোমাদের প্রত্যেককে জীবনোৎসর্গের ব্রত নিতে হইবে এবং একাকী নহে, ব্রহ্মাণ্ডের সকলে মিলিয়া, ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমযোগে সমপ্রাণে সমযত্নে সমকালে জীবনাহুতির পুণ্যমন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—নিজেকে দামী বলিয়া মনে করা হইতেই যাবতীয় দম্ভপূর্ণ ব্যবহারের উৎপত্তি। কিন্তু অবিবেকী মানুষ কখনো দামী হইতে পারে না। সুবিনীত মন লইয়া প্রতিজনে আত্মগঠন কর। সামান্য সামান্য জনসেবা দিয়াই নিজেদিগকে দিক্‌পাল পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করার মতন ভ্রম আর কি আছে? এমন লোকেরা অন্যের উপহাসেরই সামগ্রী হইয়া থাকে।

দুই দিন একটুখানি জীবকল্যাণ কর্ম্ম করিয়া নিজেকে কেহ কেহ এত মহৎ মনে করিতেছে যে, গুরুর আদেশকে পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে অমান্য করিতেছে বা লঘু ভাবে দেখিতেছে। এরূপ যেখানে যেখানে ঘটিতেছে, জানিও, ধর্ম্মসঙ্ঘের সেখানে অপমৃত্যুই হইয়া গিয়াছে। এরূপ ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পরেও যাহারা কাজ করিবার অভিনয়টুকু চালাইতেছে, তাহারা প্রেতেরই নৃত্য করিতেছে। ইষ্টনামের হুঙ্কারে এই সকল প্রেতপুরুষের আত্মার মুক্তি-বিধান করাই তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কাজ করিলে তাহার ফল পাওয়া যায়। কুকাজ করিলে তাহার ফল কু-ই হইবে। সুকাজ করিলে তাহার ফল হইবে সু। স্বার্থপ্রসূত মনোমালিন্য লইয়া কাজ করিলে, তাহার ফল কুরুক্ষেত্র। কাম-প্রসূত কর্ম্ম করিলে তাহার ফল স্বর্ণলঙ্কার ভস্মে পরিণত হওয়া। কাজ কর কিন্তু অপকার্য্য করিও না।

কাজ করিয়া যাও। কাজ করিলেই ফল। না করিলে কোনও ফল নাই। নৈষ্কর্ম্ম্য বন্ধ্যা বস্তু। নানা স্থানে কাজ করিতে গিয়া বিফলও হইয়াছ। কেন বিফল হইয়াছ, তাহার কারণানুসন্ধান কর। কারণকে খুঁজিয়া পাইলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান হইতে পারিবে, পুর্ব্বাহ্নেই ভাবী বহু অসাফল্য-সম্ভাবনার মূলোৎপাটন করিতে পারিবে।

স্বার্থহীন হইয়া কাজ করিতে চেষ্টা কর। স্বার্থহীন না হইলে কাজ পঙ্গু হয়।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

আমার অফুরন্ত স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ নিরন্তর গ্রহণ করিও। বিশ্বাস করিও, আমি ক্ষণকালের জন্যও তোমাদিগকে ফেলিয়া দূরে সরিয়া যাই না । ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকলে এক সঙ্গে নানা স্থানে একই কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত করিতে আগ্রহী হইবার ভিতরে পুণ্য আছে। সেই পুণ্য হইতে কেহ নিজেদিগকে বঞ্চিত রাখিও না। তোমরা যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসে প্রেমময় হরিওঁ কীর্ত্তন প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহাতে আমি গৌরব বোধ করিতেছি। বিগত নবদ্বীপ-ধামের হরিওঁ নামসঙ্কীর্ত্তনে যে এত স্থানের এত নরনারী ব্যাকুল প্রাণ লইয়া মিলিত হইয়াছিলে, তাহাতে আমি অন্তরের বিপুল আনন্দের আস্বাদন পাইয়াছি। মিলনেই আনন্দ, বিচ্ছেদে বিষাদ। সবাই যেখানে মিলিতেছে, তুমি যদি সেখান হইতে দূরে থাক, দেখিও, তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে

অন্তরের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিবে। সেই জ্বালা মুখের ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিজেকে নানা বিসদৃশ আচরণে লিপ্ত করিয়া নিজের নিকটে নিজে আরও লজ্জা-ভাজন হইবে। নিজের কাছে নিজে ছোট হওয়ার মত ভুল আর কিছু নাই, জানিও। সুবিমল প্রেমে অবিচল নিষ্ঠায় অবিরল ব্যক্তিবুদ্ধিবিসর্জ্জনের চেষ্টার মধ্য দিয়া সামাজিক, ধার্ম্মিক, রাজনৈতিক বা অন্য যে-কোনও সামূহিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও না কেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল নিখাদ আত্মপ্রসাদ এবং পরোক্ষ ফল ঐক্যের বৃদ্ধি, সংঘবলের বৃদ্ধি, সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার বৃদ্ধি, সর্ব্বালিঙ্গনকারিণী মহাশক্তির প্রসার।

একটী মাত্র কুণ্ঠাহীন প্রাণ—শ্রীমান্ যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত—পশ্চিমবঙ্গের তিন চারিটী জেলাকে আবরিয়া ধরিয়াছে এবং পণ করিয়াছে যে সে সকলগুলি স্থানের প্রত্যেকটী মণ্ডলীকে বারংবার একই অধ্যবসায়ে মিলিত করিবে। নানা সম্ভাব্য সৎকর্ম্মতালিকার মধ্য হইতে সে স্থানে স্থানে গিয়া বিরাট আকারে নগরসঙ্কীর্ত্তন করিয়া আসাকেই বাছিয়া নিয়াছে। এই কার্য্যে চূড়ান্ত সাফল্য লাভের পরে সে হয়ত অন্যতর কাজও ধরিতে চাহিবে। যথা, একই দিনে নানা অঞ্চলের কর্ম্মীরা ও কর্ম্মিণীরা একই গ্রামে বা সহরে আসিয়া ঘরে ঘরে গিয়া যুগপৎ অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিল বা সুনির্ব্বাচিত স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত সমূহ গাহিয়া শুনাইল। নীরব

নিঃস্পন্দ নিদ্রিত একটী সহর এভাবে সহস্র কণ্ঠের কল-কাকলীতে একদিন হঠাৎ জাগিয়া উঠিল এবং জীবনের প্রথম অরুণোদয়ের স্পর্শসুখ লাভ করিয়া পুণ্যপ্রাণ ও পুলকিত-তনু হইল। কিন্তু বর্ত্তমানে সে নগরসঙ্কীর্ত্তনটীই বাছিয়া লইয়াছে। ইহাও কম কঠিন কাজ নহে। এক এক কীর্ত্তনাভিযানে দুই শত হইতে সাড়ে সাতশত কীর্ত্তনদক্ষ নরনারীর যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হয়। রেলে নিশ্চয়ই পয়সা লাগে। কে দেয়? কেহ দেয় না, ইহারাই ঘরের খরচ কমাইয়া তাহা হইতে পাথেয় বাহির করিয়া লয়। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই ছা-পোষা গরীব লোক, ধনবানের সংখ্যা ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প। কোথাও গেলে, একটা রাত্রি মাথা গুঁজিবার মতন একটা স্থান প্রয়োজন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর কণ্ঠবানেরা যায় বলিয়া দুই দুইটা আলাদা স্থানের আবশ্যকতা হয়। স্থানীয় পরিচিত সতীর্থেরা এই ব্যবস্থাটুকু করিবে, ইহা প্রত্যাশা করা অন্যায় নহে কিন্তু কোনও কোনও স্থানে স্থানীয় পরিচিত ব্যক্তিরা নানা কারণে উদাসীন থাকে। অথচ ইহারা খ্যাতিমান্ গুরুভ্রাতা বলিয়া কীর্ত্তনকারীরা ইহাদের দিকে মনে মনে প্রত্যাশার নেত্রে তাকায়। ইহারা অবস্থানের জন্য অযোগ্য স্থান নির্দ্ধারিত করিলে অভিযাত্রীদের নানা প্রকারের ক্লেশ ও অসুবিধা হয়। যেমন, শীতের বা বর্ষার রাত্রিতে দরজা-জানালার আবরণহীন স্যাঁতসেতে ঘরের মেঝে নির্ব্বাচন, যাহা কেহ একবার ঝাড়ু

দিয়াও হয়ত পরিষ্কার করিয়া রাখে নাই। অথবা প্রখর গ্রীষ্মের দিনে দরজা-জানালা-বিহীন গুদাম-ঘর বাছিয়া রাখা, যেখানে কেহ একখানা হাত-পাখাও আনিয়া রাখে নাই। থাকিবার পক্ষে এগুলি অযোগ্য স্থান। কিন্তু নানা অঞ্চল হইতে যাহারা নামকীর্ত্তন করিতে দূরদেশে আসে, তাহারা খাট-পালঙ্কের ভরসা করিয়া আসে না বা ভূরি-ভোজনেরও প্রত্যাশা করে না। প্রয়োজন হইলে তাহারা রেলষ্টেশানের শান-বাঁধানো প্লাটফরমেই চমৎকার শয্যাশ্রয় রচনা করিয়া লয়।

আহারের চিন্তাটাও আছে। যে গ্রামে বা সহরে কীর্ত্তনাভিযানটী হইবে, সেখানে এত লোককে খাওয়াইবে কে? বিংশাধিক বর্ষের স্বদেশী শাসন মানুষকে অন্নহীন কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়াছে, অতিথি আসিবে শুনিলে কাহার না শিরে বজ্রাঘাত হয়? এমতাবস্থায়ও দুই চারিটী স্থলে যে কীর্ত্তনাভিযাত্রীদের জন্য সময়-মত গরম গরম দুমুঠা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা স্থানীয় তৎপরতা ও প্রাণবত্তার এক সুপ্রশংসনীয় পরিচয়। কিন্তু অভিযাত্রীরা তার জন্য ব্যস্ত নহে। যেখানে প্রয়োজন হইতেছে, ঘর হইতেই কোঁচড়ে চাল-ডাল বাঁধিয়া ইহারা রওনা হইতেছে। কোনও কোনও স্থানে ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রের সন্নিহিত কোনও একটা স্থানে নিজেদের ব্যয়ে আহারীয়-ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। ইহারা কাহারও উদ্বেগ সৃষ্টি করিতে চাহে না কিন্তু সর্ব্বস্থানে গিয়া হরিওঁ-মহানাম

শুনাইতে চাহে, মানুষের কাণে ও প্রাণে স্বর্গের সুধা ঢালিতে চাহে। ইহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থস্পর্শহীন বলিয়াই ইহারা একেবারে অপরিচিত ও নিঃসম্পর্কিত অনেক মহিলা ও সজ্জনের কাছ হইতে প্রত্যাশাতীত সহায়তা পাইয়া কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। এই কৃতজ্ঞতা কত পবিত্র, এই কৃতজ্ঞতা কত সুন্দর! কৃতজ্ঞতা মানুষকে নিখুঁত করে, স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত করে। মানুষের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির কয়েকটী ভাল ভাল উপকরণ আছে, যথা, সংযম, ত্যাগবুদ্ধি, দানশীলতা, নিষ্কাম প্রীতি, মমত্ব-বোধ ও কৃতজ্ঞতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রাণপণে চেষ্টা কর, প্রতিজনে যেন সাধনশীল হয়। ভগবানের নামে মনকে লগ্ন করিবার চেষ্টায় যে সফল হইবে, তার চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন আপনা-আপনি হইয়া যাইবে। তোমরা সমাজের দুষ্টক্ষতে বহিরঙ্গে প্রলেপ দেওয়ার চাইতে

হৃৎপিণ্ডের রক্তপুঞ্জকে সংশোধিত করিবার চেষ্টায় মন দাও। প্রত্যেকে সাধন করুক। সাধন করুক একাকী, সাধন করুক সস্ত্রীক, সাধন করুক সতীর্থদের লইয়া। যখন যে ভাবে সাধন সঙ্গত ও বিহিত, তখন সেই ভাবেই সাধন করুক কিন্তু করুক, বসিয়া বসিয়া কালক্ষয় না করিয়া। সাধনে রুচি নাই বলিয়াই ত' অবিরাম কথা কহিতে তোমাদের অত আগ্রহ। সাধনে রুচি নাই বলিয়াই ত' সামান্য কারণে তোমাদের সংযম টুটিয়া যায়! সাধনে রুচি নাই বলিয়াই ত' ব্রহ্মচর্য্যে অটল হইতে পারিতেছ না এবং একটা কাজে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তোমাদের হইতেছে না। সাধন-কর্ম্ম চালাইয়া যাইবার অবিরাম চেষ্টা হইতে সাধনে-রুচি জন্মে এবং বাড়ে। সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নামে মনকে জোর করিয়া লাগাইতে হয়, রাগ-দ্বেষরূপ বলীবর্দ্দ-দ্বয়কে শক্ত করিয়া জোয়ালে বাঁধিয়া দৃঢ় হস্তে লাঙ্গল ধরিতে হয়, পরম পরিপন্থী পরিস্থিতিকেও কেবল অনুশীলনের প্রতাপে অনুকূল করিয়া নিতে হয়।

বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী, জ্ঞানী-অজ্ঞান, সবল-দুর্ব্বল, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে সাধনানুরাগী করিতে হইবে। সাধনে অনুরাগ আসিলে প্রেম আসে, প্রেম আসিলে হিমাচল মাথা নত করে, সাগর শুষ্ক হইয়া চলিবার পথ খুলিয়া দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্ষেতের নূতন ধানের গুচ্ছ কাটিয়া তুলিয়াই গোলাজাত করিতে নাই। তাহাকে খামারে খড় হইতে পৃথক্ করিতে হয়, রৌদ্রে দিতে হয়, ঝাড়িতে হয়, বাছিতে হয়। কীটদষ্ট হইয়া তাহা সহজে নষ্ট না হইয়া যায়, তাহার জন্য যত্ন নিতে হয়। হাজার হাজার লোক তোমাদের সহরে আসিয়া নূতন দীক্ষা নিয়া গিয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের মনের ভিতরে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর প্রবাহ বহাইয়া বন্যা আনিয়া অতীতের সঞ্চিত কুসংস্কারের ন্যক্কার-জনক আবর্জ্জনা দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। তোমরা এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে তৎপর হও।

অখণ্ড-সেবাদলের শিক্ষণ-শিবিরে পূর্ব্ব পূর্ব্ববার যাহা করিয়াছ, মনে হয়, ইহাদের আমূল রূপান্তরের পক্ষে মাত্র ঐটুকুই যথেষ্ট নয়। স্বরূপানন্দ-সন্তান যে প্রাণান্তেও অসদাচারী, অসঙ্গত আচরণকারী, আপত্তিজনক ব্যবহারের সমর্থক হইতে পারে না, এই সুদৃঢ় নিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এজন্য তোমাদের সর্ব্বাধিক শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। পুরুষ ও নারী কর্ম্মীদের একত্র কর্ম্মানুশীলনের ফলে কোনও সমস্যাসঙ্কুল অবাঞ্ছনীয় অবস্থার উদ্ভব না হইতে

পারে, তাহার দিকে তোমাদের প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তোমাদিগকে চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপ-প্রয়োগের দ্বারা তোমরা সংঘের শক্তি-হ্রাস ও সম্ভ্রম-নাশ না কর, এইজন্য সতর্ক হইতে হইবে।

কঠোর শৃঙ্খলা ও কষ্টকর নিয়মের শাসন মানিবার মত লোক যদি বেশী না পাও, তবে তোমরা কম কর্ম্মী দিয়াই কাজ চালাইতে চেষ্টা পাইও, তামসিক মনোভাবাপন্ন অক্ষৌহিণী উচ্ছৃঙ্খল যুবককে কাজে পাইবার তোমাদের প্রয়োজন নাই। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
২রা আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৭৬
(১৭-৬-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। পাকিস্থানের স্কুলের পড়া পড়িতে পড়িতে নমাজের সময় আসিলে মুসলমান ছাত্ররা সকলেই শিক্ষকদের সহিত নমাজ পড়িতে চলিয়া যান, ইহা বড়ই সুন্দর কথা। সেকিউলারিজমের প্রেতাত্মা ইঁহাদের স্কন্ধে চাপে

নাই বলিয়া ভাগ্যবান্ ইঁহারা পড়িতে পড়িতেও প্রার্থনার সময়টায় প্রার্থনা-কার্য্যে রত হন। ঐ সকল বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রেরা তখন কি করে? হয় তাস পিটে, নয় গল্প করে, নয় কমন-রুমে টেবিলে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমায়। অসহযোগ এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ে দেখিয়াছি, বক্তৃতার মাঝখানে মুসলমান বক্তা সভা ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া ময়দানে নমাজ পড়িতে সুরু করিলেন আর মুসলমান শ্রোতারা তাঁহার পিছনে গিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে এই সামূহিক উপাসনাটী নিঃশব্দে সারিয়া আসিলেন। হিন্দু শ্রোতারা সভাস্থলে বসিয়া করিতে লাগিলেন শুধু গল্প-গুজব। হিন্দু বক্তা মঞ্চে বসিয়া একবার এদিকে আর একবার ঐ দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও একবার ক্ষণকালের জন্য মনে হইল না যে, ওক্ত হইয়া থাকুক বা না থাকুক, তাঁহারাও নিজ নিজ স্থানে বসিয়া নিজ নিজ ইষ্টনাম এই বিশ পঁচিশ মিনিট কাল করিয়া লইতে পারেন এবং এই সময়টুকু ভগবন্নাম স্মরণ-মনন করিলে জীবনের এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশটুকুও মহতী সার্থকতায় সুমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। ঐ আন্দোলনের সময়ে শত শত বক্তাকে সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি কিন্তু একজন হিন্দু বক্তাকেও কখনো বলিতে শুনি নাই যে, আসুন হিন্দু ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, আমাদের শ্রদ্ধাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে মুসলমানদের এই নমাজ-নিষ্ঠা,

ইঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, ঈশ্বরের আনুগত্য এক সুমহৎ কুশল, এক পরমমহৎ ভাগ্য, আসুন আমরাও এই সময়টুককে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ঈশ্বরের নীরব নাম-জপে ধন্য করিয়া তুলি। হিন্দুগণের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বকথার বুক্‌নি যত বেশী ঝরে, ঈশ্বরীয় সাধনের অনুশীলনে তাহাদের রুচি ও রতি তত কম।

ইহার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অনুসন্ধেয় কিন্তু কারণ যতই দুর্জ্ঞেয় হউক, ইহার আশু প্রতীকার এখনি করণীয়। দেরী করিলে চলিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২রা আষাঢ়, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে দিও।

তোমার পত্রের প্রতিটি অক্ষরে মধুক্ষরণ হইতেছে। এরূপ অকপট ভক্তি ও গভীর ভালবাসা বিশ্বজয় করিতে পারে। কিন্তু বাবা, তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহা পূরণ আমার পক্ষে অসাধ্য। আমার পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী এই

চারিজনের প্রতিচিত্র পূজা করিবার অনুমতি তুমি চাহিয়াছ। তোমার যুক্তি,—"যে মূল উৎস হইতে আজ বিরাট শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া নূতন পৃথিবী সৃষ্টির মানসে মহাসিন্ধুর মত বিরাট তরঙ্গ-রাজি লইয়া সারা বিশ্ব আলোড়ন করিতেছেন, যে রত্নাকর হইতে এহেন অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া আজ বিশ্ব-মানব মুক্তির পথে ধাবিত, তার মূল উৎসের স্মরণ, মনন, পূজন না করা আমার পক্ষে অতৃপ্তিদায়ক মনে হইতেছে।" তোমার পত্রে আমার পিতা, মাতা, পিতামহ ও পিতামহীর সম্পর্কে যে গভীর ভক্তিশ্রদ্ধার প্রমাণ মিলিতেছে, তাহাতে আমি সত্যই মুগ্ধ এবং অভিভূত। ইঁহারা সত্যই পূজ্য, সত্যই প্রণম্য, সত্যই বন্দনীয়, সত্যই স্মরণীয়। আমি নিজেকে অতি সামান্য একটী মানুষ বলিয়া মনে করি কিন্তু আমি যে অত সামান্য, এই মূল্যবান্ বোধটুকু হয়ত কদাচ আমার জন্মিত না, যদি পুরুষানুক্রমে এই দুই মহাপুরুষের এবং এই দুই মহামানবীর জীবনের অনুশীলন-সূত্রে অনেকগুলি সাত্ত্বিক অনুভূতি আমাতে সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত না হইত। পুরুষানুক্রমিক সাধনার প্রত্যক্ষ মহত্ত্বে আমার যে জ্বলন্ত বিশ্বাস সহজাত সংস্কারের ন্যায় আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার আদি কারণ স্বরূপে ইঁহাদের জীবনের তপস্যাকেই শাদা চোখে দেখিতে পাই। তোমরা ইঁহাদের পুণ্যকথা, আমার জন্ম-দিবসে শুনিতে চাহ,

শুনিও, বলিতে চাহ, বলিও, শুনাইতে চাহ শুনাইও, বলাইতে চাহ বলাইও, কিন্তু ইঁহাদের প্রতিকৃতির পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া এদেশের আরাধ্যবর্গের তালিকাকে দীর্ঘতর করিও না। আমি নিজেও তোমাদের পূজা পাইবার অভিলাষী নহি। তোমাদের সমগ্র পূজাবুদ্ধি ও অর্চ্চনাপ্রবৃত্তি একটী স্থানে আসিয়া নিবদ্ধ হউক, যাহাতে সমগ্র বিশ্বকে নির্ব্বিচারে আপন ভাই আপন বোন্ রূপে পাইতে তোমাদের বাধা না হয়। আমাকে পূজা করিলে কি আমি খুশী হইব? আমাকে অবতার বলিলে কি আমি আহ্লাদিত হইব? আমাকে যদি তোমার চিরসাথী রাখিতে পার, তাতেই আমি সুখী। তোমাতে আমাতে যদি অচ্ছেদ্য, অভিন্ন আপনত্ব স্থাপিত হয়, তবেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।

আমার পিতা, আমার মাতা, আমার পিতামহ, আমার পিতামহী—ইঁহাদের চরণে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রহিয়াছি। ইঁহাদের নিকটে আমার ঋণের কোনও অন্ত-অবধি নাই। ইঁহাদের প্রত্যেকের কথা স্মরণে আমার হৃদয় আনন্দে, গৌরববোধে, সম্ভ্রমে, বিনম্রতায় এবং কৃতকৃত্যতায় উথলিয়া ওঠে। ইঁহাদের জীবনে তপস্যা তাহার নিজ মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া না তুলিলে নিজেকে আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা পাইতাম না, হয়ত অতীব শোচনীয় এক দুঃখদ অস্তিত্বের জন্য আমাকে নয়নাশ্রুতে বুক ভাসাইতে হইত। অনুতাপ-

সম্ভাবনা-বর্জ্জিত নিষ্কলঙ্ক এক শুদ্ধ জীবন-ধারা আমার প্রতি ইঁহাদের মহার্ঘ্য দান।

জয় হউক পিতৃদেবতা সতীশচন্দ্রের,
জয় হউক মাতৃদেবতা মমতাময়ীর,
জয় হউক পিতামহ-দেবতা হরিহরের,
জয় হউক পিতামহী-দেবতা গঙ্গামণির।

তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। তাঁহারা আমার শুধু প্রণম্য বা পূজ্যই নহেন, তাঁহারা আমার পরম আরাধনার আদরণীয় সামগ্রী। তথাপি তাঁহাদের পূজা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় আমি সম্মতি প্রদান করিতে পারিতেছি না। আমার জন্মদিনে তাঁহাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সম্মান-প্রদর্শন আদি সবই করিতে পার, কিন্তু পূজার প্রবর্ত্তন করিও না।

দেখ, ফটো তোলাইবার বাতিক ত' আমার কখনই ছিল না, এমন-কি কেহ ফটো তুলিতে আসিলে আমি তাহাতে বাধা দিতাম। একদা ইংরাজ হঠাৎ আমাকে ধরিয়া নিয়া জেলে পূরিল। শুনিলাম, ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ, বিবেকানন্দের ফটোর সঙ্গে অনেকে নিজ নিজ গৃহে আমার ফটোখানাও নাকি রাখিয়া দেন আর এই জন্যই ইংরাজের গুপ্ত পুলিশের আমি কুনজরে পড়িয়া যাই। বিবেকানন্দ কদাচ রাজনৈতিক আন্দোলন করেন নাই, তবু ইংরাজের পুলিশেরা তাঁহাকে সুনজরে দেখে নাই। ক্ষুদিরাম ও অরবিন্দ ত' ইংরাজকে

ভারত হইতে সরাইবার অন্দোলনের দুইটী বিভিন্ন বর্ণের অগ্নিমূর্ত্তি। তাঁহাদের ছবির সাথে আমারও ছবিটা থাকে শুনিয়া মনে মনে খুশী হইলাম কিন্তু আমার ছবিই আমাকে জেলখানায় টানিয়া আনিয়াছে শুনিয়া জেদ করিলাম, এবার জেল হইতে ফিরিলে হাজার হাজার ছবি ছাপাইব।

কিন্তু নিজ জন্মদিন পালিত হউক, এই কামনা ত' আমার কদাচ ছিলই না, এমন কি কল্পনাও না। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, আমাদের মধ্যে ঘরে ঘরে জনে জনের জন্মোৎসব পালনের হিড়িক নাই। কিন্তু কি করিয়া কোন্ সময়ে হঠাৎ একদা এক মঙ্গলবার একটা জন্মোৎসব, মনে হয় যেন মোচাগড়া আশ্রমে, হইয়া গেল। কারণও মনে নাই, পটভূমিকাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ছেলেমেয়েরা একটা হুজুগ পাইল। একটা কলরব উঠিল, যাঁহার জন্মোৎসব, তাঁহাকে পূজার আসনে বসাইয়া অর্চ্চনা করিব। আমি বলিলাম, আমার জন্মোৎসব উপলক্ষে যে সমবেত উপাসনাটী করিবে, তাহাতেও পূজার বিগ্রহ ওঙ্কারই থাকিবেন, আমার প্রতিচিত্র নহে। সেই উপাসনাটীতেও আমি আমার প্রবর্ত্তিত প্রথানুযায়ী তোমাদের সকলের অগ্রভাবে স্থাপিত আসনে বসিয়া তোমাদের সমসাধকরূপেই তোমাদের সঙ্গে থাকিব। তোমাদের পূজা পাইবার ভিতরে আমার যতটুকু আনন্দের সম্ভাবনা, তোমাদের

সঙ্গীরূপে, সাথীরূপে, সমসাধকরূপে নিয়ত তোমাদের সঙ্গে থাকায় আমার আনন্দ তাহার সহস্রগুণ।

তবে কি আমার জন্মোৎসব-সময়ে আমার একখানা প্রতিচিত্রও অত বড় উৎসব-প্রাঙ্গণটার কোনও স্থানে থাকিতে পারিবে না? পারিবে। কিন্তু বিগ্রহের আসনে নয়। তবে কি ঐ প্রতিচিত্রখানায় একটী ফুলের মালাও দেওয়া যাইবে না? যাইবে। তোমাদের গ্রামের প্রাইমারী স্কুলটা পরিদর্শন করিতে যখন শহর হইতে খ্রীষ্টান বা মুসলমান ইন্‌স্‌পেক্টার আসেন, তখন কি তাঁর গলায়ও একটা মালা দাও না? মালা দিলে কি তাহাতে দোষ হয়? হয় না। "আপনি আসিলেন, ধন্য হইলাম,"—এইরূপ স্তুতিবচন কি বল না? তাহাতে কি দোষ হয়? হয় না। একটু কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, কতটুকু তুমি অগ্রসর হইতে পার এবং কতটুকুর পরে তোমাকে থামিতে হইবে। যেই পুণ্যবান্ পিতৃ-পুরুষগণের ও মহামাতৃশক্তির করুণা ও দান আমি আমার প্রতি-দিনকার প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছি, আমার জন্মদিনে তাঁহাদের প্রতি সম্মাননা নিবেদন করিলে তোমাদের কোনও অপরাধ হইবে, ইহা আমি মনে করি না কিন্তু ইহাও আমি চাহি যে, তোমরা একলক্ষ্য হও।

বিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি বহুপরায়ণ মনগুলিকে বেড়াজালে ঘিরিয়া বহু বৎসরের পরিশ্রমে এক-কেন্দ্রক করিবার পরে যদি হঠাৎ

হুজুগ পাও, তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন নূতন বায়না ধরিয়া নানা নব প্রবর্ত্তন ঘটাইয়া নিজেদের মধ্যের একত্ববোধ ও সংহতিকে নিঃশেষে কাবার করিয়া দিবার প্রতিভায় হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কোথাও জুড়ি নাই। তোমাদের যত বিচিত্রতা, তত বিচ্ছিন্নতা। তোমরা একমন, একপ্রাণ, একলক্ষ্য, একচেষ্ট, একোদ্যম ও একোদ্দেশ্য হইয়া চলিতে ভালবাস না। বৈচিত্র্যের মহিমাও আছে, সৌন্দর্য্যও আছে কিন্তু ভুলিয়া যাইও না, অনন্তকাল শক্তমনে সবল মেরুদণ্ডে মৃত্যুকে পদদলিত করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায় ঐক্য। বৈচিত্র্য কবিপ্রতিভার অনুকূল কিন্তু রণনেতার প্রয়োজন একলক্ষ্যতার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
২রা আষাঢ়, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি তোমার ভক্তিমান্ গুরুভ্রাতা শ্রীমান্ ধ—র সঙ্গ লাভ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। যাহারা অনুগত ভক্ত এবং সাধন-

পরায়ণ সতীর্থ, তাহাদের সংসর্গে মনের দুইটী দুর্ব্বৃত্ত দূরে প্রয়াণ করে। একটী হইতেছে, সাধনের সুফল সম্পর্কে সন্দেহ, অপরটী হইতেছে ব্যক্তিত্বাভিমান। আমি বড়, আমি মহৎ, আমি বুদ্ধিমান, আমি এত বিচক্ষণ যে, গুরুরও গুরু হইয়া পড়িয়াছি, আমি যে-কোনও মহৎ ব্যক্তির আচরণ ও উদ্দেশ্যের বিচার করিতে সমর্থ, আমি সব জানি, আমার মতন জ্ঞানী নাই,— এইরূপ অহংভাব সাধকের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। আমার অবলম্বিত পথ বুঝি নিকৃষ্ট পথ, আমরা গুরু বোধ হয় আমাকে ঠিক পথটী দেন নাই, এই পথ ধরিয়া চলিলে হয়ত পরম সত্যকে লাভ করিতে পারিব না, অন্য পথে চলিয়া বোধ হয় অন্যেরা দ্রুততর আধ্যাত্মিক ঋদ্ধি অর্জ্জন করিতেছে,—নিজ সাধনমার্গ সম্পর্কে এইরূপ দোদুল্যমান মনোভাব সাধককে প্রতিপদেই অগ্রসর হইতে কেবল বাধা দেয়। কিন্তু সাধন-নিষ্ঠ, গুরুতে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পিত, গুরুদত্ত সাধনে সমাহিত-চিত্ত সতীর্থের সঙ্গ লাভে এই সকল দুর্ব্বলতা দূর হয়, মন নিষ্পাপ ও নির্ভরশীল হয়, অন্তরের প্রশান্তি ও চিত্তের একাগ্রতা বাড়ে। এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করার নামই সৎসঙ্গ। কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে সর্ব্বনাশ। যাহাদের সঙ্গ করিলে মনের অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা কেবলই টলটলায়মান হইতে থাকে, শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ ও আনুগত্য শিথিল হইতে থাকে, সাধনোদ্যম দুর্ব্বল ও সাধনাগ্রহ স্খলিত হইতে থাকে, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ কলি জ্ঞান করিয়া শত

যোজন দূরে রাখিবে। তাহারা সুদর্শন, তাহারা সুকান্ত, তাহারা সুপণ্ডিত, তাহারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহারা সুপ্রসিদ্ধ, তাহারা নামী, দামী ও ভারী লোক,—এইগুলি কোনও যুক্তিই নহে।

যাহারা নিজেরা অপ্রেমিক, অপরের মনে সংশয় সৃষ্টি করা তাহাদের এক স্বাভাবিক আচরণ, জানিবে। প্রেমের জন্ম বিশ্বাস হইতে, অবিশ্বাস অপ্রেমকে সৃষ্টি করে। নিয়ত মনকে প্রেমরসে ভরিয়া রাখ। নিয়ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে প্রেমের সাগরে ডুবাইতে থাক। প্রেমকে কর লক্ষ্য, প্রেমকে কর উপায়, প্রেমকে জানো পরমপ্রাপ্য, প্রেমকে কর অবলম্বন, প্রেমের বলে অনন্ত দুঃখ-নিবহকে জয় কর, প্রেমের প্রতাপে বিশ্বব্যাপী অশান্তির নিধন কর। প্রেম-পথের পথিক তুমি, প্রেমকেই জীবনের আশ্রয়, শরণ ও উপজীব্য কর। তোমার দৃষ্টি হউক প্রেমময়, তোমার বাক্য হউক প্রেমমাখা, তোমার আচরণ হউক প্রেম-প্রেরিত ও প্রেমানন্দ-পরিপূরিত।

সন্দেহাত্মা ও সন্দেহবাদী অধিকাংশ সময়েই নিজের চরিত্র দ্বারা নিজের এবং পরের মনে দ্বিধা ও কুণ্ঠার সৃষ্টি করে। তাহাদের যুক্তিজাল মানুষের ভ্রম-নিবারণে সহায়তা না করিয়া বিশ্বাস-হননে, নির্ভর-উৎসাদনে নিযুক্ত হয়। শান্তিময় চিত্তে তাহারা অবিশ্বাসের ঝঞ্ঝাবাত ও সন্দিগ্ধতার তুষানল ধরাইয়া দেয়। তাহাদিগকে বিদ্বেষ করিও না কিন্তু তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিও। যাহাদের সঙ্গ তোমাকে তোমার নিষ্কাম নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ইষ্ট-সাধনে অবিরাম প্রবৃত্তি ও প্রবর্ত্তনা প্রদান করে, তাহারাই তোমার প্রকৃত বন্ধু এবং তাহাদের সঙ্গই তোমার করণীয়। যাহাদের সঙ্গ ইহার বিপরীত ফল প্রদান করে, তাহাদের সংসর্গ সযত্নে বর্জ্জনীয়।

আর একটী কথা মনে রাখিও। কাহারও সঙ্গ করিতে হইবে বলিয়া সারাদিন তাহার সহিত আড্ডা মারিও না। সৎসঙ্গ মহৌষধ। ঔষধ মানুষে সকালে বিকালে খায়, সারাদিনই ঔষধ খায় না। সময়কে পরমায়ু জ্ঞান করিবে। সৎসঙ্গই সবকথা নয়। বাকী সময়টুকু তুমি বৃহত্তর ও মহত্তর কাজে লাগাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২রা আষাঢ়, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রাদ্ধ কার্য্যের দ্বারা পরলোক প্রস্থিতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ, কর্ত্তব্যবোধ সূচিত হয়। এই কারণে প্রত্যেকের শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত,— যে যেই প্রথাতে ভাল মনে করে, সে

সেই প্রথাতেই করুক। প্রথার পার্থক্যে শ্রাদ্ধফলের পার্থক্য হয় কি না, ইহা নিয়া বিভিন্ন প্রথার অনুসরণকারী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যেই বিচার বিতর্ক করুন। কিন্তু প্রত্যেকটী প্রথার সহিত এক একটী বিশিষ্ট মনঃসংস্কার কাজ করিতে থাকে। সেই মনঃসংস্কারকে যাহারা অহিতকর জ্ঞান করে, তাহারা প্রথান্তর খুঁজিবেই। তুমি যতই ঘটা করিয়া ভাল ভাবে শ্রাদ্ধকার্য্য কর না কেন, শ্রাদ্ধীয় অন্ন যে প্রেতের উচ্ছিষ্ট হয়, একথা শুনিবার পরে কোন্ রুচিমান্ শুচি ব্যক্তি তোমার গৃহে শ্রাদ্ধান্ন খাইতে বসিবেন? তিনি তোমার গৃহ বর্জ্জন করিবেন। মনঃসংস্কারের ইহা ফল। মৃত ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত, তাহা ব্যক্তিগত পর্য্যায়েই হউক বা সামূহিক ভাবেই হউক। অপমৃত্যু মরিলে তুমি শ্রাদ্ধ করিতে দিবে না। শ্রাদ্ধে অভীপ্সু আত্মীয়েরা প্রথান্তরে গমন করিবেনই, রোখ কি করিয়া? আত্মীয়-পরিজনের সহিত তীব্র বিরোধে ও তিক্ত কলহে লিপ্ত হইতে হইলে শোক প্রশমনের বিঘ্ন হয়। জোর করিয়া কাহাকেও অখণ্ডমতেই শ্রাদ্ধ করিতে বাধ্য করিতে হইবে, কদাচ আমি কোথাও এমন নির্দ্দেশ দেই নাই। আমি একদা শুধু একটী ভবিষ্যদ্‌বাণী মাত্র করিয়াছিলাম যে, একদা অন্নারম্ভ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি কার্য্য সমবেত উপাসনা-দ্বারাই সুসিদ্ধ হইবে। ভবিষ্যদ্‌বাণী আর আদেশ এক কথা নহে। তোমার পত্রোল্লিখিত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

পণ্ডিত-বর্গের বা সমাজের শাশ্বত-সংরক্ষণকারীদের পক্ষে আমাকে ভয় করিবার কোনও কারণই নাই। ইহাদের সকল ভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে শুধু এই কারণ হইতে যে, মানুষের মন প্রচলিত ধর্ম্মীয় আচার প্রভৃতি হইতে ক্রমশঃ আস্থা তুলিয়া আনিতেছে এবং ইহাদের ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন চেষ্টাগুলি মানুষের সেই আস্থার পুনরুজ্জীবনের পক্ষে পূর্ণতঃ কার্য্যকর হইতেছে না। ইহা আমাদের দোষ নহে। আমরা পৃথিবীর উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট সকল প্রকার শ্রাদ্ধীয় প্রথাকেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি।

জীবিতদের প্রতি এবং মৃতের প্রতি প্রেমানুশীলনই ইহার লক্ষ্য। যোগ্য মনোভাব নিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে প্রেমই পরিণামে লব্ধ হয়।

হে পরমকরুণাময় পরমেশ্বর, বিদেহী আত্মা সকল দুঃখশোকের অতীত হইয়া তোমাতে বিলীন হউক,—ইহাই প্রকৃত শ্রাদ্ধীয় মনোভাব।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আহারীয় সাজানো অখণ্ডমতে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু লোক প্রথানুসারে যাহারা কাজ করে, তাহারা, যে দেশে যেরূপ রীতি, সে দেশে সেরূপ রীতির অনুসরণ করিলেই ভাল। শ্রাদ্ধের মত ব্যাপারে সামাজিক দ্বন্দ্ব বা মনের সংস্কারজ সংশয় সৃষ্টি ভাল নহে।

জীবিতাবস্থায় মৃত ব্যক্তি যাহা যাহা ভালবাসিতেন, তাহা

সাজাইয়া গাভীকে, শিবাকে বা বিহঙ্গমদিগকে উৎসর্গ করিবার রীতি কোথাও কোথাও আছে। যাহার যে রীতি অনুসরণ করিবার, করুক, অখণ্ডদের ইহা নিয়া কাহারও সহিত কলহ নাই। অখণ্ডমতে ইহা আবশ্যক নহে। মৃতের প্রিয়খাদ্যগুলি নিরন্ন নিরাশ্রয়কে দান করিলে অবশ্য তাহা প্রশস্যতর হইবে।

মৃত ব্যক্তি জীবৎকালে হয়ত নিতান্ত অখাদ্য বা অমেধ্য বস্তু খাইতে পছন্দ করিতেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাহা উৎসর্গ করিতে বোধ হয় নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কুণ্ঠিত হইবেন। একজন হিন্দুস্থানী বা মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের পক্ষে মৎস্য অখাদ্য, অথচ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-ভোজনে মৎস্য ছাড়া তুষ্টি নাই। কোনও কোনও অঞ্চলে হিন্দুর শ্রাদ্ধে কচ্ছপ-মাংস অপরিহার্য্য, আবার পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ভদ্রলোকেরাও কচ্ছপ-মাংস স্পর্শ করিবেন না। নানা দেশে নানা প্রকারের প্রথা আছে। কোন্‌টা ভাল, কোনটা মন্দ, এক কথায় তাহার জবাব দিব কি করিয়া? একজন মদ্যপায়ীর মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধীয় ভোজাপানীয়ের মধ্যে মদিরা রাখা সঙ্গত হইবে কি?

শ্রাদ্ধ একটা সাত্তিক অনুষ্ঠান, যাহার সদ্যঃসুফল শোক-ভার-বিলুপ্তি। একার্য্যে সাত্ত্বিকতা সর্ব্বাংশে রক্ষিত হওয়াই উত্তম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অখণ্ডনীতির মধ্যে তোমরা অনেকেই নিজস্ব মত ঢুকাইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছ। আমাকে গুরু বলিয়া যখন মানিয়া নিয়াছ, তখন আমার আদেশ-নির্দ্দেশ-নীতি পালন করিয়া চলাই তোমাদের উচিত "আমার শিষ্য হও" বলিয়া তোমাদের কাহাকেও আমি ডাকিয়া আনি নাই। যেখানে আনুগত্য নাই, রহিয়াছে ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার অবাধ্য অহঙ্কার, সেখানে শৃঙ্খলার অবকাশ কোথায়? সুশৃঙ্খলা ও নিয়ামানুবর্ত্তী না হইলে তোমরা জগতে কোনও কাজই করিতে পারিবে না।

আত্মাভিমান প্রবল হইলে কেহ কাহারও ভাল কথাও সহ্য করিতে পারে না। অথচ, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইলে অনেক সময়ে সহকর্ম্মীদের রূঢ় ব্যবহারও নিঃশব্দে হজম করিয়া যাইতে হয়। যে উদ্দেশ্যে সঙ্ঘীভূত হইয়াছ, সেই উদ্দেশ্যের সংসিদ্ধিই তোমাদের আসল ও একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তোমাদিগকে এই পত্র লিখিতেছি বলিয়া ভাবিও না, উপরে লিখিত সদ্‌গুণে গুণান্বিত সন্তান আমার কোথাও নাই।

কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আত্মপ্রাধান্য বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বা গোষ্ঠীগত কৌলীন্য-বর্দ্ধনের প্রয়াসে কোনও কোনও নিরভিমান নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর উপর দিয়া অবাঞ্ছিত ও অনাহূত ঝড় বহাইয়া দিবার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টান্তগুলিও সেখানে জাজ্জ্বল্যমান দেখিয়াছি যে, নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া হইলেও উৎপীড়িতেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য নীরবে পালন করিয়াছে এবং পরিণামে, দীর্ঘাকালাবসরে, তাহাদের প্রাপ্য সম্মান সর্ব্বজনের নিকটে পাইয়াছে। অসৎ এবং লঘু দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণ না করিয়া তোমরা সৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর।

তোমরা যেখানে আত্মকলহে লিপ্ত, আমি সেখান হইতে দূরে সরিয়া যাই। ভাবি, মিলন-মঞ্চে একি বিয়োগান্ত প্রহসন!

বৃথা তর্ক সযত্নে পরিহার করিবে। আজ তুমি এই পৃথিবীর মাটির উপরে তোমার পাঞ্চভৌতিক দেহটা লইয়া আছ, কাল তুমি নাও থাকিতে পার। জীবন-মরণের সুনিশ্চয়তা কে কবে কাহাকে দিতে পারে? আজিকার দিনটাই যদি জীবনের শেষ দিন হয়, তবে কেমন হইবে? আজিকার কলহ কাল কে তোমার হইয়া করিবে? কলহের প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দাও, মমত্ব-বোধ লইয়া সকলের সহিত মিশিবার ক্ষেত্র দ্রুত রচনা কর। আজ ত' তুমি পদ-মর্য্যাদার স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া ভ্রূকুটি করিতেছ কিম্বা পদমর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া যাইতেছ কাল

হয়ত তোমাকে কাঁচা বাঁশের দোলায় আরোহণ করিয়া শ্মশান-যাত্রা করিতে হইতে পারে।

কেহ অন্যায় করিলে তাহার প্রতিবিধান-চেষ্টা প্রয়োজনীয়। কিন্তু তুমি নিজে অন্যায় করিতেছ কি না, তাহাও ত' দেখিতে হইবে। তোমার অন্যায় অন্যে আসিয়া শাসন করুক, ইহা তোমার পক্ষে রুচিপ্রদ হইতে পারে না। তবে তুমি এখনই কেন নিজের অন্যায় আবিষ্কারে এবং তাহার প্রতীকারে লাগিয়া যাও না?

মণ্ডলীর কাজে প্রেমের মূল্য সর্ব্বাধিক। জ্ঞানের মূল্য ঠিক তারই পরে। প্রেমহীন জ্ঞানীরা নিজ নিজ জ্ঞানকে আত্মাহঙ্কারের সেবায় লাগায় এবং নিজেরা যে সৎকার্য্য করিতে আগাইয়া আসিবে না, অপরেরা সেই সৎকার্য্যটী করিয়া যশস্বী হইলে মনোবেদনা ভোগ করে। এ এক অদ্ভুত নারকীয় পরিস্থিতি। যে কাজ আমি নিজ বুদ্ধির অপূর্ণতা হেতু করি নাই বা শক্তির অল্পতা হেতু করিতে পারি নাই, সে কাজ তুমি করিয়া দশদিকে যশঃসম্বর্দ্ধনা পাইলে আমি বিরক্ত হইব কেন? তোমার যশ যাহাতে আরও বাড়িতে পারে, তাহার জন্য ভগবানের কাছে বরং আমার প্রার্থনা করা উচিত।

সংসারের গণ্ডীবদ্ধ স্থানের তুচ্ছ কলহকে মণ্ডলীর বিশাল অঙ্গনে আমদানী করা মূর্খতা। বাড়ীর সীমানা লইয়া রাম ও শ্যামের কলহ আছে বলিয়া তাহারা সমবেত উপাসনায় একত্র

বসিবে না, ইহা বড়ই হীনতার পরিচায়ক। ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর বিরোধের কারণ থাকা সত্ত্বেও উপাসনা-মণ্ডপে একত্র উপাসনা করিতে আমি অন্যত্র দুই চারিজনকে দেখিয়াছি। ইহাদের এই আচরণই সকলের অনুকরণীয়। নগর-সঙ্কীর্ত্তনের দলটী তোমার বাড়ীর সম্মুখের গলিটার ভিতরে প্রবেশ করিল না বলিয়া তুমি অঞ্জলি দিতে আসিবে না, ইহার মত বিজাতীয় মূর্খতা আর কিছু নাই। হরিনামধ্বনি যতটা দূরে গিয়া পৌঁছিতেছে জানিতে হইবে, সমগ্র নগরসঙ্কীর্ত্তন ততটা স্থানই ঘুরিয়া আসিল।

যাহার সদ্ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তাহার অপব্যাখ্যা করিয়া অশান্তি ভোগ করা বা অপরের শান্তিভঙ্গ করা গুরুতর ক্ষতিকর এক অন্যায়। অনেকে ভাল ভাবিয়াই এমন একটা কথা বলিয়া বসে বা এমন একটা কাজ করিয়া ফেলে, যাহার কুব্যাখ্যায় লাগিয়া থাকিলে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড ঘটান যায়। এসব স্থলে, সহিয়া যাইবার রীতি অনুসরণ করাই উচিত। যে সহে, সেই রহে,—এই যে একটী প্রবচন রহিয়াছে, তাহা নিতান্তই গ্রাম্যজনোক্তি নহে, তাহার মধ্যে সার আছে।

নিরন্তর আত্ম-পরীক্ষা কর যে, তোমার ঈশ্বরীর প্রেম খাঁটি কিনা, না, ইহাতে ভেজাল আছে। ভগবৎপ্রেম খাঁটি হইলে মানবীয় প্রেম কদাচ কলুষিত বা বিকারগ্রস্ত হয় না। অন্তরে নিষ্কলুষ প্রেম একবার ঠাঁই পাইলে ঈর্ষ্যা, দ্রোহ, নিন্দা, কুতর্ক

ও অন্যায় জেদ আপনা আপনি পলায়ন করে। এই জন্যই সকলকে বলি,—সর্ব্বাগ্রে সাধক হও, তারপরে হইও কর্ম্মী, তারপরে হইও জ্ঞানী, তারপরে হইও প্রচারক ও সংগঠক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৪ঠা আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৭৬
(২০-৬-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সঙ্গীয় পত্রখানা শ্রীমান্ হ—কে দিবে। তাহাকে লিখিয়াছি, —"বার্দ্ধক্য যেন তোমার অন্তরের যৌবনকে অপহরণ করিতে না পারে। সর্ব্বদা মঙ্গলময়ের নামে মন লাগাইয়া রাখ। আমি চাহি, তোমার জীবন দিব্য অমৃতে অভিসিঞ্চিত হউক।"

কথাগুলি তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্য। বয়সে তাহার অপেক্ষা তোমরা অনেক ছোট হইলেও তোমাদেরও কাহারও কাহারও প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্য অতি সন্নিকট। বৃদ্ধদশা যেন তোমাদের কাহারও পক্ষেই পঙ্গুদশা না হয়। মনের বলে তোমরা বার্দ্ধক্যের নানা ক্লেশ, প্রতিকূল অবস্থা এবং জরাকে

জয় কর। অন্তরের ওজস্বিতা দিয়া তোমরা তোমাদের দৈহিক যৌবনের অভাব পূরণ কর। ঐকান্তিক বিশ্বাসের বলে ও নির্ভরের শক্তিতে তোমরা সকল প্রতিকূল অবস্থা ও সাফল্য পরিপন্থী দুর্য্যোগকে পদানত কর। কখনো হতাশ হইও না, নিজেদিগকে কখনো দুর্ব্বল ভাবিও না।

তোমাদের ওখানকার তরুণদের জন্যও আমার কয়েকটী কথা আছে। চিত্তচাঞ্চল্য, বুদ্ধিবৈকল্য ও তারুণ্য-তারল্য পরিহার করিয়া তাহাদিগকে ধৃতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া নিজ নিজ শক্তি জগন্মঙ্গল-কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে হইবে। প্রবীণদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে পথ-নির্দ্দেশ সংগ্রহ করিতে হইবে। সাময়িক হুজুগে নির্ভরশীল না হইয়া দূরদৃষ্টি ও স্থিরলক্ষ্য হইয়া চলিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে যুবজনের মধ্যে যে দারুণ দুর্নীতি চলিয়াছে ইহাদিগকে নিজ শুভ্র, পবিত্র, সৌম্য, সুন্দর জীবনের দ্বারা তাহার কার্য্যতঃ প্রতিবাদ করিতে হইবে। মদ্যপ, জুয়াড়ী আর ভাগ্যান্বেষীদের কবল হইতে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎকে ছিনাইয়া আনিবার যোগ্যতা ইহাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এই কারণেই তোমার নিজ পুত্রকন্যাদের ভিতরে আগে কাজ করিবার দায়িত্ব তোমার আসিয়া যাইতেছে। পরের ছেলেকে সৎ হইবার উপদেশ অনেকেই দেয়, কিন্তু নিজের ছেলেকে, নিজের মেয়েকে সৎ থাকিবার উপদেশ কয়জনে দেয় বা দিতে চাহে? নিজেরা অসৎ জীবন যাপন করিলে পুত্রকন্যারা কেন তেমন পিতামাতার উপদেশ মানিবে

বা আগ্রহ-ভরে শুনিবে? সুতরাং তোমাদের নিজেদের আত্মসংশোধনের দায়িত্ব এভাবে তোমাদের স্কন্ধে আসিয়া চাপিয়া যায়।

আমি চাহি, এই দায়িত্বের প্রতি তোমরা অবহিত হও। তোমরা স্বামীতে ও স্ত্রীতে যদি একাদিক্রমে তিনটী মাস সুবিশুদ্ধ প্রেমের মধ্য দিয়া জীবন পরিচালন করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, ইহারই প্রচ্ছন্ন প্রভাব তোমাদের পুত্রকন্যাদের উপরে কি চমৎকার ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই ভাবটি, এই বিশ্বাসটি, এই আগ্রহটি তোমাদের অঞ্চলের নবীন ও প্রবীণ প্রত্যেক দম্পতির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দাও। ইহার ফলে সমগ্র জাতির মধ্যে আস্তে আস্তে দিব্য জাগরণের সঞ্চার হইবে। একদা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য বাধ্যকর ছিল, তরুণ জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের সে শিক্ষা পাইত, ফলে গার্হস্থ্যে আসিয়া সে সেই সৎশিক্ষার সদ্ব্যবহার করিতে প্রায়শই চেষ্টা পাইত। ইহার ফলে, ব্রাহ্মণ জগৎপূজ্য হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের ভিত্তি করিতে হইবে। আমার প্রতিটি গৃহী সন্তান এই কথাটী স্মরণে রাখ। ব্রহ্মচর্য্য আসিলে প্রেম আসিবে, প্রেম আসিলে তুমি বিশ্বকে আপন করিতে পারিবে। যে যাহাকে আপন করে, সে তাহাকে জয় করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মণ্ডলীকে যোগ্য পরিচালনা দান করা এক তুচ্ছ কাজ নহে। এজন্য আবার নিজেরও যোগ্যতা বাড়াইতে হয়। সে যোগ্যতা ভালবাসার। অহঙ্কৃত ব্যক্তি কদাচ মণ্ডলীর প্রকৃত পরিচালক হইতে পারে না। প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া এবং নিজ কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে পালন করা, এই দুইটাই হইতেছে প্রকৃত পরিচালকের প্রকট লক্ষণ।

আমি তোমাদের ওখানে গেলে ত' সাময়িক ভাবে তোমরা খুব কর্ম্মোদ্যমের পরিচয় দাও কিন্তু উহাই তোমাদের যোগ্যতার মাপকাঠি নহে। প্রত্যহ তোমরা কি করিতেছ, ইহাই বড় কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

বারাণসী
৮ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৭৬
(২৩-৬-৬৯)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তুমি সৎসঙ্গ এবং সৎপরিবেশ পাইয়াছ। এই জন্যই তুমি অত অল্প সময়ে অত অধিক কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছ। তুমি তোমার আদর্শ-নিষ্ঠায় অটুট থাকিলে আরও অনেক অভাবণীয় কাজ করিতে পারিবে, যাহা এখন কেহ কল্পনা করিতে পারিতেছে না। সুতরাং তোমার প্রতি আমার বিশেষ এক নির্দ্দেশ এই যে, সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেকে অটুট অক্ষত, অক্ষুন্ন ও অপপ্রভাবাতীত রাখিতে চেষ্টা করিবে। তুমি নিজেকে নিজে নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত রাখিবার জন্য যতটুকু চেষ্টা করিবে, আমি তোমাকে অলক্ষিতে এবং সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিয়া ততটুকু বা ততোধিক সহায়তা দিতে থাকিব। বিশ্বাস রাখিও, তুমি মহৎ হইবার জন্যই জন্মিয়াছ, ছোট থাকিবার জন্য নহে।

যে সকল ভক্তিমান্ সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া তুমি নানা স্থানে পাঠে, কীর্ত্তনে, উপাসনায়, নগর-পরিক্রমায় এবং প্রচারে যাইতেছ, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে তাঁহাদের প্রতি তোমরা অন্তরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ যেন বাড়িতেই থাকে

এবং আরও লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে তোমার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কদাচ হ্রাস পাইতে না পারে। ইহা যে তোমার পক্ষে কত বড় প্রয়োজনীয় একটী নির্দ্দেশ, তাহা আরও কিছুকাল কাজ করিয়া গেলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। যতটুকু কাজ করিবে শুদ্ধ-ভাবে করিবে, সুন্দর ভাবে করিবে, সুস্থ মন লইয়া করিবে। অনেক কাজ একটা বড় কথা নহে, শুদ্ধ কাজ অল্প হইলেও তাহা অনেক বেশী কাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জগতে অনেক বেশী কাজ ত' অনেকেই করে কিন্তু কলঙ্ক-বর্জ্জিত কালিমাবিহীন অনিন্দনীয়কাজ কয় জনে করে? করিলে যে করিতে পারে না, তাহা নহে। পারে কিন্তু তবু করা হইয়া ওঠে না। কারণ, অনেক বেশী কাজ করিবার জন্য যশোলিপ্সু মন নিয়ত তাহাদিগকে কেবল অঙ্কুশ-তাড়না করিতে থাকে। সম্মুখে কাজ অনেক কিন্তু একটু একটু করিয়া সবটুকুকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে করিতে হইবে। এজন্য চাই অতুলনীয় চরিত্রবল, এজন্য চাই অনমনীয় আদর্শ-নিষ্ঠা, এজন্য চাই একান্ত ভাবে ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ।

ভাবী কর্ম্মের একটা বিরাট ক্ষেত্র তোমাদের সম্মুখে ক্রমশঃ তাহার দৃশ্যাবলী উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। মনে হইতেছে যেন নাট্য-শালার অনাকর্ষক মামুলী পটখানা আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইতেছে আর পিছন হইতে চিত্তমনোহারী এক নুতনতর দৃশ্যের অবতারণা হইতেছে। কিন্তু প্রথম দৃশ্যেই দেখিতে পাইতেছি বাবা সাঁওতালী নাচ। এই সাঁওতালদের ভিতরে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে, ইহাদের হৃদয় আমাদের জয়

করিতে হইবে। লাভ-লোভ দেখাইয়া নহে, হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া ইহাদিগকে আপন করিতে হইবে। নতুবা পরে দেখিবে যে, লাভের লালচ ইহাদের ছয়টী রিপুকেই উত্তেজিত করিয়া দিতেছে এবং ইহারই ফলে বিশ্বমঙ্গল-মহাযজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইয়া যাইতেছে।

* * * *

সেবার সহিত লাভলোভের বিরোধ অনিবার্য্য। * * * তোমরা তোমাদের সম্ভাবিত নূতন কর্ম্মক্ষেত্রটীতে কাহারও সহিত এমন কিছু ব্যবহার করিও না, কাহাকেও এমন কিছু বলিও না, এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিও না, যাহাতে তাহাদের লাভলোভ জাগ্রত হইতে পারে। স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহাকে যেই সেবা দান করিতে পারি, নিঃস্বার্থ ভাবেই দিব, নিঃসর্ত্ত ভাবেই দিব। জীবন আমাদের উৎসর্গীকৃত, এই জীবনে নিজেদের জন্য কোনও স্বার্থবুদ্ধি বা স্বার্থচেষ্টা আমাদের থাকিবে না, থাকিতে পারে না কিন্তু সর্ত্তের ফাঁস পরিধান করিয়া বধ্যভূমির দণ্ডিত তস্করের ভূমিকা গ্রহণ আমাদের কাজ নহে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩১শে চৈত্র মঙ্গলবার, ১৩৭৬

(১৪-৪-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে দিও।

তোমার ১৪ই ফাল্গুনের পত্রখানা পাইয়াছি। পত্রখানা পথে পথে আমার সঙ্গে প্রায় দেড় মাস কাল ঘুরিয়াছে। যেই বেলদা ও এগরার দীক্ষালাভার্থ ব্যাকুল বিপুল প্রাণোচ্ছল জনতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পত্র লিখিয়াছ, সেই বেলদা ও এগরার উপর দিয়াই প্রতাপদীঘি গিয়াছিলাম। বেলদা এবারও তাহার ঐতিহ্য রাখিয়াছে, প্রতাপদীঘি এবার এগরার যশকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। তুমি নিজেও ত' ইহা দেখিয়াছ। এই প্রণোচ্ছলতাকে সাময়িক হুজুগে পরিণত হইতে না দিয়া স্থায়ী করিতে হইবে। উচ্চ ভাবকে স্থায়ী করিবার সদুপায় সাধন করা। প্রত্যেককে সাধন করিবার দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

প্রত্যেকের মনে সাধনের উদ্দীপনাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই ত' কীর্ত্তন। কীর্ত্তন কি শুধু কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য প্রদর্শনের জন্য? না কি ইহা একটী তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান? কীর্ত্তনের আনন্দ প্রত্যেককে সাধনের অমৃত-রসে অবগাহন করিবার জন্য প্রেরণা দিবে, কীর্ত্তন ত' এই জন্য! বাহিরের লোকরা দূর হইতে

আসিয়া কীর্ত্তন-সুধা পান করিয়া জীবনধন্য মনে করিবেন আর তোমার সমদীক্ষিত ভাইবোনেরা ঘরের কাছে থাকিয়াও কীর্ত্তনানন্দ-সম্ভোগে আগ্রহী হইবেন না, ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর ও মারাত্মক দুর্লক্ষণ। ভগবানের নাম-কীর্ত্তন গাহিতে বা শুনিতে যাহার আনন্দ নাই, আগ্রহ নাই, চেষ্টা নাই, আসক্তি নাই, সে আবার তোমাদের গুরুভাই বলিয়া পরিচয় দিবার সাহস রাখে কি করিয়া? চুরি করিয়া দীক্ষার ঘরে ঢুকিয়া কৌশলে একটা মন্ত্র আদায় করিয়া নিয়াছে বলিয়াই ইহারা তোমার গুরুভাই হইয়া গেল? ইহাদিগকে বারংবার ডাক, প্রকৃত গুরুভাই হইবার জন্য ইহাদের প্রাণে আগ্রহ জাগাও।

ইহা সত্যই এক পরিতাপের বিষয় যে, তোমাদের সহরেরই ন্যায় অন্যান্য স্থানেও অবিকল একই ব্যাপার ঘটিতেছে। নির্দ্দিষ্ট কয়েক জন লোক ছাড়া কেহই একটু কষ্ট করিয়া হরিওঁ কীর্ত্তনের সুর শিখে না। ফলে, কীর্ত্তনাদির প্রয়োজন হইলে বা একই দিনে দুই তিন স্থানে কর্ম্ম-তালিকার আবশ্যকতা পড়িলে শুধু কণ্ঠের অভাবে সদনুষ্ঠান বানচাল হইয়া যায়। আমি অনেক বার এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। শুধু কীর্ত্তনকারীর অভাবে অনেক স্থানে অনেক সদনুষ্ঠান অঙ্গহীন হইয়া থাকে, ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

পুনরপি আশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭৭

(১৫ই এপ্রিল, ১৯৭০)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বৎসরের একেবারে প্রথম পত্রখানাই তোমাকে লেখা হইতেছে। এই জন্য সর্ব্ব প্রথমেই লিখিতে চাহিতেছি যে, আমার ধর্ম্মসঙ্ঘে দলে দলে লোকসংখ্যা যে বাড়িতেছে, ইহা কোনও আশ্বাসের কথা নহে। মুষ্টিমেয় দুই চারিজন ছাড়া অন্যান্যদের ভিতরে যদি ত্যাগবুদ্ধি, ত্যাগশক্তি, ত্যাগে রুচি না জন্মে, তবে এই সঙ্ঘ রচনা করা আমার পণ্ডশ্রম হইল। যাহারা সঙ্ঘের প্রতি করণীয় কর্ম্মকে লাভলোভের দৃষ্টিতে দেখে, তাহাদের উপরে ভরসা করিয়া কি কখনো কোনো মহৎ স্বপ্ন সফল হইতে পারে? স্বার্থপরতা ক্ষুদ্র হইলেও স্বার্থপরতা। স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিবার শক্তি অর্জ্জনের জন্যই ত' তোমরা দীক্ষিত হইয়াছ।

বলিতে কি প্রায় সর্ব্বত্র দেখিয়া আসিতেছি যে, যাহারা নিঃস্ব, তাহারাই সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া সৎকর্ম্মে ঢালিয়া দিবার

চেষ্টা অধিক করিতেছে। এই জন্যই বোধ হয় জগতে ধর্ম্মাচার্য্যেরা দারিদ্র্যের জয়গান গাহিয়াছেন।

সাময়িক সাফল্যকে কণামাত্র দাম দিও না, যদি তাহা ত্যাগ-ভিত্তিক না হয়। কর্ম্মীদের ভিতরে লাভের লোভকে প্রশ্রয় দিও না। একজনের ত্যাগ দেখিলে দশজনে ত্যাগে প্রবুদ্ধ হয়। একজনের লোভ দেখিলে দশজনে লোভে প্রলুব্ধ হয়। দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তোমরা অনন্য হও। তিনজন আর পাঁচজন সহকর্ম্মী দেখিয়াই মনে করিও না যে, তোমাদের সঙ্ঘ বৃহৎ। ইহাদের মধ্যে লাভলোভ জাগিলে ইহারাও সামান্য কারণে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে। লক্ষ লক্ষ কর্ম্মীরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য যে আসিতেছে, তাহা আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছি। চরণচিহ্ন লাভের লালচ দেখিলে ইহারাও লুব্ধ হইবে এবং বাঞ্ছিত না পাইলে ক্ষুব্ধ হইয়া সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দিয়া অন্তর্ধান করিবে। ভাবী কর্ম্মের মহত্ত্ব চিন্তা করিয়া এখন হইতেই তোমাদের লাভলোভকে শাসন করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭৭

(২২-৪-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা যে ভদ্রলোকটীর কথা লিখিয়াছ, তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করেন এবং অন্যান্য দীক্ষার্থীর ন্যায় দীক্ষা নিয়া চলিয়া যান। অখণ্ড-তত্ত্ব বা আমাদের আদর্শবাদ সম্পর্কে কোনও ধারণা ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তবে, দীক্ষা নিতে আসিবার দিনই দীক্ষাদানের পরে আমার মনে হইয়াছিল যে, আমার পরিচয় নিজেকে নানা স্থানে বহু জনের আত্মীয় করিয়া নিয়া ইনি নিজের দীক্ষাদানের প্রসার করিলে করিতে পারেন। তথাপি কৃপাপরবশ মনকে বিরূপ করিতে পারি নাই। ইনি মদ্দত্ত সাধন সত্যই করেন কি না, আমি জানিবার অবকাশ পাই নাই।

অবশ্য, ইহা সত্য যে, আমি আমার কোনও শিষ্যকে এখন পর্য্যন্ত দীক্ষাদানের অধিকার অর্পণ করি নাই। তথাপি দুই চারি স্থানে দুই চারি জন হঠাৎ গুরু হইয়া দীক্ষাদান করিতেছে এবং নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফল আরহণ করিতেছে। শ্রীমান্ স্ব—যদি নিজেকে আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া মানুষকে দীক্ষাদান

সুরু করিয়া থাকে, তবে ভুল করিতেছে। কারণ, নিশ্চিতই সে আমার সিদ্ধ-সাধনার ধার-কাছ দিয়া যাইতেছে না, স্বকপোল-কল্পিত ভাবে কাজ করিতেছে। মানুষের স্বাধীনতায় হাত দেওয়া আমার রীতি নহে, সুতরাং তাহাকে বাধা দানের কোনও রুচি বোধ করিতেছি না। যে এমন একটা গুরুতর কার্য্যে আমার অনুমতির প্রয়োজন বোধ করিল না, সে আমার আদেশ বা নিষেধ মান্য করিবে, এমন কোন্ কথা আছে? তোমরা তাহার সম্পর্কে নিজেদের বিবেকানুযায়ী ব্যবহার করিবে।

পৃথিবীর নানা মত নানা পথ থাকিবেই। সব মত এবং সব পথই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু গুরুদেবের পথ গুরুদেবের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়া নিজের মত বা নিজের পথ প্রচার করার চেষ্টা চাতুরী বা ধূর্ত্ততা মাত্র। সীতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য রাবণ গৈরিক পরিধান করিয়াছিল। কিন্তু রাবণের জীবন-পথ গৈরিকের পথ নহে। নিজের নির্দ্দিষ্ট মতের প্রতি লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য কেহ অখণ্ড পরিচয়টী দিবার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিলে তাহা আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে না কিন্তু তাহা সরলতারও পথ নহে, সাধুতারও নহে। অসরলতা ও অসাধুতার কদাচ জয় হয় না।

কিছুলোক, যাহারা হয়ত তোমাদের সমসাধক হইতে পারিত, তেমন লোক এই নবীন ধর্ম্মপ্রচারকটীর অখণ্ড-ধজ্জা-ধারণের অভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া দীক্ষাযোগে ইহার পদাঙ্কানুসরণকারী হইলে, ঐ লোকগুলির ক্ষতি বা লাভ

হইতে পারে কিন্তু তোমাদের কোনও ক্ষতি নাই। তোমরা যে কয়জন আমরা নিকটে দীক্ষিত হইয়াছ, তাহারা যদি অকপটে নিজেদের কৃত্যগুলি নিয়মিত, প্রত্যহ ও প্রতি সপ্তাহে নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতে থাক, তবে, অন্যে আসিয়া কোথায় কি চাতুরী করিয়া নিজের দলবৃদ্ধি ঘটাইল, সেই দুশ্চিন্তা তোমাদের করিতে হইবে না। আমি ত' দেখিতেছি, তোমরা যাহারা আমার একান্ত স্নেহভাজন সন্তান রূপে আমার চখের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছ, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেই সাধন কর না, অন্য গুরুভাইবোনদের সাধন-রুচি-বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা কর না, চারিদিকের পরিবেশকে সাধনানুকূল করিয়া অন্যান্য সমসাধকদিগের সাধন-লিপ্সা-রূপ দীপশিখাকে চির অনির্ব্বাণ রাখিবার চেষ্টা কর না। তোমাদের এই প্রাথমিক কর্ত্তব্যের অবহেলা তোমাদিগকে সংঘরূপে শক্তিশালী হইতে দিতেছে না। সুতরাং অন্য কোনও চতুর লোক আসিয়া গুরুভাই-পরিচয়ের আড়ালে তাহার পথান্তর প্রসারণকে চালু করিলে তোমাদের কোন্ জিনিষটী চলিয়া যাইবে? সাধনের অভাবে ও অনুশীলনের কার্পণ্যে তোমরা নিজেদের বুকের কাছে অনেক আগেই পাওয়া ভাইবোন্‌দের প্রতি প্রেম অনুভব করিতে পারিতেছ না, এমতাবস্থায়, যাহারা তোমাদের গুরুভাইবোন্‌দের গণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ললাটে শুভ্র চন্দনের ফোঁটাটি দিয়া তোমাদের আপন হইল না, তেমন না-পাওয়া ধনের জন্য তোমাদের আফশোষ কেন?

একজন ধর্ম্মদেশনকারী যদি নিজেকে বৈষ্ণব নামে পরিচিত করিয়া নিজ শিষ্যদের মধ্যে অবৈষ্ণবোচিত আচার বা বিচারের প্রবর্ত্তন করে, শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ তাহাকে ক্ষমা করেন না। কেন? না ইহা দ্বারা বৈষ্ণব মতের অপযশ হইবে এবং বৈষ্ণব ঠিক বৈষ্ণব থাকিবে না। লৌকিক ও অলৌকিক, উভয় ভাবেই ইহা ক্ষতিকর। সুতরাং অখণ্ড বাদের দোহাই দিয়া কেহ যদি অনখণ্ডোচিত আচার বা বিচার লোকমধ্যে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে প্রকৃত অখণ্ডের পক্ষে তাহার প্রতিবাদ বৈধ।

কিন্তু প্রতিবাদে বিবাদও আসে। বিবাদে শক্তিক্ষয় ঘটে। সুতরাং যদি অন্তরে সত্যিকারের বিশ্বাস ও সাহস কিছু থাকে, তবে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া প্রাণপণ নিষ্ঠায় প্রকৃত আদর্শকে প্রচার কর। প্রকৃত আদর্শকে প্রচার করিতে যাইবার ফলে যদি কেহ আহত হয়, হউক। তুমি ত' ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও আঘাত করিতেছ না!

আমি মানুষটা অতীব সামান্য কিন্তু কোনও মত বা পথের প্রতি আমার বিরুদ্ধ মনোভঙ্গী নাই বলিয়া গুরুরূপে আমার খ্যাতি এমন বহু স্থানেও ছড়াইয়াছে, যেখানে এই খ্যাতির প্রবেশাধিকার কল্পনাও করিতে পারি না। এজন্য নানা মতের, নানা পথের, নানা মঠের, নানা আশ্রমের অনেক হবু-গুরু বা ভাবী গুরুরা আসিয়া গোপনে আমার নিকট হইতে নিয়ত দীক্ষা নিয়া যাইতেছেন। শিষ্যোচিত বিনীত মনোভাব লইয়া

আসিতেছেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে বিমুখ করি না কিন্তু গুরুদেবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ইহারা যদি আমার মতের ও পথের সহিত সামঞ্জস্যহীন অন্যরূপ প্রচারণা আমারই নামটী উচ্চারণ করিয়া করেন, তবে ইহা তাঁহাদের ভুল হইবে। সাধন-পথে হঠাৎ আটকাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই ইহারা একদা আমার নিকটে আসিয়াছিলেন কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ রুচি বা মুদ্রা-দোষের জন্য আমার দোহাই দেওয়া সঙ্গত কেন হইবে?

তোমাদের ওখানকার বর্ত্তমান পরিস্থিতিটি তোমাদের এই শিক্ষাটী দিতে সমর্থ হউক যে, তোমাদের প্রতিজনের দৈনন্দিন আচরণ, নিষ্ঠা, প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সামূহিক মিলন-চেষ্টা, পারস্পরিক প্রেমসঞ্চার তোমাদিগকে লোকদৃষ্টিতে চিহ্নিত মানব বলিয়া প্রতিভাত করিতে পারে। প্রত্যেকে প্রকৃত অখণ্ড হও, তাহা হইলেই জাল অখণ্ডগুলি অবগুণ্ঠনে মুখ লুকাইবে। তোমরা যে ভালবাসিতে শিখ নাই, ভালবাসার প্রেরণায় ঐক্যবুদ্ধি ও ত্যাগধর্ম্মকে স্বভাবসম্পদে পরিণত করিতে পার নাই, অসংখ্য শিষ্যের গুরু হইবার পরে ইহাই ত' আমার অন্তরের একমাত্র আফশোষ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ কার্শিয়ং (দার্জ্জিলিং)

১২ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৭৭

(২৬-৫-৭০ ইং)

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পয়লা বৈশাখ তোমাদের ওখানে বহু ভক্তিমান্ নরনারীকে নিয়া সমবেত উপাসনা করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। সমবেত উপাসনা আমার প্রিয়তম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে যাহারা ভক্তিযুক্ত চিত্তে যোগদান করে, তাহাদের প্রতি আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়।

সমবেত উপাসনার দিন তোমাদের ওখানে আর এক দল লোক মিলিত হইয়া ভিন্ন এক স্থানে সমবেত উপাসনা করিয়াছে শুনিয়া মনে বিমিশ্র ভাবের উদ্ভব হইল। এমন একটা অনুষ্ঠানে, বিশেষ করিয়া বৎসরের একেবারে প্রথম দিনটাতে দুই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উপাসনা করার প্রয়োজন পড়িত পারে মাত্র (১) দূরত্ব বিবেচনায়, (২) একস্থানে সকলে মিলিত হইলে স্থানের সঙ্কুলান না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায়, (৩) দুইটী বিশিষ্ট স্থানে দুইটী গুরুত্বপূর্ণ কারণের বিদ্যমানতার দরুণ, অথবা (৪) কোনও বিশেষ ঘটনার প্রভাবে। কিন্তু এইগুলির সবই পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীবর্দ্ধক-রীতিতে নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত হইবে, ইহাই আশা করা উচিত। কিন্তু

সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, কেবল নিজেদের জিদ রক্ষা করিবার জন্য, কতিপয় ব্যক্তি আলাদা করিয়া অন্য এক স্থানে সমবেত উপাসনা করিল, ইহাতে তোমরা ক্ষুব্ধ হইলে হইতে পার। ইহা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু ভাইবোনেরা যদি অবুঝ হয় আর অজ্ঞান হয়, তাহারা যদি সদ্বুদ্ধি, সদ্যুক্তি, সৎপরামর্শ গ্রাহ্য না করে, মৈত্রীপূর্ব্বক কথা বলিতে গেলে তাহারা যদি ক্ষেপিয়া যায় এবং রাগিয়া আগুন হয়, তবে তাহাদিগকে নিজ নিজ জিদের পথে চলিতে দেওয়া ছাড়া তোমাদের আর অন্য কোন্ পথ আছে? তাহারা ভিন্ন হইয়া অন্যত্র উপাসনা করিল বলিয়া কি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিবে? না নিশ্চয়ই নহে।

বরং এই কথা ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দেও যে, তাহারা একেবারেই উপাসনা না করিবার বুদ্ধি না-করিয়া যে অন্যত্র হইলেও বসিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছে, ইহা মন্দের ভাল হইল। একেবারে ভগবানকে না ডাকার চেয়ে অন্যের উপরে রাগ করিয়াও যে ডাকা হইল, ইহাও এক মস্ত লাভ। তবে সকলের সঙ্গে মিলিয়া ডাকিলে তাহাদের অনেক বেশী লাভ হইত।

"ওরা চাহে একা একা করিতে সাধন,
সকলের তরে মোর পূজা-আয়োজন ।।"—আমার এই গানটা কি তোমরা শুনিয়াছ? ত্রিপুরার সঙ্গীতামোদী ছেলেমেয়েরা উদ্দণ্ড আনন্দে অধীর হইয়া গ্রামে গ্রামে এই গানটী গাহিতেছে।

"একটী প্রাণীও যেন বাদ নাহি যায়,
সবাই তোমারে যেন সমভাবে পায়।"—আমার এই গানটীও কি শুনিয়াছ? ত্রিপুরার গ্রামে এই গানটী কেহ-না-কেহ গাহিতেছে। এ গানের মানেই এই যে সকলকে লইয়া সকলে সাধন করিবে, কাহাকেও কেহ বাদ দিবে না, কাহাকেও অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবে না, কাহাকেও শত্রু ভাবিবে না, ছোট ভাবিবে না, দূর ভাবিবে না, পর করিবে না, আপনার আপন জানিয়া কাছে বসাইবে, পাছে বসাইবে, সম্মুখে বসাইবে, দক্ষিণে ও বামে বসাইবে, সমস্বরে সমকণ্ঠে সমমনে সমপ্রাণে উদ্‌গীথ গাহিবে, —"জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর ঈশ্বর।"

এমন অনুষ্ঠানে যে যোগ দিতে পারে, সে ভাগ্যবান্। পয়লা বৈশাখের পরম শুভ দিনে যে কেহ কেহ তোমাদের সকলের সম্মিলিত ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত পবিত্র সমবেত উপাসনায় যোগ দিল না, তাহাতে ইহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

কাহারও উপরে রাগ করিয়া, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নিয়া, কাহাকেও অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশ্যে, কাহারও সম্পর্কে হেয় জনমত সৃষ্টি করিবার মতলবে বা দুর্ব্বুদ্ধির তাড়নায় যদি কেহ কোনও ধর্ম্মকার্য্যও করে, তবে সে তাহার পূর্ণ-পুণ্যফল পায় না, এইটুকুই আমার ব্যথা। ইহাদের সুমতি হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

কার্শিয়ং (দার্জ্জিলিং)
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭
(২-৬-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দেশের চারিদিকে এখন অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, উন্মার্গগামিতা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলিয়াছে। এই অবস্থায় নিরীহ প্রকৃতির লোকদের নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিশ্চিন্তে করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তোমরা অনেকেই যে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া হতচকিত বা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছ, ইহা লক্ষ্য করিতেছি। ইহা স্বাভাবিক। সকল দেশের নূতন পরিবর্ত্তনের মুখে এইরূপ সব অনিশ্চয়তা দেখা যায় এবং ধৈর্য্যশীল সহিষ্ণু ব্যক্তিরা চারিদিকের গণ্ডগোলের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া নিজেদের বিবেক বিহিত কর্ত্তব্য ধীরে ধীরে করিয়া যান।

কে কাহার ভাল করিতেছে আর কে কাহার মন্দ করিতেছে, এই সকল উত্তেজনাকর বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করিও না। নিজে যাহাতে কাহারও মন্দ না কর, নিজে যাহাতে একমাত্র সৎকর্ম্মেই লিপ্ত থাক, কেবল তাহার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখ। বুদ্ধি-বিহ্বলতাকারী বিপর্য্যয়ের মাঝখানে নিজের প্রকৃত কর্ত্তব্যটুকু স্মরণ রাখিতে এককণা ভুলও যেন না হয়।

পরমেশ্বরের নামে মনকে নিয়ত সংযুক্ত রাখ এবং নামসেবার ফলে অন্তরে যে প্রশান্ত প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়, তাহার আলোকে পথ দেখিয়া চল। অন্ধের মতও চলিও না, ভীতিবিহ্বলও হইও না। সর্ব্বজীবের কুশল চিন্তা কর এবং নিজেকে সর্ব্বজনমঙ্গলকারী-রূপে গড়িয়া তুলিতে যত্নবান্ হও। সাময়িক ভুল-ভ্রান্তির জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। পথ চলিতে গেলে ওঠা-নামা আছেই, কিন্তু চলা বন্ধ করিও না। পরমেশ্বর তোমার সহায় হইবেন, এই বিশ্বাস রাখিও। সর্ব্বজীবে প্রেম তোমার লক্ষ্য, সর্ব্বজনে ভালবাসা তোমার স্বভাব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২২শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৭৭
(৭-৭-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণ-ভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজের শরীর নিয়া আমি নিজে কখনও চিন্তা করি না। মনটা আমার নিয়ত শরীরের জগৎ হইতে আলাদা রহিয়াই কাজ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ডাক্তারেরা আমাকে কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া বিশ্রাম নিতে বাধ্য করিবেন। আমাকে আগামী পৌষ মাস পর্য্যন্ত খুব

সাবধানে শরীরকে বাঁচাইয়া কাজ করিতে হইবে। এই কারণেই তোমাদের অঞ্চলে শীঘ্রই কোনও ভ্রমণ-তালিকা করা সম্ভব নহে। ইহা এক হিসাবে তোমাদের পক্ষে শাপে বর হইল। এখন আমি গেলে তোমরা সামলাইতে পারিতে না। তোমাদের দেশে আমি অল্প কতক দিনের ব্যবধানে তিনটী স্থানে গিয়াছিলাম। যেরূপ সংখ্যায় দীক্ষার্থী ও দর্শনার্থীর সমাগম হইয়াছিল, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যজনক মনে করিয়াছ। কিন্তু এই অভ্যাগতদের প্রতি স্থানীয় লোকের যথেষ্ঠ কর্ত্তব্য আছে। দীক্ষাই যখন নিতে আসিয়াছে, তখন থাকুক না লোকগুলি দুই দিন উপবাসী,তাহাতে কি আসে যায়,—এই জাতীয় মনোভাব কাহারও থাকা উচিত নহে। নির্দ্দিষ্ট একজন গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে আসিলেও ইহারা সকলেই পরমার্থ-পথের পথিক হইতে আসিয়াছে, সুতরাং এই লোকগুলিকে স্থিতিস্থানের এবং যৎসামান্য আহারীয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া গ্রামবাসীদের পক্ষে পুণ্যজনক ও গৌরবাবহ। তুমি নিজেই দেখিয়াছ, তোমাদের অঞ্চলের পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী স্থানের কোথাও দেড় হাজার, কোথাও তিন হাজার এবং একটী স্থানে দুই দিনে চারি হাজার দুই জন নরনারীর দীক্ষা হইয়াছিল। শেষোক্ত স্থানে যাহারা দীক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা গ্রামবাসীদিগকে ধন্য-ধন্য বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়াছে। তাহারা অধিকাংশেই ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটীকে এক মহাতীর্থ বলিয়া সম্ভবতঃ চিরকাল স্মরণে রাখিবে। এই সময়ে এই জাতীয় আতিথ্য প্রত্যেক স্থানেরই সম্ভ্রম ও কৌলীন্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আমি অতি সামান্য

লোক, নিজেকে আমি অন্য দশ জনের চাইতে একটুকুও বিশেষ বলিয়া কল্পনা করি না। সুতরাং আমার মতন সাধারণ লোকের আগমনে অন্য একটী সাধারণ গ্রাম অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিল, এইরূপ কোনও অভিমান বা ধারণা আমি অন্তরে পোষণ করি না। কিন্তু, কত পথক্লেশ সহ্য করিয়া যে শত বা সহস্র নরনারী নবজন্ম-লাভের সাত্ত্বিকী প্রেরণায় ছুটিয়া আসিল, তাহাদের সাত্ত্বিকী কামনা ও একাগ্রতা স্থানটীকে বিশেষ ভাবে গৌরবমণ্ডিত করিল এবং এই কারণে এই স্থানটী কাহারও কাহারও স্মৃতিতে প্রীতির প্রদীপে প্রোজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া রহিল। দেশের সবগুলি গ্রামেরই কি এরূপ সৌভাগ্যলাভ হয়? এই জন্যই যাহা কর, সকল গ্রামবাসীদের সহযোগ, সম্মতি, সাগ্রহ সহায়তার মধ্য দিয়া করিও।

গ্রামে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে বলিয়া তাঁহাদেরও আমাকে ভয় করিবার কিছু নাই, আমাদেরও ভাবনার কারণ নাই। আমরা কদাচ কাহাকেও নিজপথ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করি না। শুধু "চেষ্টা" বলিব কেন, কল্পনাও করি না। দূর হইতে যাহারা বাঁশরী শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহাদের ব্যতীত আর কাহারও আমি দীক্ষা-মণ্ডপে প্রবেশ-কামনা করি না। আমি বাঁশী ওষ্ঠ দ্বারা বাজাই না, বাজাই প্রাণে প্রাণে, বাজাই মনে মনে। আমার জালে সূতা নাই, আছে অশরীরী ইচ্ছা। নিখিল জগতের প্রতিটি মানব জগন্মঙ্গলের ধ্যাতা

হউক, আমার শুধু এই একটী মাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমার ধর্ম্মমত, ধর্ম্মপথ জগতে অদ্বিতীয় হইয়া থাকুক, অন্য মত ও অন্য পথগুলি অন্তর্হিত হইয়া অসপত্ন সাম্রাজ্য আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাউক, এইরূপ উদ্ভট কোনও বাসনা আমার নাই।

যদি বোঝ যে, তোমার স্বগ্রামবাসীরা বা তোমাদের অঞ্চলাধিবাসীরা আমাকে চাহেন না, আমার উপস্থিতিকে উদ্বেগের দৃষ্টিতে দেখেন বা উপদ্রব বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে বিনা দ্বিধায় ও বিনা বিতর্কে আমার প্রস্তাবিত ভ্রমনের তালিকাটী তোমরা বাতিল করিয়া দিও। তারিখটী যখন ঘোষিত হয় নাই, তখন বাতিল করার দ্বারা কাহারও কোনও ক্ষতিসাধন করা হইবে না। বাতিল করার দরুণ আমারও সম্মান কোন স্থানে ক্ষুন্ন হইবে বলিয়া মনে করি না। এই যে আমার উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম-আসামের ভ্রমণ-তালিকাটী ডাক্তারেরা জোর করিয়া বাতিল করিয়া দিলেন, তাহাতে তারিখগুলি প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া স্থানগুলির কোথাও কোথাও ব্যবস্থাপনাদিতে ব্যয়িত অর্থের কিছু অপচয় হইয়াছে, কোথাও কোথাও কিছু কিছু লোক সময়-মত প্রগ্রামস্থগিতের সংবাদ না পাওয়াতে অকারণ যাতায়াত-ব্যয় ও পথক্লেশ সহ্য করিয়াছে কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝিয়াছে যে, চিকিৎসকেরা আমাকে যাইতে না দিলে আমি গায়ের জোরে ঐ সময়ে যাইবার চেষ্টা করিতে পারি না। সুতরাং এই ব্যাপারে কোথাও আমার এককণাও প্রতিষ্ঠাচ্যুতি ঘটে নাই জানিও।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বাহিরের লোকের মধ্যে প্রচারের চেয়েও বড় কাজ এখন তোমাদের হইতেছে নিজেদের মধ্যে আদর্শকে জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। যাহাদের জনবল বৃদ্ধির দিকেই লক্ষ্য থাকে, তাহারা যাকে-তাকে নিজেদের ভিতরে আনিয়া সংঘের নৈতিক শক্তিকে অনেক সময়ে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। এই কারণেই Recruitment বা সংখ্যা-বৃদ্ধির চেষ্টার চেয়েও Consolidation বা সংগঠনের দাম অনেক বেশী। একটী দীক্ষা-মণ্ডপে এত লোক দীক্ষার জন্য আসে যে অনেক সুবক্তার বক্তৃতা শুনিতেও সর্ব্বদা এত লোক হয় না। ইহা দ্বারা এখানে দীক্ষা নিবার বিষয়ে লোকের স্বাভাবিক আগ্রহের বা গভীর শ্রদ্ধারই পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের পরে যদি লোকগুলি সাধন-কর্ম্ম না করে, প্রকৃত অখণ্ডের আদর্শ কি, তাহা অনুধাবন করিতে চেষ্টা না করে, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃত অখণ্ডের শ্লাঘ্য চরিত্রটীকে না খুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করে, তবে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া দীক্ষাদান ও দীক্ষা গ্রহণ যে অলীক কাণ্ডে পর্য্যবসিত হইবে! যাহাদের দীক্ষার উপলক্ষ্যে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে একটা গ্রামের প্রায় অধিকাংশ গৃহস্থ বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিলেন, তাহাদের দীক্ষালাভ জগতের মানচিত্রে মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তনের কোনও চিহ্ন রাখিতে পারিবে না, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। দীক্ষা ইহাদের জীবনে দিব্যায়ন প্রদান করুক। এই বিষয়ে তোমরা প্রাক্তন কর্ম্মীরা সকলে সমভাবে আগ্রহী ও

কর্ম্ম-তৎপর হও। এত শিষ্যশিষ্যা আমার হইয়াছে যে, জীবনে যদি আর একটী শিষ্যকেও দীক্ষিত না করি তথাপি গুরুরূপে আমার নামের জৌলুষ কমিবে না। কিন্তু যাহারা শিষ্য হইল, তাহারা আমার আদর্শ বুঝিবার চেষ্টা করিল কি না, ইহা তোমাদের দেখা প্রয়োজন।

তোমাদের আরও একটী জিনিষ প্রয়োজন। তোমাদের মধ্যে যাহারা কর্ম্মের দরুণ বা ত্যাগের দরুণ, বিশ্ব-পরিস্থিতির আনুকূল্য হেতু গুরুভাই গুরুভগিনীদের মধ্যে একটু অধিক বলিয়া গণনীয় হইয়া উঠিয়াছ, তাহাদের ভিতরে নিরভিমান প্রেমের প্রয়োজন। "আমি প্রেমিক" এই ভাব লইয়া নহে, "এতদিনেও আমি সত্যিকারের প্রেমিক হইতে পারিলাম না" এই ভাব লইয়া তোমরা প্রেমিক হইবার চেষ্টা কর। গর্ব্বাচ্ছাদিত বিনয় কোনও কাজে আসিবে না। অপরের প্রতিষ্ঠা দর্শনে যাহারা ঈর্ষ্যার জ্বালায় জ্বালিয়া মরে, তাহাদের প্রেমের অভিনয় বৃথাই হইবে। প্রেমিক যে হইবে, তাহাকে ঈর্ষ্যা ও অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এই দুই বস্তু হৃদয়-কন্দরে থাকিলে প্রেমের প্রভু সেখানে পদার্পণ করিবেন না। এজন্য প্রত্যেকে তোমরা সাধন-নিষ্ঠ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২শে আষাঢ়, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এতগুলি মাসের মধ্যে তোমাকে পত্র লিখিবার অবকাশ পাই নাই। বর্ত্তমানে ত' ডাক্তারেরাই শ্রম কমাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং পত্রের প্রত্যাশা না করাই ভাল। একজনকে যাহা লিখি, তাহা হইতেই দশ জায়গার দশ জনে আবশ্যকীয় উপদেশ সংগ্রহ করিও। আশীর্ব্বাদের জন্য লেখনীর প্রয়োজন হয় না, আশীর্ব্বাদ অন্তর হইতে অবিরাম দশ দিকে অবিশ্রান্ত-গতিতে ছুটিয়া যাইতেছে! যে কাজ করিবে, সে-ই আশীর্ব্বাদ অনুভব করিতে পারিবে এবং সে-ই আশীর্ব্বাদকে সফল করিয়া নিজ জীবনে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। আসল কথা হইতেছে এই যে, কাজ করা চাই।

তোমাদের ওখানে যাহাদিগকে দীক্ষাদান করিয়াছিলাম, তাহাদের সংখ্যা চারি হাজার দুই। তন্মধ্যে দুই চারিটি নিতান্ত শিশু এবং দুই একজন স্থবির আছে। বাকী সকলের সঙ্গেই তোমাদের প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে পরিচয়-স্থাপন করা প্রয়োজন। তাহারা যে মহতী দীক্ষা গ্রহণ করিল, তাহার মহিমা ও গরিমা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা তাহারা যে জগতের চিরাচরিত বহু প্রথার সংশোধন, বিশোধন,

দিব্যায়ন ও নবীকরণের পথ উন্মুক্ত করিল, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। দীক্ষা-গ্রহণ যে জীবনের এক সুমহৎ দায়িত্ব ও অপ্রতিম অধিকার, ইহা তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। নিখিল জগতের পশু-সুলভ আত্মসুখচর্চ্চাকে যে দেবতাসুলভ সর্ব্বজনসুখ-বিধানে রূপান্তর দিবার ব্রত গ্রহণ এই দীক্ষা, ইহা ইহাদের প্রতিজনের মনে ও জ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। দীক্ষা গ্রহণ যে শুধু একটা সুলভ হুজুগ বা প্রথা-রক্ষা নহে, ইহার যে তাৎপর্য্য অতীব গভীর এবং অন্তরঙ্গ, ইহার রহস্য যে সাধন-সমুদ্রের অতল-তলে, এই কথাটী তাহাদিগকে বিশ্বাস করাইতে হইবে। এত লোককে যে সকলে মিলিয়া পরমার্থ-পথে চলিবার পথ-সন্ধানে সাহায্য করিলে, এমন প্রশংসনীয় আতিথ্য দিলে, মাত্র এই খানেই তোমাদের কৃতিত্বের ইতি হইয়া গেলে চলিবে না। তোমাদিগকে ইহাদের ঘরে ঘরে যাইতে হইবে, প্রতিজনকে ব্যক্তিগত-ভাবে প্রতি পল্লীর অধিবাসী সতীর্থদিগকে সামূহিক-ভাবে নিয়মিত সাধনে বসিবার প্রেরণা দিতে হইবে। যে পল্লীতে অল্প কয়েকজন মাত্র সমদীক্ষিত আছে, সেই খানেই একটী অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপিত করিয়া সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানটী চালু করিতে হইবে। সমবেত উপাসনার প্রারম্ভে অখণ্ড-সংহিতা-পাঠকে আমি বাধ্যকর একটী বিধিতে পরিণত করিয়াছি। সুতরাং প্রতি মণ্ডলীকে অন্ততঃ একটী করিয়া খণ্ড হইলেও ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। সর্ব্বত্র আমাদের যে ভাব ও

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বাণীর প্রচার হইতেছে, প্রত্যেক নবদীক্ষিত ব্যক্তি যাহাতে তাহার সহিত সদ্যঃ সদ্যঃ পরিচয়-রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও অগ্রণী হইয়া তোমাদিগকে করিতে হইবে। * * * তাহাদের মধ্যে যেখানে যাহার ঈর্ষ্যা, পরনিন্দা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অবগুণ রহিয়াছে, চরিত্র হইতে তাহা দূর করিবার জন্য তোমাদের প্রত্যেককে চেষ্টায় নামিতে হইবে। মানুষের ভিতর হইতে যেই দোষটীকে দূরীভূত করিবার জন্য তোমরা উদ্যমশীল হইবে, তোমাদের নিজেদের ভিতরে কদাচ সেই দোষটী যাহাতে না প্রবেশ করিতে পারে, সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। অপরকে মন্দ হইতে ভাল করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তোমাদের মনের ভিতরে যাহাতে আবার মাতব্বরীর ভাব না আসিয়া যায়, তাহার দিকেও লক্ষ্য দিবে। মোট কথা, এতগুলি লোক ত' দীক্ষা নিল, এতগুলি সাধারণ চরিত্রের লোক ঠিক এতগুলি অসাধারণ চরিত্রের অসাধারণ লোকে পরিণত হউক, এইটীই তোমাদের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য হইবে। এই চারি হাজার দুই জন লোকের দীক্ষা নিবার পূর্ব্বদিন পৃথিবীর মানস-চরিত্র যাহা ছিল, দীক্ষা-গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যে পৃথিবীর মানসমূর্ত্তি তাহা অপেক্ষা অনেক পরিচ্ছন্ন, অনেক পবিত্র, অনেক উন্নত এবং অনেক শ্লাঘনীয় হউক।

মানুষ পশু হইতে উন্নততর হইবার চেষ্টা করিতেছিল। অনেক মানুষ সেই চেষ্টায় সফলতাও আহরণ করিয়াছিল।

কিন্তু মানুষ পুনরায় প্রাণপণে পশুত্বের স্তরে অবতরণ করিবার জন্য প্রাণপণ বেগে ছুটাছুটি সুরু করিয়াছে। কিন্তু অবস্থা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলে চলিবে না। মানুষকে জগন্মঙ্গলমুখী করিয়া তাহার পশুত্বস্পর্দ্ধী অধোগতি ঠেকাইতে হইবে। মানুষকে আমরা দেবতা করিব। তাহার জন্যই তাহার দীক্ষা।

দীক্ষা নিল, সাধন করিল না, সে বড় হতভাগ্য। দীক্ষা নিল, পরদার ছাড়িল না, পরপুরুষ-সংসর্গ হইতে বিরত হইল না, চুরি ছাড়িল না, ডাকাতি ছাড়িল না, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-প্রতারণা কিছুই বর্জ্জন করিল না, দীক্ষার প্রতি ইহা এক নিদারুণ অসম্মান। দীক্ষা নিয়া কেহ দীক্ষার অসম্মান না করে, তাহার জন্য তোমাদের এখন গুরুতর শ্রম করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী, মঙ্গলকুটীর
৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৭৭
(২১-৮-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ৪ঠা চৈত্রের পত্রের উত্তর আজ দিতেছি।

তোমরা অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছ।

মণ্ডলী স্থাপনের পরেই বা যে-কোনও বৎসর কার্য্যকারী সমিতির পুনর্গঠনের পরেই কর্ত্তব্য হইতেছে, আওতার অধীন অঞ্চলের প্রত্যেক অখণ্ডের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় স্থাপন করা এবং তাহাদের প্রতিজনকে গুরুদত্ত সাধনের প্রতি একান্ত ভাবে রুচি-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা। এই চেষ্টারই অঙ্গ রূপে তাহাদিগকে সপ্তাহে সম্ভবমত অধিক সংখ্যায় সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করিয়া শান্ত ভাবে স্নিগ্ধ মনে প্রীতিপূর্ণ চিত্তে সমবেত ঈশ্বরোপাসনা সম্পন্ন করিয়া কোলাহল-বিবর্জ্জিত সাত্ত্বিক আনন্দটুকু লইয়া গৃহে ফিরিবার অনুশীলন-টুকুতে লগ্ন করার প্রয়াস পাইতে হইবে। কলহ, কোলাহল, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, হুড়াহুড়ি, হৈ-হল্লা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি হইতে সম্যক্-মুক্ত ভাবে কেহ দুই চারি বা দশ বিশ সপ্তাহ সকলের সঙ্গে সমবেত উপাসনা করিয়া গেলে ইহা দ্বারা তাহার মনের গতি এবং রুচি-প্রকৃতির অতীব প্রশংসনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিবে। একবার একদল লোকের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনটী আসিয়া গেলে মণ্ডলী তাহার প্রকৃত স্বভাব-ধর্ম্মে দেখিতে না দেখিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, বলিয়া জানিবে। * * * তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ যখন রূপবন্ত হইবে, তখন মানুষ বিনা অনুরোধে, বিনা প্ররোচনায়, তোমাদের কোনও প্রকারের চেষ্টার অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনি সেই পথেপাদচারণা করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে, যেই পথটীকে তোমরা শ্রেষ্ঠপথ জানিয়া নিজেরা অবলম্বন করিয়াছ।

প্রত্যেকের প্রাণে এই ভাবটী জাগাইয়া দাও যে, অদীক্ষিত থাকিবার সময়ে তোমরা যে যাহা ছিলে, দীক্ষিত হইবার পরে তাহার তুলনায় যে তোমরা শত গুণে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হইয়াছ, তোমাদের চিন্তায়, বাক্যে, কর্ম্মে ও প্রতিপদ-বিক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতে হইবে। জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলির মতন তোমরাও যে প্রতিজনে জগৎপূজ্য হইতে পার, এই আত্মবিশ্বাসটী তোমরা অন্তরে পোষণ করিতে ভুলিও না। নিজেদিগকে হেয় বা হীন জ্ঞান করিও না। সকলকে লইয়া তোমরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শীর্ষদেশে উঠিবে বলিয়াই যে নিজেদের গ্রামে মণ্ডলী স্থাপিত করিয়াছ, এই কথাটী ভুলিও না। * * * ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অতি সাধারণ লোকদের সঙ্ঘও অমিত শক্তিশালী হইতে পারে, যদি থাকে নিজেদের মধ্যে মৈত্রী, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা। জগতের মহত্তম কাজ সাধিবার জন্যই তোমরা মিলিত হইয়াছ, এই কথাটী, এই সঙ্কল্পটী কদাচ ভুলিও না। মতভেদ ঘটিলেই তাহাকে কেহ মনোমালিন্যের পর্য্যায়ে ফেলিবে না। মতভেদ হউক, ক্ষতি নাই, পথ-ভেদ না ঘটিয়া যায়। মতভেদ হইলে কর্ম্মবণ্টনের কৌশলের মধ্য দিয়া ভেদ এড়াইবে। যুগপৎ তোমাদিগকে অতীব গভীর এবং অতীব ব্যাপক কাজ করিয়া যাইতে হইবে। ব্যাপক কর্ম্মে একটু অগভীরতা থাকেই, অন্তর্গূঢ় অতি-গভীর কাজকে ব্যাপক করা দুঃসাধ্য। দুই জাতীয় কাজ দুই দল কর্ম্মীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা

রোষকে মণ্ডলীর চতুঃসীমায় আসিতে দিও না। অখণ্ডমণ্ডলী তোমাদের গুরুদেবেরই সঙ্ঘময়ী মূর্ত্তি, তাহার পবিত্রতা কেহ যাহাতে নষ্ট না করিতে পারে, ইহা তোমাদের দেখিতে হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ
গুরুধাম, কলিকাতা—৫৪
৭ই ভাদ্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সম্প্রতি তুমি ভ্রাতৃ-বিয়োগে অত্যন্ত শোক-বিধুরা। এই জন্য সান্ত্বনা হিসাবে এই পত্রখানা লিখিতেছি। ভাই তোমার এমন ছিল, যাহার ভক্তিতে বাহ্য আড়ম্বর ছিল না বা নিজেকে ভক্ত বলিয়া পরিচিত করিয়া বাহবা নিবার যাহার রুচি ছিল না। তবে, আমি জানিতাম তাহার ভক্তির গভীরতা এবং আমি তাহাকে প্রাণসম প্রিয় বলিয়া ভালবাসিতাম। সে তাহার জীবনে শ্রেষ্ঠ-প্রাপ্তি আমাতে ভালবাসা অর্পণের মধ্য দিয়া এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে পাইয়া গিয়াছে যে, তাহার জন্য আর কাহারও কোনও আফশোষ রাখিবার পথ নাই। স্বর্গত এই পরম ভক্ত অনন্তজীবী হইয়াছে।

ভাণ বর্জ্জন করিয়া ভালবাসিবার শক্তি তোমাদের প্রত্যেকের

হউক। ভাণ হইতেই ক্ষমতালিপ্সা আসে, যশোলোভ আসে, অন্যকে নিজের অঙ্গুলীহেলনে চালাইবার কুপ্রবৃত্তি আসে এবং ঐ সকল অবাঞ্ছনীয় মনোভঙ্গী হইতেই চারিদিকে নানা মনে বিক্ষোভের এবং সাবলীল স্বাভাবিক কর্ম্মগতিতে জটিল গ্রন্থি ও কুটিল আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। ভাবিয়া দেখ, সেই দৃশ্যটী কি মনোহর, যেখানে বহু প্রাণ একটী লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে নিজ নিজ স্বভাবের গতিতে এবং পথিমধ্যে কাহারও ভাণ, দম্ভ, দর্প, বিরাগ, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা বা অন্য ক্ষতিকর মনোভঙ্গী এই সরল প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণে বা বামে পথ-পরিবর্ত্তনে বাধ্য করিতেছে না। বিচার করিয়া দেখ, সেই দৃশ্যটী কি চমৎকার, যেখানে একই নদীর বিশাল বক্ষে হাজার হাজার বিভিন্ন তরণী নিজ নিজ স্বভাবসুন্দর পাল তুলিয়া একই লক্ষ্য-পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এক নৌকার গলুই অন্য নৌকার ছইয়ের উপরে তুলিয়া দিয়া বিক্ষোভ, বিরক্তি, বিঘ্ন বা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিতেছে না। সমস্ত নদীটা লইয়া একা চলিবে, এত বড় নৌকা তো তোমাদের একজনের কাহারও নাই। দুনিয়ার সমস্ত যাত্রীকে একটী নৌকাতেই তুলিয়া নিবে, এত বড় নৌকা তোমাদের কাহারও আছে বলিয়া ত' গর্ব্ব করিতে পার না। নৌকা সকলেরই ছোট, সকলকেই জোয়ারের ও অনুকূল পবনের সুযোগ নিতে হইবে কিন্তু একজন আর একজনের নৌকার ঘাড়ের উপরে নিজের নৌকা তুলিয়া দিয়া বিভ্রাট সৃষ্টি করিবে না। প্রয়োজন এই ব্যবস্থার।

এই ব্যবস্থাটুকুকে সুচারু করিবার জন্যই জগতে সঙ্ঘ গড়িয়া ওঠে। নিজেদের মধ্যে মারামারি, কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অসম্প্রীতি বাড়াইবার জন্য সঙ্ঘ নহে। * * *

জনে জনে কর্ত্তা হইতে গেলে কদাপি কোনও সুশৃঙ্খল কর্ম্মব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে না। জনে জনে কর্ত্তা হইতে গেলে একজনের অশেষ পরিশ্রমের শুভফলটুকু আর একজনের অপরিমিত চেষ্টার ফলে খণ্ডিত হইয়া যায়। এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া কেবলই আত্মখণ্ডন করিলে কদাচ সংঘ সসম্মানে জীবিত থাকিতে পারে না। ব্যক্তিত্বের অহমিকা এবং নিজ নিজ বুদ্ধিবলের দম্ভ পরিহার করিয়া প্রত্যেককে আনুগত্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা—৫৪

১০ই ভাদ্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * চারিদিকে নানা রকমের মতবাদ সাড়ম্বরে প্রচারিত ও নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া গৃহীত হইতেছে দেখিয়াই কেহ ভাবিও না যে, পরমেশ্বর এই জগৎ হইতে বিদায়

লইবেন। তিনি চিরকাল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করিবেন। তাঁহার শ্রীচরণের সুখস্পর্শ লোভে শত সহস্র ব্যাকুল চিত্ত সাগ্রহে প্রকৃত পথের সন্ধান খুঁজিয়া বেড়াইবে। সুতরাং আমাদের পেনশন পাইবার অবকাশ রহিবে না।

কাহাকেও জোর করিয়া বা যুক্তি দেখাইয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী করিবার চেষ্টা না করিয়া, যাহারা স্বভাবতই ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাহাদের প্রত্যেককে খুঁজিয়া বাহির কর এবং সম্ভব হইলে পরমেশ্বর-প্রেমের অমৃত-ভাণ্ড তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধর। অখণ্ডমণ্ডলী প্রতিষ্টার ইহাই এক মৌলিক উদ্দেশ্য, জানিও। কাহাকেও নিজ মত বা নিজ পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিবার অপচেষ্টার তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। * * * সময়ের অল্পতাকে কোনও দুরতিক্রমণীয় বাধা বলিয়া মনে করিও না। মন একাগ্র হইলে অতি অল্প সময়ে এক যুগের কাজ করা যায়। * * * অনেক পাথর এমনও আছে, যাহা খুঁড়িতে পারিলে অতি নিকটে স্ফটিক-নির্ঝর বাহির হইয়া পড়িবে। * * * প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য, প্রীতি, সংঘানুবর্ত্তিতা ও উগ্র-ব্যক্তিত্ব-বোধ-বর্জ্জিত নিষ্কলুষ সেবা-বুদ্ধিকে জাগ্রত ও ক্রিয়ান্বিত রাখিতে চেষ্টা করিও। তোমাদের অভ্যুদয় কেহ রুখিয়া রাখিতে পারিবে না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ বারাণসী

২৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৭৭

(১৫-৯-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বিবাহ করিলে, স্ত্রী স্বামি-গৃহে আসিল না, পিত্রালয়েই পড়িয়া রহিল। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরে তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা করিলে, সে দিব্যি একজন রাজপুতকে বিবাহ করিয়া অন্য সংসারের বধূ সাজিয়া গেল। ব্যাপার বিচিত্র এবং রহস্যময়। ইহার নিগূঢ় কারণ কি হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধানের ভিতরে আমি এখন প্রবেশ করিব না। তবে, তোমাকে আপাতত এইটুকু বলিতে পারি যে, তোমাকে তোমার স্ত্রী সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য পালনের সুযোগ করিয়া দিল। তুমি এই সুযোগকে শান্ত মনে গ্রহণ কর এবং রমণী-সংস্রব হইতে মনকে ও কল্পনারাশিকে উর্দ্ধে তুলিয়া নিয়া আইস। এ পথে যে শান্তি পাইবে, শত-ললনা-সম্ভোগেও সেই শান্তি নাই।

অনেক রমণী স্বামীর প্রতি কল্পিত অভিযোগ পোষণ করিয়া রোষবশে পুরুষান্তর গ্রহণ করে। অনেক রমণী রিরংসার তাড়নায় দারুণ সম্ভোগ-সুখেচ্ছা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পতিত্যাগ করে। অনেক রমণী দুষ্ট পুরুষ বা দুষ্টা নারীর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া

ভুল বুঝিয়া ঠিক যেন সম্মোহিত ব্যক্তির ন্যায় অকাণ্ড করিয়া স্বামিত্যাগের রাস্তার নামে। যে যেই কারণেই ইহা করুক, মানুষের মনের ধিক্কার এই অসৎপথাশ্রয়িণীরই প্রতি, তার স্বামীকে লোকে অনুকম্পা মাত্র করিতে পারে। তুমি নিজে যদি নিজের আচরণে নির্দ্দোষ হইয়া থাক, তবে অন্যে যাহা করিয়াছে, তোমার দায়িত্বও নাই, অপবাদও নাই। তোমাকে কেহ অপবাদ দিতে আসিলে তাহা তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিও।

এখন তুমি কৃতনিশ্চয় হও যে, রঙ্গমঞ্চে বিবাহ-নাটকে বর সাজিয়া খুব মজা লুটিয়াছ, এখন তোমার অঙ্গ হইতে অভিনেতার সাজ খসিল। এখন তুমি নিজেকে লইয়া নিজে একেশ্বর হও এবং ভগবানের নামের সহায়ে নিজেকে চিনিবার তপস্যায় ব্রতী হও। আর একটা যুবতীকে আনিয়া পত্নী-রূপে অঙ্কশায়িনী করিয়া আর একবার যাহা করিবে, তাহাও ত' চমৎকার এক অভিনয়ই হইবে! মনে মনে সন্দেহ করিবে, তথাপি বাহিরে মৃদু-মধুর বচনে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া তোমাকে বলিতে হইবে,—'আহা মরি গো, তোমাকে কত ভালবাসি'। কি প্রয়োজন পুনরায় অভিনয়ের? ভারতবর্ষে অর্দ্ধ কোটির উপরে সন্ন্যাসী দারসম্পর্কবিরহিত হইয়া জীবন-যাপন করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিক্ষুক নহেন বা ভণ্ড নহেন। সেই সকল খাঁটি ত্যাগীদের জীবনের পানে তাকাও তাঁহাদের মধ্যে দুই চারিজনেরও যে পদাঙ্ক অনুসরণ করা যাইতে পারে,

তাহা ভাব। মনকে আর সাংসারিক উদ্বেগে জর্জ্জরিত করিও না।

তবে, নিজের জীবিকা নিজেই যে অর্জ্জন করিতে হইবে, প্রাণান্তেও যে কখনো পরের গলগ্রহ হইবে না, এই বিষয়েও কৃতসঙ্কল্প হও। আর বিশ্বের কোটি কোটি ব্যথিত, মথিত, দুঃখার্ত্ত, দৈন্যক্লিষ্ট জীবের সহিত অন্তরের সহানুভূতি জমাইয়া তাহাদের প্রতি প্রেমে একেবারে ডগমগ হইয়া যাও। বিশ্ববাসীর প্রতি যাহার প্রেম আসিয়াছে, রমণী-লালসা তাহাকে কি করিয়া পথভ্রান্ত করিতে পারে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

বারাণসী
২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়াছি। তোমার পত্রের আরও বিশেষত্ব এই যে, তুমি কয়েক কুড়ি প্রশ্ন করিয়াছ। প্রশ্ন যত কমান যায়, উত্তর পাইতে তত সুবিধা, উত্তর বুঝিতেও তত সুবিধা। একটী লোকে যখন হাজার প্রশ্ন করে, তখনই বুঝিতে হয় যে, লোকটার মাথার ঠিক নাই, বুদ্ধির স্থিরতা নাই, কোনও একটী-মাত্র বিষয়েও উপলব্ধির নিশ্চয়তা নাই, কোনও

একটা চিন্তাকেন্দ্রেও বিশ্বাসের নির্ভর নাই, তাই সে এলোপাথাড়ি কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যাইতেছে এবং ইহারই জন্য অধিকাংশ সময়ে খুব সম্ভবতঃ সে প্রকৃত সদুত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমানও নহে। পাগল যেমন না বুঝিয়াও অনেকগুলি অসংলগ্ন বাক্য একটানা কেবল বকিয়া যায়, ইহাও যেন প্রায় তাহারই মতন। অনেকগুলি প্রশ্নকে মাত্র কয়েকটী প্রশ্নে আনিয়া পরিণত করা এবং সেই কয়েকটী প্রশ্নকে মাত্র একটী মৌলিক প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়া তারপরে জিজ্ঞাসা ও বিচার আরম্ভ করাই সুস্থ দার্শনিকতার মূল কথা। জগতে প্রত্যেকটী মানুষই মননশীল, সুতরাং প্রত্যেকেই এক প্রকারের দার্শনিক কিন্তু সকলেই সুস্থ দার্শনিক নহে, কাহারও কাহারও মন অসুস্থ এবং সেই জন্য কতকগুলি অকারণ জেদ এবং অপরের উপরে নিজের মত জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার দুর্নিবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহাদের বিচার ও সিদ্ধান্তের মধ্যে দেখা যায়। চিন্তাশীল হইলেই কেহ মনুষ্য বলিয়া গণনীয় নহে, চিন্তাশীলতার সুস্থতারও প্রয়োজন আছে। ছোটই হউক আর বড়ই হউক, তুমি তোমার মত করিয়া তোমার জন্য একটা প্রতিপাদ্য এবং একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছ। তাহার পরে তুমি খড়্গহস্ত হইয়া লাগিয়া গেলে অন্যের উপরে জোর করিয়া সেই প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে, সেই সিদ্ধান্তকে পরিগৃহীত করাইতে। কেহ যদি তাহা মানিয়া না লয়, তবে তুমি তাহার শিরশ্ছেদন করিবে, তাহার

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

সাত গোষ্ঠীর সকলকে আণ্ডাবাচ্চা-সহ কচুকাটা করিবে, তাহার গৃহরমণীদের ইজ্জত নষ্ট করিবে, তাহার নিজের ও সমর্থক প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে আগুন লাগাইয়া পৈশাচিক উল্লাসে নাচিবে। মননশীল মানুষেরই ত' ইহা কাণ্ড-কারখানা কিন্তু ইহারা আসলে মানুষ নহে, গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি হইতেও নিকৃষ্ট পশুশ্রেনীর জীব-মাত্র। আকৃতি মানুষের হইলেই কেহ মনুষ্য-নামের যোগ্য হয় না।

তোমার অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটী প্রশ্নই অতি প্রধান এবং বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। তাহা হইতেছে এই যে, ধর্ম্ম আফিং এর নেশার মতন একটা নেশা মাত্র কিনা, জগৎ হইতে ইহার অবসান ঘটান সঙ্গত কি না।

ধর্ম্ম যে সত্যই একটা নেশা, ইহা আমি আনন্দ সহকারে স্বীকার করিব। কিন্তু জগৎ হইতে ধর্ম্মকে দূর করিয়া দেওয়া সঙ্গত না অসঙ্গত, সম্ভব কি অসম্ভব, এই প্রশ্নের জবাব দিবার আমার প্রয়োজন নাই। কারণ, যাহা অসঙ্গত, একদিন তাহাকে জগৎ হইতে দূর হইতেই হইবে। জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া কেহ জগতে তাহার স্থিতিকালের পরমায়ু বর্দ্ধিত করিতে পারিবে না। তবে নেশা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে ধর্ম্ম আফিংএর নেশার মত একটা নেশা বলিয়াই যদি তাহাকে দূর করিতে হয়, তবে স্বয়ং আফিংকে কেন তোমরা সমাজজীবন হইতে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছ না? আফিংএর চেয়েও মারাত্মক নেশা হইতেছে মদ্যের। তাহাকে দূর করিবার

জন্যই বা কেন চেষ্টা করিতেছ না? মদ, গাঁজা, ভাং, চরশ প্রভৃতির চেয়ে মারাত্মক নেশা ব্যভিচারের নেশা, পরনারীরমণের নেশা, পরপুরুষ-সংসর্গের নেশা। সেই নেশাই বা দূর করিবার জন্য তোমরা চেষ্টা করিতেছ না কেন? কোনও রাজা বা গভর্ণমেণ্ট বা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র এমন ত' কড়া নির্দ্দেশ কখনো দেন নাই যে, আফিং এর মৌতাত করিতেই হইবে, গাঁজার দম মারিতেই হইবে, ঢক ঢক করিয়া গেলাসের পর গেলাস মদ্য উদরস্থ করিতেই হইবে, পরনারীর আর পরপুরুষের সংসর্গ চাই-ই চাই। একথা কি সত্য যে, ব্যবসাদার পণ্যোৎপাদক, জমিদার, রাজা বা ধনবান্ ব্যক্তিরা সবাই ষড়যন্ত্র করিয়া দরিদ্র লোকদের শোষণ করিবার জন্য একদল মেয়ে-মানুষকে পতিগৃহ ছাড়িয়া গুপ্তভাবে বা প্রকাশ্য-রূপে গণিকা হইতে বলিয়াছে, আর তাহারাই চেষ্টা করিয়া দুনিয়ার যত মদের, গাঁজার, ভাংয়ের, চরশের খরিদ্দার জুটাইয়া দিতেছে? বিকৃতবুদ্ধি নষ্টচরিত্রের মানুষেরা এসব জিনিষ চাহে বলিয়াই কতক লোক জীবিকার্জ্জনের লোভে এসব জিনিষের পণ্যশালা বা আড্ডা তৈরী করিয়াছে। তুমি ত' নিজে মোটা মাহিনা পাও। মাহিনা পাওয়ার পরক্ষণে গিয়া তাস লইয়া জুয়া খেলিতে বস কেন? ইহা কি নেশা নহে? সব টাকাকড়ি হারিয়া শূন্য হস্তে যখন ঘরে ফির এবং যখন গৃহে গিয়া দেখ, তোমার স্ত্রীর ছিন্ন বসন, পুত্র-কন্যাদের মলিন আনন, যখন হিসাব করিয়া কূল পাওনা যে, মাসের আগামী

দিনগুলিতে কি করিয়া সংসার-খরচ চালাইবে, তখন কি বুঝিতে পার না যে, জুয়ার নেশা কত অনিষ্টজনক? বড় বড় উপার্জ্জক মানুষগুলি চাকুরী হইতে অবসর নিবার কালে এই সকল নেশার দায়ে একেবারে নিঃস্ব ও দেনদার অবস্থায় ঘরে ফিরে। এই সকল নেশা দেশ ও রাষ্ট্র হইতে দূর করিবার জন্য তোমার পত্রে উল্লেখিত চিন্তাশীল পুরুষেরা কেহ কিছু করিয়াছেন কি না, তার খোঁজ কর। ধর্ম্ম যদি অহিতকারী নেশাই হইয়া থাকে, তবে কালেরই ধর্ম্মে তাহা জগৎ হইতে লুপ্ত হইবে। ধর্ম্ম অহিতকারী নেশা, না হিতকারী নেশা, তাহা নিয়া তর্ক আছে কিন্তু মদের নেশা, নারীর নেশা, জুয়ার নেশা যে হিতকারী, এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কোনও বদ্ধ পাগলকেও বলিতে শুনা যায় নাই। সুতরাং যেই নেশাগুলির অপকারিতা সম্পর্কে কোনও মতদ্বৈধ নাই, সেই নেশাগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিতে তোমরা বিলম্ব করিতেছ কেন?

বলিবে, "থামুন, আগে সরকারকে করতলগত করিয়া লই, গভর্ণমেণ্ট আগে দখল করি।" কিন্তু বাবা, সরকারের আইন প্রণয়ন ছাড়াই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক পরনারী ছাড়িতে পারিয়াছে, কতলোককে পান দোষ পরিহার করিতেও দেখিলাম। চীনে সান-ইয়াত-সেন আইন করিয়া আফিং-সেবন বন্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু আফিংএর চোরা-কারবার আজও চীনারাই পৃথিবী জুড়িয়া চালু রাখিয়াছে। আইন যখন করিবার ক্ষমতা তোমাদের হইবে, তখন আইন করিয়াই এসব পাপের

উচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিও কিন্তু আইন করিয়া এসব নিবারণের ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বেই কি তোমরা এই শিক্ষাটার প্রসার ঘটাইতে পার না, এই অনুশাসনের প্রতিপালন বাধ্য করিতে পার না যে, প্রত্যেক মানুষকে মদ ছাড়িতে হইবে, জুয়া ছাড়িতে হইবে, এমন কি নেতা বলিয়া পরিচিত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পুরুষকেও মদ খাইতে, জুয়া খেলিতে দেওয়া হইবে না? এত বড় উপস্থিত কর্ত্তব্য হাতের কাছে থাকিতে তোমরা ধোঁয়াটে এক ধর্ম্মনামক বস্তুর বিরুদ্ধে জিকির মারিয়া সস্তায় কিস্তিমাত করিতে চাহিতেছ। প্রকৃত সৎকর্ম্ম তপস্যার ফল। প্রকৃত তপস্যা ত্যাগ ও নিষ্কামতার সহচরী। সত্য সত্য ধর্ম্মের যদি অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকে, তবে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সভাসমিতি করিলে, বক্তৃতা দিলে, এমন কি মন্দির-মসজিদ-গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া দিলেও জগৎ হইতে ধর্ম্ম লোপ পাইবে না। কিন্তু যাহা তোমরা দশ জনে চেষ্টা করিলে এখনি দূর করিতে পার বা সামাজিক মানবের যে দুর্দ্দশাগুলি সত্য সত্যই এখনি প্রভূত পরিমাণে কমাইতে পার, তাহা তোমাদিগকে এখনি করিতে হইবে কিনা, এই বিষয় চিন্তা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
১০ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৭৭
(২৭-৯-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * তোমার পত্রখানা এখানে পৌঁছিতে সতের দিন লাগিয়াছে। তিন দিনে আসিতে পারিত। ডাক-বিভাগের কি যে অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার ইহা এক জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে তুমি অথবা আমি কিম্বা অন্য যে-কোনও সাধারণ সমাজ-কর্ম্মী বা দেশহিতব্রতী নিজেদের মধ্যে কর্ম্ম-তৎপরতা ও সততার যতটুকুকে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিতাম, তাহার শতাংশ যদি স্বাধীনতা লাভের পরের মনুষ্যগুলির মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা থাকিত, তাহা হইলে কদাচ এইরূপ সব ব্যাপার হইতে পারিত না। বছর বছর সাত শত করিয়া টাকা দিয়া মরিতেছি কিন্তু গত ছয় মাসের মধ্যেও আশ্রমের টেলিফোনটীর দ্বারা কোনও সেবা পাই নাই। কারণ কেবল যান্ত্রিকই নহে, অভিযোগ করিলে জনসাধারণের মাস-মাহিনার ভৃত্যেরা তাহা কাণেও তোলেন না। টেলিগ্রাম প্রায়শই একেবারেই পাওয়া যায় না, যেখানকার লোক টেলিগ্রাম করিল, তাহারা জানিলও না যে, তাহাদের টেলিগ্রাম চাঁদের মাটি বা মঙ্গলগ্রহের পাথর কুড়াইতে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু

আর ফিরিযা আসিবে না। যেই টেলিগ্রামটী পাওয়া গেল, তাহাও সমর্থক পত্রের একপক্ষ পরে। ইহার সবটাই যন্ত্রের, আবহাওয়ার বা দৈবের দোষ নহে, দোষ মনুষ্য-চরিত্রের। বিনা মূল্যে স্বাধীনতা লুফিয়া লইয়া দেশের এককালীন প্রধানেরা দেশবাসীর চারিত্রিক সর্ব্বনাশের যে বিষ-বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বিরাট বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার মূলোৎপাটন ব্যতীত দেশের কুশল নাই। এই নিদারুণ চরিত্র-ভ্রংশতা হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবার পথ আমাদের বাহির করিতে হইবে বাবা। তরুণ কৈশোরে তোমরা কেবল আমারই পথশ্রান্ত পদদ্বয় টিপিয়া আমার শ্রমমুক্তি ঘটাইবার চেষ্টা কর নাই বাবা, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবনকে ফাঁসীকাষ্ঠের উদ্দেশ্যে অর্পণও করিয়াছিলে। তোমাদের কাহারো কাহারো সেই সেবা আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। আমি গান গাহিয়াছি আড়াল হইতে কিন্তু তোমরা সে গানে উন্মত্ত হইয়া জীবনদানের যজ্ঞবেদীতে দলে দলে হাজির হইয়াছ। আজ তোমরা কেহ প্রৌঢ়, কেহ বৃদ্ধ। কিন্তু মনে রাখিও, আমার শিষ্যরূপে পরিচয়-প্রদানকারী অন্যান্য প্রৌঢ় এবং অন্যান্য বৃদ্ধদের সহিত পটভূমিকাগত তোমাদের নিদারুণ পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। এই কারণেই আমি দাবী করিব যে, আজ তোমাদের ভূমিকা তোমাদের গুরুভ্রাতারূপে পরিচিত অন্যান্য প্রৌঢ় এবং অন্যান্য বৃদ্ধদের চেয়ে নিশ্চিতই বিশেষ ভাবে সুচিহ্নিত হইয়া সুচিন্তিত ভাবে পৃথক্ হইবে।

আমার শরীর আজকাল তেমন ভাল যাইতেছে না। কয়েক-যুগ-ব্যাপী বিশ্রামহীন অতিশ্রম এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ের বাধ্যকর অর্দ্ধাশন আমাকে পরিপক্ক বয়সে আর যুবকের মত পদক্ষেপ করিতে দিতেছে না। হৃৎপিণ্ড-বিশারদেরা আমাকে শ্রম করিতে দিতে চাহিতেছেন না। তবু আমি কাজ করিতেছি শুধু এই আশায় যে, আমার ছত্রচ্ছায়াতলে যাহারা আসিয়া বসিল, তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ হাতে কিছু কিছু কাজ নিক্। যে কথা আমি একা কহিয়াছি, সে কথা তাহারা প্রতিজনে কহিতে সুরু করুক। যে কাজ আমি নিজে ধরিয়াছি, সেই কাজগুলিতে তাহারা নিজেদের হাত লাগাউক। যে চিন্তা আমি প্রায় আজন্ম করিয়া আসিয়াছি, সেই চিন্তার সহিত তাহারা অন্তরঙ্গ পরিচয়টুকু স্থাপন করুক। ইহাদিগকে যদি মাত্র এইটুকু করাইতে পার, তাহা হইলে আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, তিন শতাব্দী পরের ভারতবর্ষ তোমাদের দিকে সকৃতজ্ঞ নেত্রে তাকাইয়া শ্রদ্ধার সহিত পিতৃতর্পণ করিবে। এখন ত' দেবীপক্ষ চলিতেছে, সকল নিষ্ঠাবান্ সনাতনী পিতৃপুরুষের তর্পণের সাথে নিখিল বিশ্বের পরিতর্পণ কামনা প্রতিদিন প্রাতঃস্নানান্তে করিতেছেন। এই সময়ে তিন শতাব্দী পরের কথা স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

পুত্রকন্যা ত' সকলেরই হইতেছে। কিন্তু হইতেছে তাহারা ঘাড়ের বোঝা, গৃহের আপদ, সংসারের কলঙ্ক। তাহাদিগকে নরকদুঃখনিবারক মহামানবে পরিণত করিবার চেষ্টাই ছিল

শাশ্বত ভারতের নৈষ্ঠিক সাধনা। তিনশত বৎসর পরের পুত্রকন্যাগুলির দিকে তাকাইয়া আমি প্রত্যেকটী চিন্তা করিতেছি, প্রত্যেকটী বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, প্রত্যেকটী কার্য্য করিতেছি। আমাকে কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না?

আমাকে তোমাদের বুঝা প্রয়োজন, আমাকে না বুঝিলে তোমরা তোমাদের নিজস্ব সত্তাকেও বুঝিতে পারিবে না। আমি তোমাদের হিতপানে না তাকাইয়া জীবনের একটী নিঃশ্বাসও বোধ হয় গ্রহণ করি নাই বা একটী প্রশ্বাসও বোধ হয় পরিত্যাগ করি নাই। আমার দাবী এই অভ্রান্ত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমার দাবী শিশুর আবদার নহে, ইহা আমার অধিকারের আত্মজ।

সম্প্রতি তোমাদের এক দেশকর্ম্মাভিমানী প্রবীণ গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়াছিলাম,—"এস বাবা পুপুন্কীতে, একবার চোখে দেখিয়া যাও যে, তোমার ত্রিশ বৎসর আগেকার দেখা পুপুন্কীর কি রূপটী এখন হইয়াছে, তারপরে যদি মন মজে, তবে চিন্তা করিও যে, তোমার শিক্ষাব্রত জীবনের কতটুকু সেবা তুমি এখানে কি ভাবে দিতে পার।" উত্তরে আসিল দাম্ভিক উক্তি,—"আপনি অতীত যুগে যাহা ছিলেন, এখনো তাহাই আছেন, আমার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমার প্রত্যাশা করিবেন না।" চমৎকার! কিন্তু সে সত্য কথাই লিখিয়াছে। আমার কোনও পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই এবং পরিবর্ত্তন ঘটিবার কোনও কারণও নাই। আমি সুদূর কৈশোরে যে বিষয়ে যে সত্যজ্ঞান দিব্য দয়াতে লাভ করিয়াছিলাম,

তাহা এখানো আমার নিকটে অভ্রান্ত তত্ত্ব, নির্ভুল সত্য এবং যথার্থ পন্থা রূপে বিরাজিত রহিয়াছে। আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইব কি করিয়া? A perfect plan is half the work done,— আমার কর্ম্মের ইহাই মূলমন্ত্র। পুপুন্‌কীতে না আসিলে কি করিয়া চাক্ষুষ প্রমাণ পাইবে যে, তেতাল্লিশ বৎসর আগে খামখেয়ালী করিয়া যেখানে মাটি খুঁড়িয়াছিলাম, আজ ঠিক সেইখানে সেই ভিতের উপরেই ত্রিতল প্রাসাদ দাঁড়াইতে চাহিতেছে। আমি আমার নিজের স্থানেই আছি। নূতন নূতন মত আমাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, নূতন নূতন পথ আমাকে টানিয়া নিতে পারে নাই, নূতন নূতন উদ্দীপনা আমার শাশ্বত সনাতন সত্য উদ্দীপনাকে অনুজ্জ্বল করিতে পারে না, নূতন নূতন হুজুগের আগুনে আমি তুচ্ছ পতঙ্গটী নহি। আমি আমার সুনির্দ্দিষ্ট কাজটী লইয়াই আছি। আমার এই দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠাই আমার পথের সত্যতার সব চেয়ে বেশী জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। আমি এখন সেই তোমাদিগকে আমার চারি পাশে সহকর্ম্মী-রূপে চাহিতেছি, একদা যাহারা অন্তরের সরল আগ্রহে আমার সমীপস্থ হইয়াছিলে।

কর্ম্মশক্তি আছে কিন্তু মন নিরভিমান নহে, এমন ব্যক্তিরা কাজ করিবার নামে অনেক স্থানেই কাজের জঞ্জাল বাড়াইয়াছে এবং বাড়াইতেছে। সকলকে নিরভিমান হইয়া নিজেদের কর্ম্মশক্তিকে এক লক্ষ্যে নিয়োগ করিবার আমি আহ্বান জানাতেছি। এ পত্র আমি ব্যক্তিগত ভাবে একা

তোমাকেই লিখিতেছি না, এ পত্র আমার প্রতিজনের জন্য এবং প্রতিজনের কাছে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২রা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

(১৯-১০-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। ছোট বড় সকলকে আমি সমান স্নেহ করি। আমার স্নেহে কার্পণ্যও নাই, ভেদ বিচারও নাই। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ সকলে আমার দৃষ্টিতে সমান। নদী পর্ব্বত-সাগর-সমন্বিত বিশাল পৃথিবী আমার চোখে একেবারে সমতল। তুমিও আমার পরিপূর্ণ স্নেহেরেই অধিকারী।

দারিদ্র্যবশত শ্রমদানে আসিতে পার নাই। এমন অনেকে আছে, যাহারা আসিলে আসিতে পারিত কিন্তু আসে নাই। কারণ, তাহারা শ্রমদানের প্রকৃত মহিমা বোঝে না। তুমি আসিতে পার নাই বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি যে শ্রমদানের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাই পরম লাভ। এলাভ তোমারও যেমন, আমারও তেমন। অনেক সময়ে সৎকাজ

আমরা করিয়া উঠিতে পারি না, কিন্তু তাহার মহিমাটী উপলব্ধি করিতে পারি। এই উপলব্ধিটা একটা মস্তবড় লাভ।

সেবাবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান না জাগিলে মানুষে আর পশুতে পার্থক্য শুধু দংষ্ট্রা-নখর ও প্যাণ্ট-নেকটাইর মধ্যেই বিরাজ করে। সমগ্র মানবজাতি অন্ধ পশুত্বে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই অন্ধত্ব দূর হইবে কর্ত্তব্যজ্ঞান আসিলে এবং সেবাবুদ্ধি জাগিলে। কর্ত্তব্য শুধু মানুষের নিজের প্রতিই নহে, বিশ্বের সকলের প্রতি। সেবার ভাব আসিলে স্বার্থ ভুলিতে বেশী সময় লাগে না। স্বার্থ লইয়াই জগতের যত দ্বন্দ্ব। প্রকৃত সেবাভাবে কলহের কচায়ন নাই।

সকল সৎকাজেই সকলে অর্থ দ্বারা বা শরীর দ্বারা সহযোগ করিতে পারে না। কিন্তু মনের সহযোগ না থাকিলে শুধু অর্থ আর শুধু শরীর একান্তই নিরর্থক এবং অবাস্তব। শ্রমদান-যজ্ঞের প্রতি তুমি অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছ, আমি এইটুকুকে অতীব মূল্যবান ব্যাপার বলিয়া মনে করি।

হাজার হাজার নরনারী যখন অন্তর দিয়া কোনও সামূহিক কর্ত্তব্যের দায়কে একান্ত ভাবে স্বীকার করে, তখন শ্রমদাতারও অভাব হয় না, ধনদাতারও অভাব হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে দর্শকদের আমি কোন দিনই চাহি না। তোমার ক্ষুদ্র পত্রখানা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। বিশেষ কিছু লেখ নাই, তবু মুগ্ধ হইয়াছি। পুনরপি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ

পুপুন্কী, মঙ্গলকুটীর
২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড় বিরক্ত হইলাম। নূতন বিবাহ হইয়াছে, শ্বশুর বাড়ীতে দুর্গোৎসব, শ্বাশুড়ী টেলিগ্রাম করিলেন দ্রুত যাইতে, বিমানে গেলে দুই ঘণ্টায় যাইতে পার, তবু তুমি অসুখ বলিয়া বাপের বাড়ী বসিয়া রহিলে। প্রাণ-সঙ্কট পীড়া হইত, তবে বরং বুঝিতাম। তোমার কোনও প্রাণ-সঙ্কট পীড়া ছিল না। তোমার যাহা অসুখ, তাহা নব-বিবাহিতা নারী-মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। এই অসুখ তোমার অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল। অসুখ লইয়াও শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলে যদি কোনও জীবন-সংশয় উপসর্গের উৎপত্তি ঘটিত, তবে তাহার দায়িত্ব অনায়াসে টেলিগ্রাম-প্রেরয়িত্রীর স্কন্ধে নিয়াও ত' ফেলিতে পারিতে! আদরের ছেলেকে বিবাহ করাইয়া যাহাকে তিনি পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিলেন, তাহার অসুখের বাড়াবাড়ি হইলে কি তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন? শ্বাশুড়ীর অভিপ্রায়-পূরণের সঙ্গত চেষ্টা না করিয়া তুমি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছ। তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের এই অভাবকে আমি কদাচ প্রশংসা করিতে পারিব না।

বাপ-মা তোমাদিগকে বি-এ, এম-এ, পাশ করাইয়াছেন।

ভুল করিয়াছেন। লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিবার আগেই যদি স্বামীর সংসারে গিয়া হেঁসেলের হাঁড়ি ধরিতে, তাহা হইলে এই কয় বৎসরে তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান অনেক প্রখর ও অনেক পরিমার্জ্জিত হইত। শিক্ষিত মেয়েরা যেই সংসারে ঢুকিতেছে, সেখানেই তাহাদের ব্যক্তিগত জেদ এমন অনেক অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটাইতেছে, যাহা দেখিয়া এক শ্রেণীর লোকেরা যথেষ্ট উদারচেতা হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রতি বীতরাগ হইয়া যাইতেছেন। এভাবে তোমরা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছ। কিছুকাল পরে গোঁড়া ও গোঁয়ার ছেলেরা ধনুর্ভঙ্গ পণ করিবে যে, তাহারা আর শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিবে না। সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিবে না বলিয়া জিদ করিতে ত' আমি ডজন চারি পাঁচ যুবককে দেখিলাম। এই জিদ অকারণ নহে।

আমি এখন পুপুন্কীতে শ্রমদানের কাজে বড় ব্যস্ত। এই সময়ে তোমাদের অমূল-তরুর শিকড়-সন্ধানের কি আমার অবসর আছে? দৈবক্রমে পায়ে আহত হইয়া দুই তিন দিন হয় চলাচল-শক্তি-রহিত হইয়াছি। ফলে তোমার পত্র পড়িতে অবসর পাইলাম এবং উত্তরও দিলাম। কেন তোমরা তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় লইয়া জীবনে সঙ্কট সৃষ্টি কর আর তাহারই সুদীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া লিখিয়া আমার মূল্যবান সময়ের উপরে উৎপাত কর?

আমি তোমার বর্ত্তমান পারিবারিক অশান্তির মধ্যে মাথা

গলাইব না। তোমাকে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্তহীন ভাবে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও স্বামীর নিকটে ক্ষমা চাহিয়া পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধিতে হইবে। ইহা তোমার পারিবারিক কর্ত্তব্য। বিবাহ করিলে আর স্বামীটাকে নিয়া আলগোছ হইয়া গেলে, এইরূপ দুর্নীতির আমি কখনও সমর্থন করিব না।

তোমাদের বাড়ীটা হইতে বছরে আমি ষাট সত্তর, আশিখানা পত্র পাইয়া থাকি। তোমরা পত্রই লিখিতে পার, কোনও সত্যিকার আদর্শকে নিজেদের জীবনে জাগ্রত বা জীবন্ত করিতে পার না। এই প্রহসন আর কতকাল চলিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ

পুপুন্কী মঙ্গলকুটীর
২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, ইত্যাদি নানা-তত্ত্বমূলক বহু সঙ্গীত এক সময়ের এক শ্রেণীর সাধকেরা রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের কাছে অন্যতর কোনও প্রাচীন শাস্ত্র অবলম্বন করিবার প্রয়োজন বা প্রয়োজন-বোধ ছিল না এবং যাঁহারা অনেক গূঢ় সাংসারিক আচরণকে আধ্যাত্মিক-তাৎপর্য্যে পরিপূর্ণ করিবার

চেষ্টা করিয়া সঙ্গীত-মুখে নানা প্রক্রিয়া বা কৌশলকে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতীব মহৎ হইলেও, আমার মতে আমার পথে যাহারা চলিবে, তাহাদের ঐ সকল নিগূঢ় সঙ্গোপনীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের কৌতূহলের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। গুরুমুখে ব্যতীত বিদ্যা হইবে না, এই কথায় সত্য যেমন আছে, তেমন অসতর্ক মানুষকে হঠাৎ একটা নূতন বা বিচিত্র অথবা বিকট পন্থায় টানিয়া নিবার সুয়োগ লাভ করিবার চেষ্টাও রহিয়াছে। এসব ভাট্‌কিতে ভুলিও না।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ওঙ্কাররূপী নামকে অদ্বিতীয় ও অবিসম্বাদিত জানিয়া পূর্ণ নিষ্ঠায় পূর্ণ নির্ভরে মৎকথিত সহজ সরল উপায়ে সাধন করিয়া যাও। অধিক জানিবার বা অধিক বুঝিবার বুদ্ধি করিয়া জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুটুকুকে মিথ্যা করিয়া দিও না। সোঽহং বা হংস মন্ত্র ওঙ্কারমন্ত্রেরই নিকটতম অনুরণন হইলেও তাহাদের উভয়ের তাৎপর্য্য পৃথক্ পৃথক্ এবং ঐ দুইটী ভিন্ন রসের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ওঙ্কার মন্ত্রেই যুগপৎ নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির একবার কিছুদিন সোঽহং জপিবার আবার কিছুদিন হংস জপিবার কোনও প্রয়োজনই নাই। মিশ্রির সরবৎ যে পান করিতেছে, তাহার একবার করিয়া এক ঘটি জল আর একবার করিয়া এক মুঠি মিশ্রি খাইবার আবশ্যকতা কোথায়?

প্রণবমন্ত্র হৃৎস্পন্দনের সাথে, পদধ্বনির সাথে, শ্বাস-

প্রশ্বাসের সাথে জপ করা চলে। সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে যে উপদেশটী গুরুর কাছে পাইয়াছ, তাহারই অনুসরণ কর। ইহা করে জপও চলে, মালায় জপও চলে। ইহা সংখ্যা রাখিয়া জপও চলে, ইহা অসংখ্য অনন্ত বার জপও চলে। একটা সুনির্দ্দিষ্ট উপদেশ পাইবার পরে সর্ব্বশক্তি দিয়া তাহাই পালন করিতে হইবে। পুলিশ-ট্রেইনিং, সৈন্য-ট্রেইনিং ও শিষ্য-ট্রেইনিং এই তিনটা ব্যাপারেই নির্ব্বিচার আদেশ-পালন একান্তই অপরিহার্য্য।

আশীর্ব্বাদ করি, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নাম-সাধন করিতে করিতে নামময়, প্রেমময়, পরমেশ্বরময় মধুর অস্তিত্বে পরিণত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ
পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর
২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া পায়ে যদি কঠিন আঘাত পাইয়া চলচ্ছক্তিহীন না হইতাম, তাহা হইলে এই পত্র লিখিবার অবসর ঘটিত না। চতুর্দ্দিকে শ্রমদানের বিপুল উল্লাস চলিয়াছে, এখন আমার আসল কাজ ত' নিজ দপ্তরটীর বাহিরে।

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

ভাগ্যে তুমি তোমার কার্ড খানাতে একটী কোণায় তোমার ঠিকানাটী লিখিয়াছ। নতুবা জবাব দিতে পারিতাম না। অনেকেই পত্র লেখে, ঠিকানা দেয় না, কেহ কেহ নামটী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লিখে না। শুধু নরেশ বা হরিষ লিখিলে আমি কি করিয়া ঠাহর করিব যে, সে চক্রবর্ত্তী না মুখোপাধ্যায়, দেব না দাস, নন্দ না চন্দ, চৌধুরী না চট্টোপাধ্যায়? ফলে স্মৃতিশক্তির শরণাপন্ন হইতে হয়। চিরকালই কি আমার মস্তিষ্কটা গণ্ডাখানিক শ্রুতিধরের বোঝা বহন করিতে পারিবে?

আমার আজিকার প্রধান বক্তব্য তোমার সহরটাকে লইয়া। কত সম্ভাবনাপূর্ণ এই শহর। এক একবার যাই, মানুষের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি। কিন্তু মানুষের মনের উন্মাদনাকে তোমরা স্থায়ী ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছ না।

স্থায়িত্বের এক নাম ধৈর্য্য। ধৈর্য্যের অপর নাম বীর্য্য। বীর্য্যলাভ ব্রহ্মচর্য্যে হয়। আমি ত' এতবার তোমাদের সহরটায় ঘুরিয়া আসিয়াছি, তোমাদের বীর্য্য, ধৈর্য্য, স্থায়িত্ব বাড়িয়াছে কি? আশায় অধীর প্রাণে তোমাদের পানে তাকাই, কিন্তু কি দেখিতে পাই?

এগুলি তোমরা নিজেরা চিন্তা কর। আমার ভ্রমন-তালিকা তোমাদের দিকে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমি ত' তোমাদের ভুলি নাই! এখনো ত' আমি তোমাদের জন্যই

শ্রম করিতেছি। নিদ্রায়, জাগরণে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তোমাদের জন্য এত শ্রম আর কে করিবে?

বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞান আমার প্রত্যেকটী সন্তানকে সজাগ কর। বল,— ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। বল,— আদর্শকে জীবনে রূপ দিতে হইবে। বল,—নানা দিকে নানা দেশে অমৃতের বার্ত্তা প্রচার করিতে হইবে। বল,—একজনকেও বসিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর

২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার প্রেরিত পার্শ্বেল এবং পত্র পাইলাম। প্রেরিত বস্তুগুলির সদ্ব্যবহার করিব। পত্রখানা আমাকে অবাক্ করিয়াছে। ইহার পূর্ণ সদুত্তর সম্ভব নহে। সংক্ষেপে জানাইতেছি যে, ভবিষ্যতে যে-কোনও সামূহিক কর্ম্মের পরিকল্পনা স্থির করিবার কালে দুই দিকে দৃষ্টি দিয়া কাজ করিবে,—যেরূপ আমি করি। যাঁহাকে যে কাজটুকু দিবার, দিয়া সঙ্গতভাবেই

প্রত্যাশা করিতে হইবে যে, তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিশ্চিত সম্পাদন করিবেন, অতএব Team-work ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। ইহা হইল এক দিকের দৃষ্টি। আর এক দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা এই যে এক কণাও বিশ্বাস অন্তরে রাখিবে না যে, ইহারা সত্য সত্যই নিজ নিজ প্রাপ্ত ভারের দায়িত্ব বহন করিবেন এবং প্রতিশ্রুতি রাখিবেন। সুতরাং যদি ইঁহাদের অস্তিত্ব এই জগতে না থাকিত, তাহা হইলে যেভাবে কাজটী করিলে অবশ্যই চেষ্টা সফল হইত, সেই ভাবে কাজটী সুচারু রূপে করিয়া যাইবার জন্য অতি গোপনে সুবন্দোবস্ত রক্ষা করিতে হইবে। প্রকাশ্যে ইহা করিতে গেলে ভদ্রলোকের ছেলেরা অপমানিত বোধ করিয়া গোঁসা করিবেন এবং বলিবেন, তবে আমাদের বাদ দিয়াই কাজ কর না কেন বাছা? * * * তোমরা যে শারদীয় উৎসবকে একটু স্বল্পায়তন করিয়া পুপুন্‌কীর শ্রমদান-যজ্ঞকে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করিয়াছ এবং এজন্য নিজ সহরের বাহিরে প্রায় চৌষট্টি মাইল দূরে একটা বিরাট রেলষ্টেশানে আসিয়া পুপুন্‌কীর যাত্রীদের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় সারাদিন সারারাত্রি খাটিয়াছ, তোমরা যে স্কোয়াশ এবং অন্যান্য মালের বোঝা বাস হইতে নামাইতে আর ট্রেণে তুলিতে গিয়া হাতে পায়ে পিঠে আঘাতের যন্ত্রণাও অকাতরে সহ্য করিয়াছ, ইহা তোমাদের চরিত্রকে উন্নত করিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় লোক হইয়াও যাহারা প্রতিশ্রুতি

অনুযায়ী মাত্র পাঁচটী কি দশটী স্বেচ্ছাসেবক সরবরাহ করিতে পারিল না, তাহারা সত্যই নিতান্ত অধম। তাহাদের স্থানীয় শারদীয় অখণ্ড-উৎসব এতই বড় ব্যাপার হইয়া গেল যে, এমন একটা কর্ত্তব্যের মুখে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে তাহাদের লজ্জা হইল না। তোমাদের যে টিকিট-চেকার গুরুভ্রাতা এই সময়ে নিজে অমানুষিক শারীরিক শ্রম করিয়া এত বড় সহরটার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ-জনিত কলঙ্কের অপনোদনে চেষ্টা করিল, তাহাকে আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ জানাইও।

কোথাও কোথাও ব্যক্তিত্বাভিমান সৎকর্ম্মকে পঙ্গু করিতেছে। কোথাও কোথাও স্থানিকতা-দোষ সংঘবদ্ধ শ্রীবৃদ্ধিকে রুখিয়া রাখিতেছে। আমার বারংবার এই একই বিষয়ে তিরস্কার ও সতর্কতা-বাণী সত্ত্বেও অমুকেরা আর তমুকেরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের অনুষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠানকে এত বেশী ভালবাসিয়া ফেলিতেছে যে, পরিণামে একদিন হয়ত আমাকে তারস্বরে এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, আমার কাজের মাঝে তোমরা আসিয়া গোল পাকাইও না, আমার কাজ আমি একাই করিব, করিতে যে পারি, তাহার প্রমাণ জগতের বুকে রাখিয়া যাইব। চখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেও এই অন্ধগুলি কিছুই দেখিতে পায় না। এই অন্ধতার একমাত্র কারণ হইতেছে প্রেমের অভাব। প্রেম বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না। প্রেম ফরমাইশ দিয়া তৈরী করান যায় না। প্রেম প্রয়োজনের মুখ

তাকাইয়া জন্মে না। প্রেম শুদ্ধ স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত্তি, ইহা কারখানার ছাঁচে ঢালিয়া তৈরী হয় না। ভাবিতেছি, কবে তোমরা প্রেমিক হইবে। যেদিন প্রেমিক হইবে, সেদিন কর্ত্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, প্রতিশ্রুতি-রক্ষার রুচি, সত্য রক্ষার সৎসাহস এবং সর্ব্বত্যাগের দুঃসাহস তোমাদের প্রত্যেকের চরিত্রে ফুটিয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

পুপুন্কী মঙ্গলকুটীর

২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * তুমি ত' বাবা দুগ্ধপোষ্য শিশু, তুমি জগতের সকল কথা বুঝিয়া ফেলিবে? শিশুদের শিশুর মতন থাকিতে হয়। আমি ত' দৃঢ়কণ্ঠে বলিব যে, তোমাদের সহরটায় একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ ছিল কিন্তু শিশুরা শিশুর মতন না থাকিয়া প্রবীণের মত চলিতে চেষ্টা করিয়া সেই ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তবে, সেই ভবিষ্যৎকে তাহারা ত্যাগ করিতে পারে নাই, কারণ, সত্যকে কদাচ নিহত করা যায় না। তোমাদের মধ্যে মান্য জনে সম্মান দিবার অভ্যাস নাই, পূজ্যজনে পূজা দিতে তোমাদের প্রাণে বাজে, গুরুজনের

নিন্দা শুনিলে তোমরা আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া যাও, দিবালোকে উজ্জ্বল সত্যিকার ছবি অপেক্ষা অন্ধকারের কাণাঘুষাকে তোমরা বেশী দাম দাও। এত পরনিন্দা, এত আত্মদ্রোহ, উচ্ছৃঙ্খল রসনার এত চটুলতা অন্য কোনও স্থানে অন্য কোনও দেশে দেখি নাই। যাহাদের নিকটে গুরুদ্রোহীরা গুরুর চেয়ে বেশী মান্য পায়, তাহাদের কাছে ভাবী কাল কি সুমহৎ অবদানের প্রত্যাশা করিবে? আমি চাহিতেছি, পরনিন্দাকণ্ডূয়ন কমুক, বৃথা বাচালতা স্তব্ধ হউক, প্রত্যেকে নিঃশব্দ নীরবতায় প্রকৃত কল্যাণ-কর্ম্ম সম্পাদন করুক, প্রত্যেকে এক একটা করিয়া মহৎ কর্ম্মের ভার নিজ নিজ স্কন্ধে যাচিয়া গ্রহণ করুক। আমি উচ্ছৃঙ্খলতাকে কদাচ মহনীয় সদ্গুণ বলিয়া স্বীকার করিব না। তোমরা অন্য অনেক জায়গার লোকদের চাইতে যে হেয়তর স্তরে নামিয়া গিয়াছ, এই অপ্রীতিকর সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার কোনও উপায় নাই। কথায় দড় আর কাজে কুণ্ঠিত, ইহা কদাচ মহত্ত্বের লক্ষণ হয় না। তোমরা সহরের যুবকগুলির কাছে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী পৌছাইয়াছ কি? কিন্তু ইহাই ত' আমার প্রথম আদেশ ছিল! তোমরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণে প্রীতির অনুশীলন করিয়াছ কি? ইহাই ত' আমি বিগত তিন যুগ ধরিয়া এই সহরটাকে শুনাইয়াছি। তোমরা অন্যান্য সঙ্ঘের মধ্যে সমাদৃত সদ্গুণগুলিকে নিজেদের মধ্যে বিকশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছ কি? শ্রদ্ধা সহকারে সকল

সঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাহাদের আচরিত সুধন্য সদ্‌গুণগুলি তোমরা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কর, এইরূপ উপদেশই ত' আমি আজীবন দিয়া আসিতেছি। কেহই তোমরা আমার কোনও নির্দ্দেশ পালন করিবে না আর বাড়ীতে আমার ফটোর চারিদিকে বড় বড় ফুলের মালা ঝুলাইয়া স্ফীতবক্ষে গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিবে,"আমরা কত মহান্, আমরা কত বড়",— এইরূপ আত্মনাশা কুবুদ্ধির আমি কখনও সমর্থক হইতে পারি না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সমাপ্ত

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার-জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"**, **"বিবাহিতের জীবন সাধনা'** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী -২২১০১০

ISBN 978-93-94394-15-5

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সপ্তবিংশ খণ্ড